বিজ্ঞাপন।

আমি এই "মুর-সেনা" কাব্য গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট হইতে রীতিমত রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছি, অতএব ইহা কেহ পুনর্মুদ্রিত করিলে আইনানুসারে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন এবং আমার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবেক।

পুস্তকে আমার স্বাক্ষর মোহরাঙ্ক ব্যতীত কেহ এই পুস্তক ক্রয় করিবেন না।

শ্রীকাজী নফিউদ্দীন।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং আফিসে অথবা চাঁদনীর বাজারে ১ নং গলিতে শ্রীযুক্ত কাজী সফিউদ্দীনের নিকটে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

সীতাহরণ (শ্রীহরিমোহন কর্ম্মকার প্রণীত)			।৵
কুমার-সম্ভব	ঐ	ঐ	।৵
ইসফ-জেলেখা	ঐ	ঐ	৸
গোল-হরমুজ	ঐ	ঐ	
নলিনীকান্ত (শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত)			
ভারতবর্ষের ইতিহাস	ঐ		
সুনীতিসংগ্রহ			
বাহারদানেশ			
শাহানামা ১ খণ্ড			
শুকেতিহাস তুতিনামা			
কলিচরিত্র			

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৪	গোলকেন্তে	গোলোকেন্তে
৩	৬	আঙ্ক	আঙ্খি
৩	৬	গোলক	গোলোক
১৪	২০	শ্রেষ্ঠির	শ্রেণীর
১৫	৭	সখী	সখি
১৬	৪	ঐ	ওই
৩১	৯	দুরন্ত	নিরন্ত
ঐ	১৩	দেখ	দেখ্‌
৩৮	১৬	বিরহে	বিরহ
৪৩	৯	ভাসিছে	ভাবিছে
৪৭	১	দ্বিতীয় সর্গ	তৃতীয় সর্গ
৪৯	৬	রমণীর	রমণীয়
৫৩	১৯	চড়া	চূড়া
৬৬	১১	তরে	ভরে
৮০	৩	বিদাম	বিদায়
ঐ	৮	রসময়	রসরাম
১০৯	৮	কোম	কোন
১৩২	১৪	অনলি	অনিল
১৫৩	৪	দুজনেরে	দুজনেরে
১৫৮	২	আমি	আসি
১৮৪	৩	কি কারণে হল	কি কাল হইল

মান্যবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় বাহাদুর

বহুগুণমন্দিরেষু—

মহাশয়!—আপনি একাল পর্য্যন্ত মৎপ্রণীত কাব্য সমূহের রচনা সমস্ত সংশোধন করিয়া আসিতেছেন। তদ্দ্বারা আমার যে কত দূর পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। আপনকার সংশোধন-প্রভাবেই আমার কাব্য সমস্তের প্রতি অনেকেই বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব, আপনকার নিকট যাবজ্জীবন আমার কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে সেই কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞান স্বরূপ এই ক্ষুদ্র কাব্য খানি আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি যে প্রকার কবি, ও আমার যে প্রকার হিতৈষী, এই ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞতাভিজ্ঞান তন্নিকটে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে। তবে সাধু লোকেরা ভক্তিদত্ত অতি সামান্য দানও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ভরসায় ভর করিয়াই আমি এই কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদুর গৃহে তণ্ডুলকণভোজনে কি পর্য্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ না করিয়াছিলেন।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরিমোহন কর্ম্মকার।

কলিকাতা।
১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯।

মঙ্গলাচরণ।

জয় যদুনন্দন বিপিন বিহারী।
রাধিকা রমন গিরিবর ধারী॥
গোপ বধূজন মানস হারী।
কংসাদি দানব সংহার কারী॥
রাস রসিক জন ব্রজবধূ ভর্ত্তা।
ত্রিভুবন পালন সংহার কর্ত্তা॥
পীত বসন বনমালা ধারী।
গোকুলচন্দ্র মুকুন্দমুরারী॥

উপক্রমণিকা ।

জয়তি কেশব কলুষ হারক।
রাধিকা রমণ জগতপতি ॥
গোলোক বিহারী মুরলী ধারক।
অগতি জনের তুমি হে গতি ॥
জয়তি মাধব দৈত্য বিঘাতন।
মুরারী পুতনা বিনাশ কারী ॥
হে দীন বান্ধব গোপিকা রঞ্জন।
শ্রীমতী রাধার মানস হারী ॥
জয়তি বিপিন বিহারী শ্রীহরি।
যোগীন্দ্র জনের জীবন ধন ॥
শ্রীনন্দ নন্দন গিরিবর ধারী।
বিপত্তি ভঞ্জন মধুসূদন ॥

এইরূপে হরিগুণ করিলে কীর্ত্তন।
গোলকেতে উপনীত পার্ব্বতী রমণ ॥
হেরি হরে পুলকিত হন নারায়ণ।
নবীন নীরদে হেরি চাতক যেমন ॥

সম্ভ্রমেতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীহরি।
বসাইল রত্নাসনে সমাদর করি॥
সমাদরে হয়ে হরি কহেন জিজ্ঞাসা।
কহ দেব এপর্য্যন্ত কি মানসে আশা॥
ওহে দেব পদধূলি পাইয়ে তোমার।
গোলোক সকল শুদ্ধি হইল আমার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী শূলপাণি কয়।
যে কারণে আসিয়াছি শুন মহাশয়॥
দেখিলাম মর্ত্যপুরে প্রণয় রতন।
বিরাজ করিছে যেন নলিনী তপন॥
তুমিওতো সমাদর রস বৃন্দাবনে।
জনম লইয়ে ছিলে প্রেমের কারণে॥
তোমার বিরহে তব প্রাণাধিকা রাই।
দুঃখ সয়ে ছিল কিন্তু প্রাণে মরে নাই॥
আমিও সয়েছি প্রাণে বিরহ সতীর।
প্রাণ তবু যায় নাই ত্যেজিয়ে শরীর॥
দেখিলাম এ যে প্রেম আশ্চর্য্য শ্রীপতি।
বিরহে ত্যেজিল প্রাণ যুবক যুবতী॥
আমার হেন প্রেম না দেখি কোথায়।
আজ দেখিলাম আসিয়ে ধরায়॥

উপক্রমণিকা।

কৃষ্ণ কন বিস্তারিয়া কহ দিগবাস।
শুনিতে এ প্রেম কথা হতেছে উল্লাস॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী স্মরহর কয়।
আশ্চর্য্য এ প্রেম কথা শুন দয়াময়॥

প্রথম সর্গ ।

জগতে বিখ্যাত অতি মগধ নগর ।
হেরিলে মোহিত হয় যোগীর অন্তর ।।
রাজপুরি চমৎকার দেখিতে সুন্দর ।
বোধ হয় গড়িয়াছে সুরশিল্পকর ।।
চতুর্দ্দিগে শোভে কত বাটী মনোহর ।
ধরায় স্থাপিত যেন অমর নগর ।।
দোকান পসারি যত কে করে গণন ।
হাট ঘাট বাজারাদি অতি সুশোভন ।।
স্থানে স্থানে শোভা করে কত বিদ্যালয় ।
স্থানে স্থানে শোভে কত রম্য জলাশয় ।।
স্থানে স্থানে শোভা করে কত পুষ্পবন ।
ধরায় স্থাপিত যেন নন্দন-কানন ।।
সৈন্য সঙ্গে নিরন্তর ভ্রমিছে কোটাল ।
করে তীক্ষ্ণ অসি যেন কালান্তের কাল ।।
চতুর্দ্দিগে গোদাবরী করিয়া বেষ্টন ।
করিতেছে অপরূপ শোভা সম্পাদন ।।

ড়শ বর্ষীয়া কন্যা রূপের নিধান।
লি বাগে নরপতি প্রাণের সমান॥

দেখিলাম অপরূপ রূপ বৃন্দাবনে।
ড়িৎ লুকাতে চায় পিন্দন বসনে॥
রাধার শ্রীবদন, শশী করি নিরীক্ষণ,
প্রেতে ধরণী তেজি ধাইল গগণে। মোহন
পির ছাঁদে, রতি পতি পড়ে কাঁদে, সুবং
বর্ণ হেরি দহে গো দহনে॥ ধ্রু॥

কি কহিব গুণধাম স্বভাবের শোভা।
নির মানস হরা জগমনোলোভা॥
লাম অপরূপ রূপ সে বালার।
ত বর্ণিতে পারে হেন সাধ্য কার॥
এক সরোবর অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
ল সলিল তাহে সুধার সমান॥
ন করিতেছে মলয়ার বায়।
ল কমল এক তাহে শোভা পায়॥
ত কমলের শোভা এক বিম্বধর।

পদ্মপরে রাখি মুখ ঝুলিতে লাগিল।
সুমেরু শিখরে যেন নীরদ শোভিল॥
নিরমল নীর তেজি সফরী আসিয়ে।
করিল অপূর্ব্ব শোভা দুদিগে বসিয়ে॥
এমন সময় দেখি রতি রতিপতি।
চড়িয়ে পুষ্পক রথে করিতেছে গতি॥
সরোবরে সরোজের শোভা নিরক্ষিয়ে।
প্রিয়া সহ গেল চলি ধনুক রাখিয়ে॥
পুনঃ দেখি শারি শুক আসিয়ে তথায়।
অধর করিয়ে দান ধরিতেছে পায়॥
তরুন তপন রাজ আকাশ তেজিয়ে।
করিছে কিরণ দান কমলে বসিয়ে॥
দেখিলাম দুই পাশে হে নীলকমল।
করিছে অপূর্ব্ব শোভা সরজ যুগল॥
যুগল ভ্রমর তাহে সুখে মধু খায়।
দুটি নিলমণি যেন সুমেরু শিখায়॥
হেন কালে এক সিংহ তথায় আসিয়ে।
মধ্য দেশে মধ্য দেশ দিল মিশাইয়ে॥
কোথা হতে দ্বীপ এক আসিয়া সত্বরে।

প্রথম সর্গ।

নবীন নীরদ এক এমন সময়।
চতুর্দ্দিশ আবরিয়ে স্থির ভাবে রয়॥
কতক্ষণ পরে দেখি নীরদ ভিতরে।
শরদের শশী যেন সুখেতে বিহরে॥
সরোবরে হেরি স্বীয় প্রিয় কাদম্বিনী।
হাসিতে হাসিতে আসি মিলিল দামিনী॥
হেন অপরূপ আমি না দেখি কখন।
মোহিত হয়েছে মন ভুলেছে নয়ন॥
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী রাজবালা।
অনূঢ়া সে সুকুমারী এই মাত্র জ্বালা॥

নিরখিতে শ্যামচাঁদে শ্যাম সোহাগিনী।
চলিল মোহন সাজে সহিত প্রিয় সঙ্গিনী॥
ভেটিতে নাগরবরে, ধনী অনুরাগ ভরে, অনু
ঢাকি নীলাম্বরে মেঘে যেন দামিনী॥ ধু॥

মরি কিবা উপবন অতি মনোহর।
বৃন্দাবন বলি ভ্রম হয় নিরন্তর॥
নানা জাতি রম্য দারু শোভে চারি পাশে

স্মর-সেনা।

[illegible] কত তরুগণ।
[illegible] যেমন ।।
[illegible] ফুল বসি তদুপরে।
[illegible] গীত গায় সুমধুর স্বরে ।।
শুনিলে সে স্বর বিমোহিত হয় মন।
[illegible] বাঁশীর স্বরে গোপিকা যেমন ।।
নিবিড় সে উপবন কিবা শোভা পায়;
ঢেকেছে রবির কর বৃক্ষের ছায়ায় ।।
পত্রের ভিতর হতে আসিছে কিরণ।
ঘন ঘন মাঝে স্থির দামিনী যেমন ।।
চতুর্দ্দিগে পুষ্পবৃক্ষ অতি মনোহর।
প্রসব করেছে কিবা কুসুম সুন্দর ।।
ফুটেছে অপরাজিতা কিবা শোভাকর।
বসন্ত সময়ে যেন নব জলধর ।।
গোলাপের শোভা হেরি মোহিত অন্তর।
হাসিছে সুন্দরী নারী যেন নিরন্তর ।।
সরোবরে সরজিনী প্রফুল্ল বয়ানে
সুখে ভাবে বঁধুর মধুর রস পানে ।।
মধু লোভে ধায় অলি হইয়ে ব্যাকুল।
[illegible]

প্রথম সর্গ।

পদ্মবঁধু পদ্মে বসি সুখে মধু খায়।
হেরিলে সে শোভা মন নয়ন জুড়ায়॥
গুরুজন জ্ঞান করি দেবতা তপনে।
লজ্জায় কুমুদী সতী মুদিত জীবনে॥
অপরূপ ভূপতির সে রম্য উদ্যান।
হেরিলে হরষে [illegible] স্নিগ্ধ মন প্রাণ॥
ফুলবাণ লয়ে বান মনোহর সাজে।
প্রেয়সী রতির সহ সর্ব্বদা বিরাজে॥

চল চল সুন্দরি, নিবিড় নিকুঞ্জে,
নিরখিতে রসিক রাজে :
নবরস সাগর, শ্যাম গুণাকর,
যথায় সুখে বিরাজে॥
কুঞ্জ সুরঞ্জিত, অলিকুল গুঞ্জিত,
কোকিল গায়ত রাগে।
শ্রবণ মনোহর, মোহন মুরলী,
বাজে তব অনুরাগে॥
সুখদ নিকুঞ্জে, নটবর সুন্দর,
রাজিত মোহন সাজে।

নবঘন নিন্দিত, রূপ মনোহর,
রতিপতি মোহিত লাজে ॥
ধর ধর অভরণ, পর পর সুন্দরি,
সাজহ মোহন বেশে।
কাঁচলি ধর ধর, নীল বসন পর,
কবরী বাঁন্ধহ কেশে ॥
খঞ্জন নয়নে, অঞ্জন রঞ্জন,
পরগো যতনে রাধে !
নূপুর পরিহর, গুঞ্জরন শুনিলে,
বিবাদ ঘটিবে সাধে ॥ ধ্রু ॥
রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণ লইয়ে বালায়।
মনের মতন করি যতনে সাজায় ॥
বিনায়ে বিনোদ বেণী কবরী বান্ধিল।
নব জলধর যেন গগণে শোভিল ॥
নয়নে অঞ্জন দিল রঞ্জন করিয়ে।
খঞ্জন নাচিছে যেন কমল ধরিয়ে ॥
পরাইয়া দিল সিঁতি মস্তক উপরে।
স্থির সৌদামিনী যেন নব জলধরে ॥
মুক্তার কলাপ তাহে অতি মনোহর।
নিশির শিশির যেন দূর্ব্বাদলোপর ॥

শ্রবণে কুণ্ডল দিল করিয়া উজ্জ্বল।
ধীর বায়ু ভরে যেন দুলিছে কমল॥
নীলবর্ণ কাঁচলী যতনে পরাইল।
সুমেরু শিখরে যেন নীরদ শোভিল॥
তদুপরি হারাবলি মনোহর অতি।
গিরিপরে বিরাজিত যেন স্রোতস্বতী॥
যেখানে যেমন শোভে সেই অভরণে।
বালারে সাজায়ে দিল অতি সযতনে॥
যুগল চরণে দিল পরায়ে নূপুর।
যার রবে রসিকের আনন্দ প্রচুর॥
মনোহর নীলাম্বর পরাইয়া দিল।
স্থির দামিনীরে যেন জলদে ঘেরিল॥
এই রূপে সখীজন সাজায়ে বালায়।
বিহার কারনে সবে উপবনে যায়॥
যেমন মরাল কুল অনুরাগ ভরে।
মানস সরসি নীর আক্রমণ করে॥
তদ্রূপ যুবতীগণ উপবনে যায়।
মানস মোহিত হয় তাহার শোভায়॥
সখীসনে স্বরসেনা সুখদ কাননে।
ইতস্তত ভ্রমণ করিছে হৃষ্টমনে॥

বেগবতী নদীগণ বেগেতে যেমন।
বারিধীর সহ আসি হয় গো মিলন॥
সেইরূপ স্মর-সেনা যেই দিগে যায়।
অনুগত সখীজন সেই দিগে ধায়॥
হেমলতা নামে সুন্দরীর প্রিয়সই।
বিনয় করিয়ে কয় শুন রসময়ি॥
ঐ দেখ বিনোদিনী মাধবীলতায়।
মোহিত করিছে মন অপূর্ব্ব শোভায়॥
ঐ দেখ সহকার সমীরণ ভরে।
মরি কি মধুর শোভা সম্পাদন করে॥
যেন কোন বিরহিনী মদনের ডরে।
কর সঞ্চালন করি ডাকিছে নাগরে॥
চেয়ে দেখ বিনোদিনী সরোবর পানে।
বিভোর মধুপ বঁধূ পদ্ম মধু পানে॥
মরি কিবা সরোবরে শোভা মনোহর।
নির্জ্জন নিকুঞ্জে যেন রাধা মুরহর॥
এই রূপে রাজবালা সঙ্গিনীর সনে।
বিহার করিছে সুখে সুরম্য কাননে॥
হেনকালে শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
সে নগরবাসি এক শ্রেষ্ঠির নন্দন॥

জ্ঞানচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণের সনে।
বিহার কারণ এল সেই উপবনে॥
দেখিয়া রমণীকুল হইল চঞ্চল।
মৃগরাজে হেরি যেন কুরঙ্গীর দল॥
দেখিয়া নাগরবরে সুন্দরী তখন।
প্রিয় সম্বোধন করি সঙ্গিনীরে কন॥

সখি! দেখনা নয়ন মেলিয়ে।
নীরদ নিন্দিত, সুরেন্দ্র বন্দিত,
ব্রজের লম্পট কালিয়ে॥
ঐ গুণাধার, হৃদয়ে রাধার,
বিরহ অনল জ্বালিয়ে।
ব্রজনারী গণে, বধিয়ে জীবনে,
এখানে এসেছে চালিয়ে॥
ইচ্ছা হয় মনে, লয়ে এ রতনে,
প্রেমরসে যাই গলিয়ে।
প্রেম পারাবার, করি গো বিস্তার,
হৃদয় মাঝারে ভুলিয়ে॥
এ নব যৌবন, কারে বা অর্পণ,
করিব এ ধনে হেলিয়ে।

অধিরা হইয়া ধনী সজনীরে কয়।
বল সখি এ কাননে কে ও রসময়॥
মোহিত হইল মন নাগরের রূপে।
বলনা ধৈরজ তবে ধরিব কিরূপে॥
বুঝিয়ে ধনীর মন হেমলতা কয়।
শুন বিনোদিনি নাগরের পরিচয়॥
শুনিয়াছ ভাগ্যধর নামে সদাগর।
তাহার তনয় এই নাম মনোহর॥
জ্ঞানচন্দ্র নামে প্রিয় বান্ধবের সনে।
এসেছে বিহার হেতু এ রম্য কাননে॥
সখী মুখে শুনি নাগরের পরিচয়।
রাজার নন্দিনী সুখী হল অতিশয়॥
অনুরূপ বরে মন মজেছে আমার।
এই ভেবে সুন্দরীর আনন্দ অপার॥
এদিগে হেরিয়া যুবা রূপ সে ধনীর।
জ্ঞানচন্দ্র প্রতি কহে হইয়া অধির॥

ভাইরে! দেখনা রমণী রতনে।
কুলমান ত্যজিয়ে, ধনী আসিয়ে,
[illegible] কাননে॥

সুচঞ্চল অতি, সৌদামিনী গতী,
শুনিয়াছি এই শ্রবণে।
এ আর কি ভাব, তেজিয়ে সে ভাব,
স্থির ভাবে রয় কেমনে॥
সেই মত রতি, অতি রূপবতী,
না দেখেছে যেই নয়নে।
হেরি এ রমণী, হয় হে অমনি,
মদন মোহিত মদনে॥ ১০॥

সুন্দরীর রূপ হেরি যুবক মোহিল।
সেই ছলে ফুলবান মদন প্রহারিল॥
থর থর কাঁপে দেহ শরীর অবশ।
সুপ্রবল প্রেমানল রূপে নাহি রস॥
মদন তরঙ্গ ক্রমে প্রবল হইল।
লাবণ্য সাগরে মন তরণী ডুবিল॥
কতক্ষণ পরে ধীর সুস্থির হইয়ে।
জ্ঞানচন্দ্র প্রতি কয় বিনয় করিয়ে॥
সখা হে! আমার দশা কি হবে বলনা।
কেমনে পাইব আমি এ নব ললনা॥
ধরায় এমন রূপ কভু দেখি নাই।
বলনা এ নারী ধনে কেমনেতে পাই॥

রূপের লাবণ্য নীরে আমার এ মন।
উঠিতে না চায় আর হয়েছে মগন॥
যেমন নিদাঘ কালে মাতঙ্গের কুল।
নির্ম্মল সলিল পেলে নাহি চায় কুল॥
তাই বলি প্রিয়সখা! মম মন ধনে।
ও রূপ সাগর হতে তুলিব কেমনে॥
লভিতে সুন্দরী ধনে করিব যতন।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥"
এতবলি যুবরাজ সতৃষ্ণ নয়নে।
দেখিতে লাগিল সেই রমণী রতনে॥
এখানেতে স্বর্ণ-সেনা অনুরাগ ভরে।
এক দৃষ্টে দেখিতেছে রসের নাগরে॥
যেমন নিকুঞ্জ দ্বারে দাঁড়ায়ে শ্রীমতী।
দেখিতেছে নটবরে প্রেমভরে অতি॥
উভয়ের প্রেম-রসে উভয়ে রসিল।
দোঁহার প্রেমের নদী বেগেতে বহিল॥

হইল রে দিবা অবসান।
সলিলে নলিনী সতী ক্রমে ম্রিয়মাণ॥

বসিয়ে বিরল সুখে, চক্রবাক মন দুখে,
দেখিতেছে সূর্য্যে তার প্রিয়ার বয়ান।
ধীমান দিবসরাজ, সারি নিজ রাজ কায,
নির্জ্জন প্রদেশে করিবারে অবস্থান॥
কিরণ কিরিটী ধরি, সিন্ধুনীরে ত্যাগ করি,
অস্তাচলে দ্রুতগতি করিল প্রস্থান।
মলয়জ অঙ্গে পরি, শীতল মূরতি ধরি,
অগতে শীতল করে জগতের প্রাণ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহে, ঘরে ঘরে ফিরে রহে,
অতঃপর সন্ধ্যা দেবী হলো অধিষ্ঠান।
অস্তে হেরি দিবাকরে, পূর্ব্ব দিক মান ভরে,
তিমির বসন পরি ঢাকিল বয়ান॥
পশ্চিম অচল সুখে, ভাস্করে প্রফুল্ল মুখে,
প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিল প্রদান।
বৃক্ষে বসি শুক শারী, গান গায় মনোহারি
মরি মরি শুনিয়ে জুড়ায় মন প্রাণ।
হেরিয়ে নাগরবরে, কুমুদিনী প্রেম ভরে,
করিতেছে বঁধুর মধুর রূপপান॥ ধ্রু॥
ক্রমে ক্রমে দিবস হইল অবসান।
অস্তাচলে দিনকর করিল প্রয়াণ॥

দয় হইল আসি রজনী রমণ।
প্রেয়সী নিশার কর করিয়া ধারণ॥
নিল রজনী রাজ মনোহর সাজে।
চতুর্দিগে তারাগণ কি সুন্দর সাজে॥
মন শ্রীবৃন্দাবনে বিপিন বিহারী।
নিকুঞ্জে আছেন বসি সবে গোপনারী॥
হেরি কাল সম নিশা যুবক যুবতী।
কেন ভাবিয়া হল বিষাদিত অতি॥
যুবকের প্রেম মাখা মধুর মুরতি।
নায়িকা হৃদয়ে লয়ে গৃহে করে গতি॥

ইতি স্মর-সেনা কাব্যে নায়ক নায়িকা দর্শন
নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

গৃহেতে আসিয়ে রমণীমণি।
কহে সখি কোথা নাগরমণি॥
সজনি সুখেতে সুখ কাননে।
দেখিতে ছিলাম নাগর ধনে॥
কেন গো গৃহেতে আনিলে মোরে।
ফেলিলে সজনি যাতনা ঘোরে॥
ভুলেছে মানস যাহার রূপে।
মজেছি যাহার প্রেমের কূপে॥
বিহনেতে সেই নাগরমণি।
বলনা কেমনে বাঁচে রমণী॥
এত বলি ধনী মনের দুঃখে।
ঝাঁপিল অঞ্চল সে বিধুমুখে॥
যেমন রাহুর ভয়েতে শশী।
লুকাইয়া রয় জলদে পসি।
বিনোদিনী ধনী প্রেম বিহ্বলে।
ঢলিয়া পড়িল অবনী তলে॥
যেমন নীরদ জড়িত শশী।
গগণ হইতে পড়িল খসি॥

প্রেমাগুণ শতগুণ হইল।
নীরজ নয়নে নীর বহিল॥
রমণীর প্রাণ তাই দহিল।
কাঁদয়া সখীর প্রতি কহিল॥
মরি মরি সহচরি করি কি উপায়।
প্রবোধ না মানে প্রাণে বিনে রসরায়॥
কি নয়নে সে রতনে দেখিলাম সই।
অন্য কিছু নাহি দেখি সেই রূপ বই॥
যেই দিগে সহচরি ফিরাই নয়ন।
সেই দিগে দেখি সেই পুরুষ রতন॥
দাঁড়াইয়া রসরাজ মনোহর সাজে।
শারদের-শশী যেন গগণে বিরাজে॥
বিরস বদনে যেন আমারে কহিছে।
প্রিয়ে তব প্রেমানলে এ দেহ দহিছে॥
প্রিয়ে তব প্রেমনীর বারিধী সমান।
সুধাবেন্দু কণা মাত্র করিলে প্রদান॥
তাই বলি প্রেমবারী করি বরিষণ।
শীতল করহ মম তাপিত জীবন॥
এরূপ বঁধুর দুঃখ করি নিরীক্ষণ।
কেমনে করিব সখি জীবন ধারণ॥

একি জ্বালা সজনি গো ঘটিল আমারে।
সম্মুখে নিয়ত দেখি সেই গুণাধারে॥
নয়ন মুদিয়া যদি থাকি গো যতনে।
হৃদয় মন্দিরে দেখি নাগর রতনে॥
জানিতাম যদি আগে প্রেমের বাজার।
তা হলে কি গলে পরি পিরীতের হার॥
কি কারণে গৃহে মোরে আনিলে সজনি॥
গৃহে কিবা প্রয়োজন বিনে গুণমণি॥
মিছে আর অনুরোধ করিছ কাহারে।
আমারে লইয়া চল যথা গুণাধারে॥
প্রতিকূল কুল হয়ে কি করিবে আর।
স্মরণ লইগে চল শ্রীপদে তাঁহার॥
আমারে কাতর দেখি সে কৃপানিধান।
অবশ্য করিতে পারে অভয় প্রদান॥
কুলে শীলে কিবা কাজ আছে প্রাণ সই।
বিনা মূলে বিকাইয়া দাসী হয়ে রই॥
শুনিয়া ধনার বাণী প্রিয় সহচরী।
সুমধুর স্বরে কয় সবিনয় করি॥
লাজে মরি ধনি তব বচন শুনিয়া।
এতই ব্যাকুল হলে পুরুষে হেরিয়া॥

নারীর পরম ধন লজ্জা আর ভয়।
বিধুমুখি-তোমা হতে গেল সমুদয়॥
বিশেষ যাহার সহ নাহি আলাপন।
কেমনে তাহারে মন করিলে অর্পণ॥
যতনের ধন অতি যৌবন রতন।
যাহার গরবে গরবিনী নারীগণ॥
যাহার সহায়ে নারী সুন্দরী বলায়।
যাহার সহায়ে নারী পুরুষে মজায়॥
এমন সাধের ধন যৌবন রতন।
কেমনে পথিকে তুমি করিলে অর্পণ॥
প্রথমে নাগর সহ কর আলাপন।
পরে সমর্পণ করো যৌবন-রতন॥
ভুলেছে তোমার মন হেরিয়ে তাহারে।
কিন্তু যদি তার মন না চাহে তোমারে॥
তা হলে নিতান্ত ধনি মরিবে যে লাজে।
"এক হাতে হাততালি কভু নাহি বাজে॥"
শুনিয়া সখার বাণী স্মর-সেনা কয়।
যা কহিলে সহচরি সকলি নিশ্চয়॥
কিন্তু নাগরের রূপে আমার নয়ন।
ভুলিতে না পারে আর হয়েছে মোহন॥

গৌরবে রাখিতে বল যৌবন-রতন ।
কেমনে গৌরবে রবে বিনে প্রিয়জন ॥
নয়ন বিহিন হলে লাবণ্য যেমন ।
সেইরূপ বঁধু বিনে যৌবন রতন ॥
যৌবনে না হলে যদি বঁধুর মিলন ।
তবে এ যৌবনে বল কিবা প্রয়োজন ॥
অতএব সহচরি ত্বরা করি যাও ।
আনিয়ে নাগর ধনে আমারে মিলাও ॥
যাও যাও সজনি লো বঁধুর সদনে ।
দেখে এস কি করিছে মম অদর্শনে ॥
এত বলি বিনোদিনী মুদিয়ে নয়ন ।
মানসে সে মনোহরে করেন চিন্তন ॥
যোগী যেন যোগাসনে নির্জ্জনে বসিয়া ।
পরব্রহ্ম ধ্যান করে নয়ন মুদিয়া ॥
কভু ধনী আঁখি মেলি মৃদুস্বরে কয় ।
কোথা হে রমণী-মোহন রসময় ॥
এইরূপে বিনোদিনী বিহনে নাগর ।
কামের কুসুম শরে বিষম কাতর ॥
এখানে কানন মাঝে শ্রেষ্ঠির কুমার ।
না হেরি মোহন-মূর্ত্তি প্রাণের প্রিয়ার ॥

বিষম বিরহে বীর হয়ে অচেতন।
পড়িল অবনী তলে মুদিয়ে নয়ন ॥
পর্ব্বত শিখর হতে পবনের ভরে।
চন্দ্রকান্ত মণি যেন পড়ে ভূমিপরে ॥
নিরখিয়ে জ্ঞানচন্দ্র নিকটে আসিয়া।
সখা বলি ডাকে কর্ণমূলে মুখ দিয়া ॥
উঠ উঠ প্রাণ-সখা কি হেতু ভূতলে।
ভাসিতেছ কেন বল নয়নের জলে ॥
কি দুঃখে অবনী পরে করেছ শয়ন।
কি কারণে মুদিয়েছে কমল নয়ন ॥
কথা কহ প্রাণসখা করি কৃপাদান।
তোমারে নিরব দেখি কেঁদে উঠে প্রাণ ॥
প্রাণ প্রিয় বান্ধবের না পেয়ে উত্তর।
হইলেন জ্ঞানচন্দ্র বিষম কাতর ॥
কতক্ষণ পরে বীর চেতন পাইয়ে।
বসিল ধরণী পরে নয়ন মেলিয়ে ॥
সখারে হেরিয়া দুঃখে শ্রেষ্ঠির নন্দন।
বিনয় বচনে কয় করিয়ে রোদন ॥

সখা। কি আর দেখহে বসিয়ে।

সে নব বালায়, সত্বরে আমায়,
মিলাইয়া দেহ আনিয়ে।
ইচ্ছা হয় মনে, সে নারী রতনে,
যতনে হৃদয়ে ধরিয়ে॥
কোটি সুধাকূপ, সে মোহন রূপ,
দেখি হে নয়ন ভরিয়ে।
মুখের তুলনা, শশাঙ্ক হলনা,
অভিমানে তাই গলিয়ে।
লাজেতে শশাঙ্ক, ধরিয়ে শশাঙ্ক,
গগণে গেল হে চলিয়ে॥
সে রূপের লাগি, আমি অনুরাগী,
অন্তরে উহা হেরিয়ে।
হয়ে ক্রোধ মন, করিছে মদন,
স্মরশর জাল করিয়ে॥
সে ধনী আমার, হৃদয় ভাণ্ডার,
বলে আক্রমণ করিয়ে।
শরীরের সার, মন ধনাগার,
লয়েছে হে সখা হরিয়ে॥
অতএব প্রিয়সখা! বলনা কি করি।
কেমনে পাইব সেই সর্বাঙ্গ সুন্দরী॥

দ্বিতীয় সর্গ ।

কাম দর্প খর্ব্ব কারী সে রূপ মোহন ।
হেরিয়ে মোহিত মন ভুলিল নয়ন ॥
যেমন ভৈমীর রূপে মজি সুরপতি ।
সুর সহ ধরেছিল নলের মূরতি ॥
সেই রূপ মম মন মজেছে সে রূপে ।
বলনা হে সখা তারে পাইব কি রূপে ॥
যদিও সে রূপবতী নয়নের সহিতে ।
প্রকাশে করেছে প্রেম নয়ন ভঙ্গিতে ॥
তথাচ সন্দেহ মম হইতেছে মনে ।
প্রকাশ করিয়া কহি তোমার সদনে ॥
যেমন সে ভীম সুতা ছলনা করিয়ে ।
বরিল নিষধ রাজে অমরে তেজিয়ে ॥
সেই রূপ যদি সেই নবিনা ললনা ।
এ অধীন জনে সখা করে হে ছলনা ॥
তাহলে জীবন মম রাখা হবে ভার ।
অতএব কর সখা উপায় ইহার ॥
যাহার প্রনয় রসে অন্তর রসিল ।
যাহার লাবন্যে মন নয়ন ভুলিল ॥
ডুবিয়াছি সখা যার প্রেম পারাবারে ।
বলনা কেমনে আমি পাইব তাহারে ॥

আহত হইয়া সখা! মনোভব শরে।
দেখিতে ছিলাম যারে অনুরাগ ভরে॥
যে রূপের তরে মম দুর্দ্দশা এমন;
বল সখা! কোথা গেল সে নারীরতন॥
ওহে সখা! রমণীরে কেবলে সরল।
বাহিরে মধুর অতি অন্তরে গরল॥
আমার হৃদয়ে হানি বিরহের বাণ।
অনায়াসে সে বিধুমুখী করিল প্রস্থান॥
আমি হে তাহার লাগি কাতর যেমন।
সে যদি আমার লাগি হইত এমন॥
তাহলে গৃহেতে তার কিবা প্রয়োজন।
অবশ্য আমার সনে করিত মিলন॥
এই কথা বলি ধীর ভূমেতে পড়িল।
নীরজ নয়নে নীর বহিতে লাগিল॥
যেমন বরষা কালে জলধরগণ।
বেগভরে ধরাপরে করে বরিষণ॥
সেরূপ যুবার নেত্রে সলিল বহিল।
নিরখি শ্রীহরি মন দুঃখেতে মোহিল॥
শুনিয়া সখার বাণী জ্ঞানচন্দ্র কয়।
এমন অধৈর্য কেন হলে গুণময়॥

প্রিয়সখা! যে পথে করেছ পদার্পণ।
সাধু লোকে এ পথে কি করে হে গমন॥
মানের গৌরব সখা, এ পথে কি রবে।
স্বর্গ অপবর্গ লাভ এ পথে কি হবে॥
যে পথে যাইতে তুমি করেছ মনন।
জ্ঞানবানে সদা করে সে পথ বর্জ্জন॥
সাধু বিগর্হিত পথ পরিত্যাগ করি।
সুহেতে চলহে সখা মনে ধৈর্য্য ধরি॥
রমণীর প্রেম মাখা মুরতীমোহন।
ভস্মেতে আবৃত যেন থাকে হুতাসন॥
দেখিতে সুন্দর অতি রমণী রতন।
স্ত্রীমুখের বাণী যেন পীযূষ বর্ষণ॥
লাবণ্য ললিত অতি রূপসী নারীর।
ললিত মাধুরী আর ললিত শরীর॥
মধুর অধরে সুধা ক্ষরে অনিবার।
ভুবন মোহিত প্রেম সুধায় যাহার॥
বাহিরে সুন্দরী বটে রমণী সকল।
কিন্তু সখা অন্তরে কেবল হলাহল॥
অতএব সখা ছার রমণী কারণে।
কেন মিছা দুঃখ পাও জিনীতে কাননে॥

শুনিয়া সখার বাণী শ্রেষ্ঠির নন্দন।
মৃদুভাষে সখা প্রতি কহেন তখন।।

সখা হে! প্রবোধ দিতেছ কারে।
মেতেছে মন যার দেখে যে তারে।।
যে রূপেতে মন হয়ে মগন।
করেছে তাহার সনে মিলন।।
সে নারী রতন পাইয়ে মন।
রেখেছে বান্ধিয়ে করে যতন।।
মন হল যদি রহিল তথা।
কে বুঝিবে তব প্রবোধ কথা।।
প্রবোধে কি মনে প্রবোধ মানে।
দহিতেছি তার নয়ন-বাণে।।
গৃহেতে যাইতে না সরে মন।
প্রিয়া বিনে সার করেছি বন।।
ধন জন সব ভাবিয়া ছার।
প্রিয়া প্রেম ধন করেছি সার।।
ভুলেছে মানস যাহার রূপে।
ডুবেছি যাহার প্রেমের কূপে।।
ভাল বাসি যারে প্রাণের সনে।
বলনা তাহারে ভুলি কেমনে।।

মম আশা ত্যজি যাও ভবনে।
প্রেয়সীবিহনে রব কাননে॥
শুনিয়ে যুবার বাণী জ্ঞানচন্দ্র কয়।
এমন উন্মাদ কেন হলে গুণময়॥
ধৈর্য্য ধর সখা আর হৈওনা ব্যাকুল।
পাইবে তাহারে বিধি হলে অনুকূল॥
আপাতত গৃহে চল হে গুণনিধান।
ওই দেখ ক্রমে নিশি হয় অবসান॥
কে জানিবে কে শুনিবে লজ্জায় মরিবে
কলঙ্কের মালা কেন গলায় পরিবে॥
নিশি অবসান হলে ওহে রসরায়।
অবশ্য করিব আমি তোমার উপায়॥
এত বলি যুববরে করিয়ে ধারণ;
কানন ত্যজিয়ে করে গৃহেতে গমন॥
গৃহে আসি মনোহর বিরহে প্রিয়ার।
নয়নে না রহে নীর ঝরে অনিবার॥
যেমন প্রভাত কালে হেরিয়ে তপনে।
কমল প্রফুল্ল হয়ে সরসীজীবনে॥
সে যেমন অশ্রু ছলে নিশির নীহার;
প্রেমভরে পরিত্যাগ করে অনিবার॥

সেই রূপ নাগরের যুগল-নয়নে ;
সলিল বহিছে সেই রূপসী বিহনে ॥
এখানেতে স্মর-সেনা বিহনে নাগর ।
সহিছে সরল প্রাণে কুসুমের শর ॥
বিরহ অনল দেহে হইয়ে প্রবল ।
সুকোমল কলেবর দহিছে কেবল ॥
বিষম জ্বালায় ধনী হইয়া অস্থির ।
খেদে কেঁদে কহে আর চক্ষে বহে নীর ॥
হা হৃদয় ! যার তরে হয়েছ এমন ।
মম লাগি এমন কি হয়েছে সে জন ?
রে নয়ন ! যারে তুমি চাহ দেখিবারে ।
তার আঁখি দেখিতে কি চাহেরে আমারে ?
রে মন ! যৌবন ধন অর্পিলে যাহায় ।
ভ্রমে কি সে জন মন সঁপিবে আমায় ?
মন ! তুমি হইলে রে ! বশীভূত যাঁর ।
মম প্রতি অভিলাষ আছে কি তাঁহার ?
পতি রূপে যাঁরে তুমি করিলে বরণ ।
প্রিয়ে বলি সম্ভাষ কি করিবে সে জন ?
মজিলে রে তুমি নব প্রেমেতে যাঁহার ।
মম প্রতি প্রেম কি রে জন্মেছে তাহার ?

প্রাণের সমান তুমি ভাবিছ যাঁহারে।
প্রাণের সমান সে কি ভাবিছে আমারে?
ব্যাকুল হয়েছ তুমি যাঁহার কারণ।
মম লাগি ব্যাকুল কি হয়েছে সে জন?
রে মন! এ অতি অনুচিত রে তোমার।
বশীভূত হলে মন না পেয়ে তাঁহার॥
যতনে হৃদয়ে আমি রেখেছি তোমায়।
আমার হৃদয়ে থাকি মজাও আমায়॥
হে হৃদি! দুরন্ত হও কেন ভাব আর।
মম পক্ষে সুকঠিন প্রণয় তাহার॥

কই গো সজনি! শ্যাম গুণমণি,
নিকুঞ্জ-কাননে আইল।
ওই দেখ শশী, ক্রমে হয় মসী,
অস্তাচলে দ্রুত চলিল॥
পোহাইল নিশি, প্রকাশিল দিশি,
মন্দ মন্দ বায়ু বহিল।
কুসুম ফুটিল, সৌরভ ছুটিল,
মধু লোভে অলি যুটিল॥

দেখ শুকতারা, নিশি করি সারা,
গগণে উদয় হইল।
চক্রবাকপ্রিয়ে, প্রভাত হেরিয়ে,
প্রাণনাথ সনে মিলিল॥
হারায়ে নাগরে, সুখসরোবরে,
কুমুদিনী আঁখি মুদিল।
হেরিয়ে প্রাণেশে, প্রেমের আবেশে,
কমলিনী সুখে ভাসিল॥
যতেক গোপাল, লয়ে ধেনু পাল,
ওই দেখ গোঠে চলিল।
সারি সারি সারি, সুখে শুক শারী,
প্রভাতের গীত গাইল॥
শুন গো সজনি, করি হরিধ্বনি,
ঋষিগণ স্নানে চলিল।
দেখ সহচরি, গেল বিভাবরী,
তবু বঁধু নাহি আইল॥ ধ্রুং॥

সাখ !—প্রভাত হইল নিশি, প্রকাশিল দশ দিশি
ওই দেখ শশধর করহীন হইল।
ডাকে পিক অলিকুল, হৃদে যেন ফুটে শূল,
কুসুম কোদণ্ড ধরি রতিপতি ধাইল॥

ব্যাকুল হতেছে প্রাণ, তিল তাল পরিমাণ,
কামের কুসুম-বাণে কলেবর দহিল।
ফুল শরে ফুল-শর, দহিতেছে কলেবর,
উহু উহু মরি মরি আমাকেই সহিল॥
ত্যজিয়ে নাগর ধনে, আসি সখি! নিকেতনে,
উড়ু, উড়ু করে মন একি জ্বালা ঘটিল।
একি গো যাতনা ঘোর, বসন কাঁচলি মোর,
কি কারণে প্রিয়সখি! হইতেছে শিথিল॥
স্বর্ণ অলঙ্কার যত, কালভুজঙ্গম মত,
দংশন করিছে দেহে দেশ ধর্ম্ম রহিল।
সজনি! এ বড় রস, সবাই স্মরের বশ,
তবে কেন পোড়া মার আমাকেই দহিল॥
হইল গো সহচরি! নিশা অবসান।
অস্তাচলে নিশাপতি করিল প্রস্থান॥
দিনমণি সমুদিত হইল গগণে।
প্রফুল্ল পঙ্কজ-দল সরসী-জীবনে॥
যেমত ময়ূরকুল থাকিয়ে শিখরে।
নবঘনে হেরি ভাসে সুখের সাগরে॥
সে রূপ নলিনী সতী প্রফুল্ল অন্তরে।
ভাসিল সুখের নীরে হেরি প্রিয়বরে॥

পূর্ব্বদিক যেমন প্রেমের ভরে অতি ;
যুড়ায়েছে মনঃ প্রাণ পেয়ে প্রাণপতি ॥
সেই রূপ চল সখি ! যাই সেই বনে।
যুড়াব নয়ন মন হেরিয়ে সে ধনে ॥
নতুবা অদৃষ্টে মম হবে কি এমন।
নিকটে আসিয়ে প্রাণ যুড়াবে সে জন ॥
কার অনুরোধে আর রব নিকেতনে ;
চল যাই ভেটিবারে নাগর-রতনে ॥
দেখিতে মঙ্গল মম যদি সাধ আছে ;
ত্বরে লইয়ে চল সে জনের কাছে ॥
অথবা তাহার কাছে করিয়ে গমন।
জানাও সে জনে মম বিরহবেদন ॥
তাঁর লাগি মম মন হয়েছে যেমন।
দেখে এস সখি ! সে কি হয়েছে তেমন ?
সে বিনে যাতনা যত কতেক কহিব।
তাহার বিরহে প্রাণে কতই সহিব ॥
দেখিয়ে ধনীর ভাব বিরস-বদনে।
সুন্দরীরে কহে সখী বিনয় বচনে ॥

খঞ্জন-নয়নে, ধর ধর ধৈরজ,
রোদন করহ কি কাজে ?

যাইব মধুপুরি, মন-দুখ নাশিব,
আনিব নাগর রাজে ॥
উঠ উঠ সুন্দরি, বাঁধহ কুন্তল,
পর পর মোহন মালা ;
মনোভব অনল, আশু নিবাইব,
নাশিব অন্তর জ্বাল, ॥
রতিপতি রঞ্জন, মোহন অঞ্জন,
পর গো নয়নে সাধে ।
ভূষণ ধর ধর, অম্বর সম্বর,
রোদন কর কি বিষাদে ।

বালারে প্রবোধ দিয়ে সঙ্গিনী তখন ;
শ্রেষ্ঠীর ভবন মুখে করিল গমন ॥
ক্রমে উপনীত হয়ে যুবার সদনে ।
দেখিল নাগর-বর রয়েছে শয়নে ॥
বাম পার্শ্বে বাম কর করিয়ে স্থাপন ।
দুঃখের সাগরে যেন হয়েছে মগন ॥
প্রাণপ্রিয়তম সখা বসি বাম পাশে ।
প্রবোধ দিতেছে তারে সুমধুর ভাষে ॥
তাতে কি প্রবোধ মানে অন্তরে তাহার ।
প্রেম-সুধা যার দেহে করিছে বিহার ॥

দেখিবারে প্রেয়সীর সুচারু বদন ।
রয়েছে যুবক যেন মেলিয়ে নয়ন ॥
মধুর নূপুরধ্বনি করিতে শ্রবণ ।
বোধ হয় স্থির ভাবে রেখেছে শ্রবণ ॥
বহিতেছে জলধারা নয়নযুগলে ।
শরীর হয়েছে শীর্ণ বিরহ অনলে ॥
প্রভাহীন হইয়াছে বিমল বদন ।
পূর্ণ শশধরে যেন লেগেছে গ্রহণ ॥
সুন্দরী এরূপ হেরিয়ে যুবায় ।
নমস্কার করি ধনী সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
সহসা যুবকবর মেলিয়ে নয়ন ।
সম্মুখে দেখিল এক রমণী-রতন ॥
যেমন মানবগণ অতি রোগজ্বরে ।
ধীরে ধীরে কহে মুখে বাক্য নাহি সরে ॥
সেইরূপ যুববর হেরি সে নারীরে ।
বহু কষ্টে জিজ্ঞাসা করেন ধীরে ধীরে ॥
কে তুমি রমণি বল কাহার কামিনী ॥
কোন প্রয়োজন হেতু এলে একাকিনী ॥
যে রূপ শ্রীরূপ তব ও বিধুবদনি ।
বোধ হয় তুমি কোন রাজার রমণী ॥

কামের কামিনী হবে হেন অভিপ্রায়।
কি হেতু আইলে হেথা বলনা আমায়?
শুনিয়ে যুবার বাণী সহচরী কয়।
অধীনীর পরিচয় শুন রসময়॥
উদ্যানে যে ধনে সখা করি দরশন।
গৃহে আসি ধরাসনে করেছ শয়ন॥
যার লাগি শোভাহীন বিমল-বদন।
যার লাগি ঝরিতেছে তব দুনয়ন॥
যার লাগি ত্যজিয়াছ সমুদয় সুখ।
যার লাগি শুকায়েছে তব শশিমুখ॥
যার লাগি ক্ষীণ অতি তব কলেবর।
যার লাগি হইয়াছ এমন কাতর॥
যার লাগি নিয়ত কাঁদিছ গুণধাম
তার সহচরী আমি হেমলতা নাম॥
পরিচয় পেয়ে প্রিয়াপ্রিয় সজনীর।
আনন্দে হইল পূর্ণ যুবার শরীর॥
যেমন অর্ণবোপরি প্রবল বাতাসে।
নৌকারোহী জনগণ তরঙ্গেতে ভাসে॥
সে সময় পিতামহ হয়ে অনুকূল।
অকূল সাগর নীরে যদি দেন কূল॥

কিম্বা অনুকূল হলে প্রচণ্ড পবন।
সুখের সাগরে ভাসে তাহারা যেমন॥
সেই রূপ যুবরাজ হেরিয়ে সখীরে।
ভাসিলেন সুখময় সাগরের নীরে॥
সমাদরে সঙ্গিনীরে বসায়ে যতনে।
জিজ্ঞাসেন যুবরাজ মধুর বচনে॥
বল বল সহচরি শুনি সমাচার।
গৃহে গিয়ে কি করিছে প্রেয়সী আমার॥
বুঝি মম দুখে দুখী হইয়ে সে ধনী।
দিয়াছে তোমারে তাই পাঠায়ে সজনি॥
আমার যাতনা সখি! কর নিরীক্ষণ।
বলনা কেমন আছে সে নারীরতন॥
সে ধনী বিহনে মম যাতনা যেমন।
আমা বিনে সে ধনা কি হয়েছে এমন?

ইতি স্মর-সেনা কাব্যে নায়ক নায়িকার
স্মর-দশা নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ ।

শুন শুন ওহে নাগর রায় ।
কমল কলিকা, ভূপতি বালিকা,
তোমা ধনে ধনী সতত চায় ।
দুকূল ভাসায়ে, বাসর সাজায়ে,
আশা-পথ চেয়ে দুখিনী প্রায় ।
যেমন নিদাঘে, অতি অনুরাগে,
চাতকিনী ঊর্দ্ধ মুখেতে চায় ॥
মুদিয়ে নয়ন, রমণী-রতন,
ভাবিছে অনন্যমনে তোমায় ।
যেন যোগীগণ, স্থির করি মন,
মুক্তি আশে পরব্রহ্মে ধেয়ায় ॥
মালতীর হার, অতি চমৎকার,
বিনা সূতে গাঁথি হে রসরায় ।
বহু যত্ন করি, রেখেছে সুন্দরী,
পরাইয়ে দিতে তব গলায় ॥ ধ্রুং ॥
তোমা বিনে রসরাজ সে রমণীমণি ।
ধুলায় ধূসর যেন মণিহারা ফণী ॥

যে শ্রীমুখে পদ্ম ভ্রমে আসিত অলিন।
এখন সে মুখ-শশী হয়েছে মলিন॥
যাতনা হইত যার কোমল শয্যায়।
এখন সে ধনী আছে পড়িয়ে ধরায়॥
যেমন রাঘব বিনে রুখিনীর প্রায়।
স্বর্ণলতা পড়ে ছিল লঙ্কার ধূলায়॥
সেই রূপ তোমা বিনে সে নারীরতন।
ধূলায় পড়িয়ে আছে হয়ে অচেতন॥
পরিত যে অনুরাগে কুসুমের হার।
এখন কণ্টক সম হয়েছে তাহার॥
স্বর্ণ অলঙ্কার যত সাপিনীর প্রায়।
দংশন করিছে সদা সে ধনীর কায়॥
শুনিয়ে সখার মুখে সন্তাপ প্রিয়ার।
প্রেম-সিন্ধু উথলিল অন্তরে যুবার॥
কিঞ্চিত্ হইয়ে সুস্থ যুবক তখন।
সুমধুর সম্ভাষণে সঙ্গিনীরে কন॥
আহা মরি সহচরি! কি কথা কহিলে।
মম লাগি কাঁদিছে কি? সেই চারুশীলে॥
আমার যেমন দশা তাহারো তেমন।
শুনিয়ে কিঞ্চিত্ সুস্থ হল মম মন॥

অতএব সহচরি! ত্বরা করি যাও।
আমার যাতনা যত তাহারে জানাও॥
পুন আসি আমারে বলিও সমাচার।
রহিল এ প্রাণ শুদ্ধ আশায় তোমার॥
শুনিয়ে নায়ক-বাণী রঙ্গিণী সঙ্গিনী।
উপনীত হল আসি যথায় কামিনী॥
হেরি প্রিয় সহচরী, হরিষে সুন্দরী।
জিজ্ঞাসে বঁধুর কথা দুটি করে ধরি॥
বল লো সজনি! তথা করিয়ে গমন।
দেখে এলে সে যুবার কেমন লক্ষণ॥
বুঝিয়ে ধনীর মন কহে সহচরী।
নায়কের পরিচয় শুন গো সুন্দরি॥
কি আর কহিব রূপসি ধনি।
তোমা বিনে সেই নাগর-মণি॥
সহিছে জীবনে যাতনা যত।
কহিবারে আমি না পারি তত॥
তোমার বিরহে নাগর রায়।
মনোদুখে আছে পড়ি ধরায়॥
তুমি কি যাতনা সহিছ বালা।
ততোধিক সেই সহিছে জ্বালা॥

মদন কুসুম বাণ হানিছে।
থর থর থর দেহ কাঁপিছে॥
মলয় অনিল যত বহিছে।
তোমার বিরহে তত কাঁদিছে॥
কখন কখন খেদে কহিছে।
মম সম জ্বালা সে কি সহিছে॥
হায় কেন আঁখি তারে হেরিল।
তাই স্মর শর হৃদে ফুটিল॥
যদি না দেখিত তারে নয়ন।
তা হলে কি দশা হত এমন॥
কেন বা নয়ন দেখিল তারে।
মরম বেদনা কহিব কারে॥
রূপসীর রূপে মন মজিল।
বিরহ আগুন জ্বলি উঠিল॥
কেমনে নির্ব্বাণ করিব তায়।
বিনোদিনী বিনে নাহি উপায়॥
এই রূপে তব নাগরমণি।
কাঁদিছে বিরহে দিবা রজনী॥
তেমন লাবণ্য হয়েছে ক্ষীণ।
শিশির সময়ে যেন নলিন॥

নয়ন-যুগলে নীর বহিছে।
গিরি হতে যেন নদী পড়িছে॥
সখীর বচন শুনিয়ে ধনী।
কোমল বদনে কহে অমনি॥
নাহি কি কহিলে ওগো সজনি।
মম লাগি সেই নাগরমণি॥
পড়িয়াছে যদি যাতনা ঘোরে।
ত্বরা করি দেহ মিলায়ে মোরে॥
তা হলে জীবন রহে দোঁহার।
নতুবা ত্বরায় হবে সংহার॥
সখি!—সে বিনে যাতনা যত কহিব লো কারে।
দহন হতেছে দেহ না হেরিয়ে তারে॥
একি জ্বালা সজনি লো ঘটিল আমায়।
নিরন্তর পোড়া মন সে জনেরে চায়॥
যেন চকোরিণীকুল অনুরাগ ভরে।
চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কর অন্বেষণ করে॥
নলিনী সূর্য্যের পক্ষপাতিনী যেমন।
তাহার মোহন রূপে আমি লো তেমন॥
সুজন বলিয়ে যাঁরে করি লো গোপন।
ভুলিব তাঁহারে আমি করিয়ে কেমন॥

সহিতেছি এ যাতনা যাঁহার লাগিয়ে।
সত্বরে সে ধনে সখি দেহ না আনিয়ে ।।
আর না সহিতে পারি বিরহ-বেদন।
দেখ এই দেহ ছাড়ি যাইবে জীবন ।।
এত বলি বিনোদিনী পড়িল ধরায়।
গগনের চাঁদ যেন ভূমিতে লোটায় ।।
সুন্দরীর দুঃখ দেখি হেমলতা কয়।
তোমার যাতনা আর প্রাণে নাহি সয় ।।
ধৈর্য্য ধর ধনী আর করনা রোদন।
চলিলাম আনিবারে নাগর-রঞ্জন ।।
বাসর সুসজ্জা কর পরম যতনে।
এখনি আনিয়ে দিব নাগর-রতনে ।।
এত বলি সহচরী সত্বর গমনে।
উপনীত হল আসি যুবার সদনে ।।
প্রিয়া-প্রিয় সজনীরে করি দরশন।
আনন্দ-সাগরে যুবা হইল মগন ।।
সন্নিকটে সজনীরে বসায়ে আদরে।
জিজ্ঞাসে নাগরবর প্রফুল্ল অন্তরে ।।
বল বল সমাচার শুনি সহচরি।
কি বলিল মম সেই প্রেয়সী সুন্দরী ।।

শুনিয়ে যুবার বাণী সহচরী কয়।
সুন্দরীর পরিচয় শুন গুণময়॥
বিরহ কাতর ধনী বিরহে তোমার।
জীবন জুড়াতে চল সে রাজবালার॥
দিবা হল অবসান ওহে রসরাজ।
রজনী ভুলাতে কর রমণীর সাজ॥
সে ধনীর অনুমতি আছে গুণাধার।
বান্ধব সহিত চল আলয়ে তাহার॥
তব লাগি বিনোদিনী করিয়ে যতন।
সাজায়েছে মনোসাধে বাসক ভবন॥
বিনা সুতে গাঁথি ধনী মালতীর হার।
রেখেছে যতনে গলে দিতে হে তোমার॥
যেমন শ্রীমতী সতী রস বৃন্দাবনে।
সাজায়ে বিনোদ কুঞ্জ শ্যামের কারণে॥
ছিল হে যেমন আশা পথ নিরখিয়ে।
সেই রূপ স্মর-সেনা আছে হে বসিয়ে॥
শুনিয়ে সখীর বাণী হরিষে কুমার।
মনোসাধে করে বেশ ভূষা আপনার॥

(৪)

ভুবন মনোহর, নটবর সুন্দর,
সাজিল মোহন সাজে।
নবঘন-নিন্দিত, সুরপতি-বন্দিত,
রতিপতি মোহিত লাজে॥
সুমধুর অধরে, সুমধুর মুরলী,
সুমধুর সুমধুর বাজে।
সুচিক্কন মালা, বিনোদ কণ্ঠে,
শোভই বিনোদ সাজে॥
বিনোদ চরণে, বিনোদ নূপুর,
বিনোদ সুললিত বাজে।
শ্রবণ মনোহর, নূপুর রোলে,
ভ্রমর পলাইল লাজে॥
পীত বসন পরি, সাজিল মাধব,
ভুলিবে ভূপতি-বালা।
হরিমোহন কয়, শুন গুণসাগর,
নাশহ এ ভব-জ্বালা॥ ধ্রুং॥

সাজিয়ে মোহন সাজে শ্রেষ্ঠীরকুমার।
সঙ্গেতে লইল প্রিয় বন্ধু আপনার॥
দেবের সহায় যেন গুরু বৃহস্পতি।
দশরথ ভূপতির বশিষ্ঠ সুমতি॥

ণ্ডবের প্রিয়বর শ্রীকৃষ্ণ যেমন।
নচন্দ্র নায়কের বান্ধব তেমন॥
াকে রূপসী ধনী হরিষ অন্তরে।
রিছে সুখের মাঝে অনুরাগ করে॥
মানন্দে সিংহাসনে বসিয়ে যুবতী।
মতি করিতেছে সখীদের প্রতি॥
ে সখীজন আজ্ঞা করিয়ে পালন।
রিতেছে সুন্দরীর চিত্ত বিনোদন॥
জাইল মনোসাধে বাসর আলয়।
রিলে সে শোভা মুনি মনোমুগ্ধ হয়॥
রভোগ সাজ সজ্জা বিছানা বিছায়।
লম মোহিত হয় তাহার শোভায়॥
র্দিকে নীলকান্তমণি চমৎকার।
ল করিছে আলো কিরণে তাহার॥
র শিলাময় দুই সিংহ চমৎকার।
পরি সিংহাসন কিবা শোভা তার॥
ারে মোহন সাজে সহচরীগণ।
া আদি নানা যন্ত্র করিয়ে ধারণ॥
াইল দুই পাশে মনোহর সাজে।
দের করিবারে সে নাগর রাজে॥

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আসি যত সখীগণ।
যতনে সাজায় করি মনের মতন॥
রজত কাঞ্চন থালে, খাদ্য দ্রব্য যত।
সাজাইল মনোসাধে কহিব বা কত॥
চব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, অনুরাগ ভরে।
রাখিল যতনে সব নাগরের তরে॥
পরে যত সখীগণ যন্ত্রাদি লইয়ে।
নাগরের আশা করি রহিল বসিয়ে॥
তদন্তের সাজ করি রমণীরঞ্জন।
বাসক ভবনে আসি দিল দরশন॥
মিলন হইবে বলি নাগরের সনে।
আপনার সাজ করে পরম যতনে॥
মনোহর নীলাম্বর করিয়ে ধারণ।
পাইল অপূর্ব্ব শোভা রমণীরতন॥
বিবিধ ভূষণে ধনী শোভিল সুন্দর।
বিদ্যাধরী বলি ভ্রম হয় নিরন্তর॥
সাজিল রূপসী ধনী মনোহর সাজে।
'জীয়াবে যুবতী আজি বুঝি স্মররাজে।
সাজিয়ে মোহন সাজে হরিষে সুন্দরী।
বসিলেন সিংহাসনে গৃহ আলো করি॥'

[illegible]া আদি নানা বস্ত্র করিয়ে ধারণ ;
[illegible]াইল দুই পার্শ্বে যত সখীগণ ॥
[illegible]ন মধুর কুঞ্জে সঙ্গিনী লইয়ে ;
[illegible]য়ে শ্রীমতী অভিসারিকা হইয়ে ॥
[illegible]নে নাগর-বর প্রফুল্ল বদনে।
[illegible]লেন শুভ-যাত্রা সঙ্গিনীর সনে ॥

চলিল নাগর রায়।
মধুর অধরে, সুমধুর স্বরে,
মধুর বাঁশী বাজায় ॥
অতি মৃদুস্বরে, সুখে তাল ধরে,
ভ্রমর সুর যোগায়।
আহা মরি মরি, শ্যামের বাঁশরী,
কেবল ডাকে রাধায় ॥
অতি সুকোমল, চরণ কমল,
মধুলোভে অলি ধায়।
অতি সুমধুর, মধুর নূপুর,
মধুস্বরে বাজে তায় ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, বরণ কালিমা,
বিনোদ চূড়া মাথায়।

সাধে কি গোপিনী, হয়ে প্রেমযোগিনী
বিকায়েছে রাঙ্গা পায়॥
ভেটিতে প্রেয়সী, সুখে কামশশী,
মোহন ভঙ্গিতে যায়।
এই অকিঞ্চন, শ্রীহরিমোহন,
যেন রাঙ্গাপদ পায়॥ ধ্রুং॥

এখানে নাগররাজ বান্ধবেরে লয়ে।
চলিল সখীর সঙ্গে ধনীর আলয়ে॥
দিবা প্রায় অবসান এমন সময়।
প্রেয়সীর ভবনেতে হলেন উদয়॥
বাহির প্রকোষ্ঠে হেরি রসের সাগরে।
সিংহাসনে সখীজন বসায় আদরে॥
বসিয়ে রসিকরাজ রত্ন সিংহাসনে।
বান্ধবের প্রতি কন মধুর বচনে॥
মরি মরি প্রাণসখা কর নিরীক্ষণ।
ধরায় উদয় যেন ইন্দ্রের ভবন॥
এমন ঐশ্বর্য্য আমি না দেখি কখন।
সার্থক হইল আজি আমার নয়ন॥
সখা হে সন্দেহ অতি হইতেছে মনে।
গোলোকে এলেম কিবা কৈলাস ভুব

এই যে রমণীগণ দাঁড়াইয়ে আছে।
রতি রূপে এক রতি ইহাদের কাছে॥
জনমেয়ে হেন রূপ না দেখি কখন।
মানস মোহিত হল যুড়াল নয়ন॥
বোধ হয় সুর-নারী ত্যজিয়ে অমরে।
ধরায় এসেছে রূপ প্রকাশের তরে॥
কিন্তু সখা যার আশে হেথা আগমন।
দেখিতে না পাই কেন সে নারী-রতন॥
শুনিয়ে যুবার বাণী এক সখী কয়।
শুন ওহে রমণীমোহন রসময়॥
অনর্থক সন্দেহ করো না গুণরাশি।
সুর-নারী নহে এরা আপনার দাসী॥
তব অভ্যর্থনা হেতু রাজার নন্দিনী।
রেখেছে যতনে হেথা যতেক সঙ্গিনী॥
এত বলি সখীগণ প্রফুল্ল-বদনে।
নাগরের তোষ জন্মে পরম যতনে॥
কোন সখী গলে দেয় মালতীর হার।
বিরহীর কাঁদে প্রাণ সৌরভে যাহার॥
কোন সখী করে লয়ে অগুরু চন্দন॥
নাগরের কলেবরে করিছে লেপন।

কেহ অতি সমাদরে তাম্বূল যোগায়।
দুই দিকে দুই সখী চামর ঢুলায়॥
পরে যত সখীজন সুমধুর স্বরে।
আরম্ভ করিল গান মোহিতে নাগরে॥

যেমন,—নবীন নীরদে হেরিয়ে;
চাতকিনী-কুল, হয়ে প্রেমাকুল,
রহে ঊর্দ্ধমুখ করিয়ে।
না হলে বর্ষণ, তাহারা যেমন,
দুখনীরে যায় ভাসিয়ে॥
সে রূপ যৌবনে, বঁধু অমিলনে,
যুবতী কি রহে বাঁচিয়ে।
যৌবন দুরন্ত, যাতনা অনন্ত,
দেয় গো দেহেতে থাকিয়ে॥
বিনে প্রিয়জন, এ নব-যৌবন,
কি ফল হইবে রাখিয়ে॥
সুখের কারণে, যে অমূল্য ধনে,
রাখে হে যতন করিয়ে।
না হইলে সুখ, কেবল অসুখ,
মরমেতে যায় মরিয়ে॥

শুনি সখীদের মুখে গান মনোহর।
উথলিল নাগরের প্রেমের সাগর॥
ভাসিল প্রেমের তরী প্রেম পারাবারে।
ধরি ধৈর্য্যরূপ হালি নিবারিতে নারে॥
অকূল প্রেমের সিন্ধু কূল নাহি পায়।
চড়িয়ে মানস-তরী ভাসিয়ে বেড়ায়॥
দৈব অনুকূল হেতু তরঙ্গ ঘুচিল।
মানস-তরণী আসি তীরেতে লাগিল॥
সিংহাসন হতে উঠি অনুরাগ ভরে।
সুমধুর বীণা তুলি লইলেন করে॥
সুমধুর স্বরে যুবা তুলিয়ে সুতান।
গাইলেন অনুরাগে সুললিত গান॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র হয় মোহিত অমনি।
কবি কহে কোন ছার অবলা-রমণী॥

সখি!—সে কি হবে গো আমার।
ভুলেছে নয়ন মন রূপেতে যাহার॥
আমার নয়ন-দ্বয়, সদা স্থির ভাবে রয়,
অকলঙ্ক মুখ-শশী, দেখিতে তাহার।
যেমন চকোর কুল, হয়ে প্রেম-রসাকুল,
পূর্ণ শশধর পানে চায় অনিবার॥

অথবা যেমন হরি, করকপ আঁখি ধরি,
অনুরাগে দেখে সদা শ্রীমুখ প্রিয়ার॥
অনুকূল হয়ে বিধি, যদি দেন হেন নিধি,
তবেতো লাঘব হয় বিরহের ভার।
যে ধনী যৌবন-ভরে, রসিকের মনোহরে,
রেখেছি যতনে তারে হৃদে অনিবার॥
নিয়ত বিরলে বসি, ভাবি যার মুখ-শশী,
সযতনে মনো গৃহে বন্ধ করি দ্বার।
হেরি যার রূপ ছবি, লাজে মরে শশী রবি,
কেমনে সে ধনে আমি ভুলিব রে আর॥

বাসক-ভবন হতে নায়কের গীত।
নৃপতি নন্দিনী শুনি হইল মোহিত॥
প্রেমানল সুপ্রবল হইল অন্তরে।
বিশেষ ব্যাকুল হল মিলনের তরে॥
যেমন প্রভাতে শুনি কৃষ্ণ আগমন।
ব্যাকুল হইয়েছিল শ্রীরাধার মন॥
সেই রূপ স্মর-সেনা ব্যাকুল হইল।
সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব দেহে প্রকাশিল॥
রোমাঞ্চ বেপথু স্বেদ আদি যত ভাব।
একেবারে সমুদয় হল আবির্ভাব॥

তৃতীয় সর্গ।

খসিল কটির বাস শিহরিল অঙ্গ।
অন্তরে প্রবল হল মদন-তরঙ্গ॥
এখানে সঙ্গিনীগণ লইয়ে কুমারে।
উপনীত হল আসি দ্বিতীয় আগারে॥
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য আদি নানা উপহারে।
ভোজন করায় সুখে আনন্দে দোঁহারে॥
ভোজনান্তে রসরাজ বান্ধবের সনে।
বসিলেন হৃষ্ট মনে অপূর্ব্ব আসনে॥
হেন কালে হেমলতা করি আগমন।
জানায় নাগরে রূপসীর নিবেদন॥
চল চল রসরাজ বান্ধব সংহতি।
তোমারে লইয়ে যেতে কহিল যুবতী॥
শুনিয়ে সখীর বাণী রসের নিধান।
অমনি আসন হতে করে গাত্রোত্থান॥
সখীসহ বাসগৃহে করিয়ে গমন।
দেখিলেন সুন্দরীর সুন্দর লক্ষণ॥
মনে হেন অনুমান, বাসবের ডরে।
স্বর্গ ত্যজি সৌদামিনী ধরায় বিহরে॥
অথবা দহন হবে জ্বলন্ত দহনে।
এই ভয়ে স্বর্ণমূর্ত্তি রয়েছে নির্জ্জনে॥

সঙ্গিনীর কোলে ধনী মস্তক রাখিয়ে।
মনোভব ভয়ে আছে নয়ন মুদিয়ে ॥
হেরি প্রিয় সহচরী রসের নাগরে।
কুমারীর প্রতি কয় সুমধুর স্বরে ॥
গা তোল সুন্দরি চাহ মেলিয়ে নয়ন।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব প্রাণের রতন ॥
যাহার বিরহে তব বদন মলিন।
যার লাগি দেহ শোভা হয়েছে বিলীন ॥
যার লাগি নির্ব্বেদ উদয় তব মনে।
যার লাগি নিরন্তর বারি দুনয়নে ॥
যার লাগি হাস্যহীন বদন-কমল।
যার লাগি এত দুঃখ সহিছ কেবল ॥
যার লাগি বিড়ম্বনা জ্ঞান কর প্রাণে।
সম্মুখে দেখ না সেই রসের নিধানে ॥
শুনিয়ে সখীর বাণী রমণী-রতন।
নিরখিতে প্রিয়বরে মেলিল নয়ন ॥
দেখিয়ে নাগরে লজ্জা ভয় উপজিল।
বিধুমুখী মুখ-শশী অঞ্চলে ঢাকিল ॥
দেখিয়ে ধনীর ভাব যত সখীগণ।
আদরে যুববরে বসায় তখন ॥

তৃতীয় সর্গ।

বসিয়ে বণিক-রাজ রত্নসিংহাসনে।
কহিতে লাগিল কিছু সখী সম্বোধনে॥
পূর্ণ শশধর হেরি আইল চকোর।
মনে ভাবি সুধাপানে হইবে বিভোর॥
অকস্মাৎ সহচরি কি দায় ঘটিল।
হেন পূর্ণ শশধর জলদে ঘেরিল॥
তবে চকোরের প্রাণ রয় বল কিসে।
সুধা বিনে কে বাঁচায় বিরহের বিষে॥
শুনি বিনোদিনী ধনী লাজেতে মজিল।
মুখবাস সখীগণ খুলিয়ে ফেলিল॥
উভয়ের চারি চক্ষু একত্র হইল।
জন্মান্তরে যেন রতি মদন মিলিল॥
করিবারে উভয়ের চিত্ত বিনোদন।
আরম্ভ করিল গান যত সখীগণ॥
তাল লয় শুদ্ধ করি বাজাইয়ে বীণে।
ধনীর আদেশে গায় যতেক নবীনে॥

কুমুদিনী চাঁদেরে হেরিয়ে।
জর জর হয়ে মদন বাণে,
যেমন সে জন ব্যাকুল প্রাণে,

চেয়ে রহে সদা বঁধুর পানে,
সুখসরোবরে ভাসিয়ে ॥
যেমন অমল কমল ফুল,
নিকটে হেরিয়ে মধুপকুল,
প্রেমরঙ্গে তার ভাসে দুকুল,
সুখদ মিলন লাগিয়ে।
যেমন শ্রীমতী নিকুঞ্জবনে,
নিকটে পাইয়ে শ্যামরতনে,
মিলন করিতে বঁধুর সনে,
চাহে অনুরাগে রাঙ্গিয়ে ॥
যেমন যামিনী প্রভাত হলে,
তপন উঠিলে উদয়াচলে,
চক্রবাক প্রিয়ে সুখের জলে,
ভাসে প্রাণনাথে পাইয়ে।
কি আর কহিব হে গুণাধার,
তেমনি রূপসী ধনী আমার,
হয়েছে অন্তরে সুখী অপার,
তব মুখ-শশি হেরিয়ে ॥
শুনি সখীদের মুখে গান সুধাময়।
প্রেম-ভাব নায়কের অন্তরে উদয় ॥

সেই ছলে ফুল-বাণ বাণ প্রহারিল ।
হৃদয়ে প্রেমের রস উদয় হইল ॥
আসন হইতে যুবা উঠিয়ে সত্বরে ।
মনোহর বীণা তুলি লইলেন করে ॥
যেন নবঘন শ্যাম কদম্বের তলে ।
বীণা ধরি শোভা পায় গোপিনী মণ্ডলে ॥
সেই রূপ ধরি বীণা রসের নিধান ।
শুনাতে প্রিয়ারে মন আরম্ভিল গান ॥

প্রণয় প্রবল হয় অন্তর যাহার রে ।
সুধাময় প্রেম করে সে দেহে বিহার রে ॥
প্রেম হয় যার সনে, সে বিহনে অন্য জনে,
কখন নাহিক যায় অন্তর তাহার রে ।
তার সাক্ষী দিবাকর, থাকিয়ে গগণোপর,
মানস প্রফুল্ল করে প্রাণের প্রিয়ার রে ॥
আর দেখ ফুল-বাণ, হর-কোপে ত্যজি প্রাণ,
বাড়াইল প্রেয়সীর সন্তাপ অপার রে ।
অনুরাগ ছিল মনে, তাই প্রাণ-প্রিয় জনে,
জন্মান্তরে রতি সতী পায় পুনর্ব্বার রে ॥

যেমন প্রেমের লাগি, শিব হয়ে অনুরাগী,
হিমালয়ে করে তপ উদ্দেশে উমার রে।
অতএব প্রেম-রসে, যাহাদের মন রসে,
তাহারাই প্রেম নীরে দিতেছে সাঁতার রে॥

মনোহর গান শুনি বদনে সুধার।
প্রেমেতে হইল মোহ সে রাজবালার॥
অচেতনে ধরাপরে ঢলিয়ে পড়িল।
স্বেদনীরে যুবতীর দুকূল ভাসিল॥
দেখিয়ে সাত্ত্বিক-ভাব ভূপতি-বালার।
সহচরী কোলে তুলি লয় আপনার॥
সুশীতল নীর মুখে প্রদান করিল।
মোহ ত্যজি বিনোদিনী উঠিয়ে বসিল॥
সখীর নিকট হতে সহাস্য-বদনে।
নবীনা লইল বীণা পরম যতনে॥
যেন করে সুরবধূ বীণাপাণি সতী।
ধরিয়ে মধুর-বীণা শোভা পান অতি॥
সেই রূপ ধনী বীণা ধরি করতলে।
পাইল অপূর্ব্ব শোভা রমণী-মণ্ডলে॥

বুঝাইতে নায়কের প্রেমাকৃষ্ট প্রাণ।
গাইল মধুর স্বরে সুললিত গান॥

সখি রে!—দিব সম সে বিরহ আর যেন হয় না।
দুরন্ত অনলে হয়ে আর যেন দয় না॥
হারাইয়ে মনোচোরে, পড়িয়ে বিরহ ঘোরে,
বিরহিণী অবলারে লোকে যেন কয় না।
প্রাণপ্রিয় জনে, অবলা রমণীগণে,
সুখে রয় বিরহের ভার যেন বয় না॥
দারুণ মদন বাণে, দহন হইয়ে প্রাণে,
উহু উহু এ কথাটি আর যেন কয় না।
এই সাধ মনে মনে, বসন্তের আগমনে,
বিরহের কুবাতাস আর যেন বয় না॥
কোকিল ভ্রমর বর, আর মদনের শর,
বসন্ত রাজার কর, জোরে যেন লয় না।
পরম পিতার ঠাঁই, সদা এই ভিক্ষা চাই,
কুলবালা এত জ্বালা আর যেন সয় না॥
শুনিয়ে প্রিয়ার মধুর গান।
ব্যাকুল হইল যুবার প্রাণ॥

মনোজ কুসুম বাণ হানিল।
আসিয়ে দোঁহার হৃদে ফুটিল॥
প্রেমাগুন শতগুণ হইল।
দোঁহাকার স্বেদ নীর বহিল॥
দুজনে হইল প্রেমের বশ।
ক্রমে মুখশশী হল সরস॥
প্রেমাবেশে দোঁহে দোঁহার পানে।
চাহিয়ে রহিল ব্যাকুল প্রাণে॥
যেমন কুমুদী রজনী করে।
চেয়ে রহে দোঁহে মিলন ভরে॥
সেরূপ দুজনে প্রেমের ভরে।
দেখিছে দুজনে নয়ন ভরে॥
প্রণয়ের গুণ বলিব কায়।
নয়ন বাণ কি হইল দায়॥
বিধুমুখী ধনী প্রেমের ভরে।
দুবাহু পসারি নাগরে ধরে॥
অমনি প্রেমেতে হয়ে মোহিত।
হইল দোঁহার জ্ঞান রহিত॥
দুজনে ঢলিয়ে ভূমে পড়িছে।
দুটি শশী যেন ভূমে লুটিছে॥

তৃতীয় সর্গ।

দুদিক হইতে দুটি স্বজনী।
বাহু পসারিয়ে ধরে অমনি॥
কোলে করি লয়ে বসি নির্জ্জনে।
মূর্চ্ছাপনোদন করে যতনে॥
শীতল সলিল দিতে বদনে।
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি বসে দুজনে॥
এই রূপে স্বাসেনা সখীজন সঙ্গে।
নাগরে লইয়ে ভাসে সুখের তরঙ্গে॥
দোঁহার নয়নবাণে দুজনে অবশ।
উভয়ে হইল ক্রমে উভয়ের বশ॥
দোঁহার মধুর মূর্ত্তি করি দরশন।
উভয়েই হয় সুখসাগরে মগন॥
যেমন বসন্তকালে বসন্ত মদন।
পরস্পর হেরি হয় প্রফুল্ল বদন॥
বিচ্ছেদ তাদের আর না রয় যেমন।
সেইরূপ সুখী হল রমণী রমণ॥
ঘুচিল দোঁহার যত মানসিক ক্লেশ।
অন্তরে আনন্দোদয় হইল অশেষ॥
অন্তরের দুখভার সকল ঘুচিল।
সলিল পরশে যেন অনল নিভিল॥

মনুষ্যের ভাগ্য আর সুখের সময়।
চিরদিন সমভাবে কভু নাহি রয়॥
অকস্মাত্ সে সুখের হল অবসান।
ঘটালেন মনোদুখ জগতনিধান॥
অকস্মাত্ এক দল অস্ত্র শস্ত্রধারী।
পুরুষের বেশ কিন্তু সকলেই নারী॥
হেরিয়ে সৈন্যের দল যুবক তখন।
একেবারে হল দুখ সাগরে মগন॥
সঘনে কাঁপিল দেহ উড়িল জীবন।
সুধাংশুবদন হলো মলিন বরণ॥
ভাবে ধীর এইবার গেল বুঝি প্রাণ।
কেমনে বিপদ হতে পাব পরিত্রাণ॥
মরি তাহে খেদ নাই এই দুখ মনে।
আমার বিচ্ছেদ প্রিয়ে সহিবে কেমনে॥
এ যে দেখি সৈন্যগণ শমন সমান।
ক্ষণমাত্রে বিনাশিবে আমার পরাণ॥
এই রূপ রসরাজ ভাবিছে বসিয়ে।
হেনকালে সৈন্যগণ উত্তরে আসিয়ে॥
যুবতীর প্রতি কয় বিনয় বচনে।
আসিছেন রাজরাণী তব দরশনে॥

ঠাকুরাণি সাবধান হও গো ত্বরায়।
এত বলি সেনাগণ হইল বিদায়॥
জননী আসিছে এই দারুণ বচন।
শত বজ্রাঘাত যেন হইল পতন॥
দিবা অবসান কালে নলিনী যেমন।
সূর্য্য অস্ত হেরি হয় বিরস বদন॥
তদ্রূপ যাইবে কান্ত রসের নাগর।
এই ভাবি বিনোদিনী বিষম কাতর॥
বিচ্ছেদ হইবে বলি সহ প্রিয়জন।
তাই বুঝি শোভাহীন হলো শ্রীবদন॥
দেখা আর নাহি হবে পতির সহিত।
এই ভয়ে হলো আঁখি পলক রহিত॥
এই ভাবি বিনোদিনী মুদিয়ে নয়ন॥
অচেতনে শয্যাপরে করিল শয়ন॥
কতক্ষণ পরে ধনী চেতন পাইল।
নীরজনয়নে নীর বহিতে লাগিল॥
রূপসীরে সচেতন নিরীক্ষণ করি।
বিনয়ে কহেন যুবা প্রিয়াকরে ধরি॥
আসিছেন রাজরাণী তব দরশনে।
বল না এখানে আর রহিব কেমনে॥

কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে পড়িব
জেনে শুনে কেন কালসাপিনী ধরিব ॥
অতএব সুধামুখি দেহনা বিদায়।
বাঁচি যদি প্রাণে দেখা হবে পুনরায় ॥
শুনিয়ে নাথের বাণী স্মরসেনা কয়।
নিষ্ঠুর বচন কেন কহ রসময় ॥
তোমারে বিদায় দিব থাকিতে জীবন।
হায় কেন প্রাণ মম না হয় নিধন ॥
তোমারে বিদায় দিয়ে ওহে গুণাধার।
কেমনে হইবে শান্ত হৃদয় আমার ॥
ফণী কি থাকিতে পারে মণির বিহনে।
প্রাণ বিনে কলেবর রহিবে কেমনে ॥
যেমন সলিল বিনে মীন ত্যজে প্রাণ।
তদ্রূপ মরিব আমি হে গুণনিধান ॥
অতএব প্রাণ সখা ধরি তব পায়।
ক্ষমা কর অধিনীরে দেওনা বিদায় ॥
এত বলি চারুশীলা নয়ন মুদিয়ে।
পুনর্ব্বার শয্যাপরে পড়িল ঢলিয়ে ॥
এমন সময়ে সখী হেমলতা কয়।
যাবার সময় এই ওহে রসময় ॥

অচেতনে শয্যাপরে প্রেয়সী তোমার।
বিলম্ব করোনা আর ওহে গুণাধার॥
শুনিয়ে সখীর বাণী যুবক তখন।
ধীরে ধীরে প্রিয়ামুখ করিল চুম্বন॥
মনে মনে বিদায় লইয়ে রসরায়।
প্রিয়তম বন্ধু সনে অন্তরে দাঁড়ায়॥
বুঝিয়ে দুঁহার মন সঙ্গিনী তখন।
দুজনার অগ্রে অগ্রে করিল গমন॥
আহা মরি পিরীতের মহিমা কেমন।
যায় যায় ফিরে চায় সাধুর নন্দন॥
যেমন নিষধরাজ নিবিড় কাননে।
যাইতে উন্মত্ত ত্যজি প্রেয়সীরতনে॥
সে যেমন প্রেমে পড়ি প্রাণের প্রিয়ার।
যায় যায় পাছু পানে চায় পুনর্ব্বার॥
সেই রূপ প্রেমে মজি রসের নিধান।
পুনঃপুন চেয়ে দেখে প্রিয়ার বয়ান॥
বহু কষ্টে গুণধাম ফিরায়ে নয়ন।
মনোদুখে সখী সঙ্গে করিল গমন॥
রাজবাটী ছাড়াইয়ে সঙ্গিনী ত্বরিত।
গোদাবরীতীরে আসি হয় উপনীত॥

তাঁরিপরে আরোহণ করায়ে নাগরে।
ধনীর নিকটে পুন আইল সত্বরে ॥

ইতি স্মরসেনা কাব্যে নায়ক নায়িকার মিলন
নাম তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

তখন রজনী অতি গভীর।
যত জীবগণ, ঘুমে অচেতন,
পর্ব্বত নির্জ্জন কানন স্থির॥
শুভ্র শশধর, থাকি শূন্যোপর,
সুশীতল কর করিছে দান।
হেন বোধ হয়, শশী রসময়,
রাখিছে প্রেয়সী নিশার মান॥
কেবল পবন, করিতেছে বহন,
প্রতিধ্বনি করে গিরিগহ্বর।
শিশির নীহার, পড়ে অনিবার,
টস্ টস্ করি অবনীপর।
চকোরী চকোর, প্রেমে হয়ে ভোর,
শশধরসুধা করিছে পান।
আর সে মদন, করিছে ভ্রমণ,
বিরহী জনের করি সন্ধান॥
কুমুদিনী সতী, প্রেমভরে অতি,
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে বঁধুর পানে।

দিবসের ক্লেশ, করিতেছে শেষ,
বঁধুর মধুর পীযুষ পানে ॥
কোন রসবতী, ভাবি প্রাণপতি,
আহত হইয়ে মদন শরে।
স্বজনী সহিতে, তেমন নিশিতে,
সঙ্কেত নিকুঞ্জে গমন করে ॥
প্রেমেতে মগন, হয় গো যে জন,
তার সুখ যত কহিতে নারি।
রতির নায়ক, পথপ্রদর্শক,
শশধর বত্ম উজ্জ্বলকারী ॥
ক্রমে শশধর, হয়ে হীনকর,
পশ্চিম অচল দিকে চলিল।
স্বভাবের শোভা, অতি মনোলোভা,
বর্ণিতে শ্রীহরি হারি মানিল ॥
ক্রমে ক্রমে অবসান হইল যামিনী।
সরোবরে প্রস্ফুটিত হইল পদ্মিনী ॥
হেনকালে স্মরসেনা মেলিয়ে নয়ন।
ভবনের চারি দিকে করে নিরীক্ষণ ॥
না হেরিয়ে প্রাণনাথে রসবতী ধনী।
হা নাথ বলিয়ে পুন পড়িল ধরণী ॥

ক্ষণ পরে পুন পাইয়ে চেতন।
ধনীর প্রতি কয় করিয়ে রোদন॥
বল গো হিতাষী সখি ধরি তোর পায়।
কোন পথে কেমনে গেলেন রসরায়॥
এই যে সে প্রাণসখা বসি মম পাশে।
থাকিতে ছিলেন মন সুমধুর ভাষে॥
হে গো সখি অবলারে নিদ্রা কি বধিলে।
চেতনা পর্য্যন্ত তাঁরে রাখিতে নারিলে॥
আশ করে হেরি তার বদন-কমল।
করিতাম স্বজনি লো জীবন শীতল॥
হায় রে নিলাজ প্রাণ শত ধিক তোরে।
এখনো রয়েছ হারাইয়ে মনোচোরে॥
একবার দেহ ছাড়ি প্রিয়তম প্রাণ।
দেখ দেখি কোথা গেল সে রসনিধান॥
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
রমণীর সারধনে কেমনে হরিলি॥
যার লাগি এত দুখ প্রাণে সহিলাম।
যার লাগি কুলশীল ভয় ত্যজিলাম॥
যাহার পবিত্র প্রেমে মজাইয়ে মন।
ত্যজিয়াছি সংসারের সুখ আস্বাদন॥

যার লাগি নিদ্রা নাহি যুগল নয়নে।
যার লাগি কাঁদি সদা বসিয়ে নির্জ্জনে॥
যার লাগি ত্যজিয়াছি গুরুজন ভয়।
হায় হায় কোথা গেল সেই রসময়॥
এই রূপে বিনোদিনী রোদন বদনে।
প্রকাশে মনের দুখ সখীর সদনে॥
শুনিয়ে ধনীর খেদ হেমলতা কয়।
ধৈর্য্য ধর ধনী তব দুখ নাহি সয়॥
এমন অধীরা হলে কি হবে বলনা।
ধৈর্য্য ধর পাবে তাঁরে হে নব ললনা॥
গৃহেতে বসিয়ে থাক হরষিত মনে।
চলিলাম আমি তব বঁধুর সদনে॥
এত বলি সহচরী মন্থর গমনে।
উপনীত হল আসি শ্রেষ্ঠীর ভবনে॥
দেখিল নাগরবর করিয়ে শয়ন।
প্রেয়সী বিরহ দুখে করিছে রোদন॥
বরণ হয়েছে কালী বিরহদহনে॥
কেবল বহিছে নীর পঙ্কজ-নয়নে॥
সম্মুখে স্বজনী আসি করিল প্রণাম।
অমনি নয়ন মেলি চাহে গুণধাম॥

কণ্ঠে বসায়ে প্রিয়া-প্রিয় সজনীরে।
জিজ্ঞাসে প্রিয়ার কথা ভাসি আঁখিনীরে।
বল বল সহচরি শুনি বিবরণ।
আমা বিনে কি করিছে প্রেয়সীরতন॥
সখী কয় শুন শুন হে রসনিধান।
যখন তোমরা দোঁহে করিলে প্রস্থান॥
সেইক্ষণে গৃহে আমি আসিয়ে সত্বরে।
দেখি ধনী পড়ি আছে ধরণী উপরে॥
চতুর্দিকে সখীগণ করিয়ে বেষ্টন।
চেতন করিতে কত করিছে যতন॥
কোন সখী মলয়জ লইয়ে স্বকরে।
লেপন করিছে প্রেমময় কলেবরে॥
কেহ বা নলিনীপত্র বিছায়ে তথায়।
শোয়ায়েছে তদুপরি সে রাজবালায়॥
এই রূপে সবে কত করিছে যতন।
কিন্তু কোনমতে নহে মূর্চ্ছাপনোদন॥
দেখিয়ে ধনীর দশা আমি সেইক্ষণে।
কোলে তুলি লইলাম রমণীরতনে॥
কর্ণমূলে মুখ দিয়ে ব্যগ্র হয়ে অতি।
কহিলাম মধুস্বরে যুবতীর প্রতি॥

পা তোল গো প্রেমময়ি কি হেতু ভূতলে।
ভুকুল ভাসিছে কেন নয়নের জলে॥
কি দুঃখে কমল মুখী মুদিয়ে নয়ন।
পড়ে আছ ধরাতলে হয়ে অচেতন॥
হয়েছ এমন তুমি যাহার বিহনে।
সম্মুখে দেখনা সেই নাগর রতনে॥
তোমারে নীরব দেখি তব প্রিয়জন।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে দুখে করিছে রোদন॥
শুনিয়ে তোমার নাম রসবতী ধনী।
নয়ন কমল মেলি চাহিল অমনি॥
চারি দিকে নিরীক্ষণ করিয়ে তখন।
বলে সই কই মোর প্রাণের রতন॥
এই যে কহিলে সখা সম্মুখে আমার।
আঁখি মেলি নাহি হেরি একি চমৎকার।
পরিহাস আমারে কি করিতেছ সই।
সত্বরে বলনা মম হৃদয়েশ কই॥
রহে না জীবন আর তাহার বিহনে।
নিয়ত দহিছে প্রাণ বিরহদহনে॥
এত বলি বিনোদিনী মুদিয়ে নয়ন।
পুনর্ব্বার ধরাপরে করিল শয়ন॥

সাক্ষাৎ শমন সম হলে সর্পাঘাত।
জীবগণ অচেতন হয় অকস্মাৎ॥
মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলে সে রোগী যেমন।
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন॥
সেইরূপ ধনী তব বিরহগরলে।
কভু সচেতন হয় কভু পড়ে ঢলে॥
দারুণ বিরহ বিষ হয়েছে প্রবল।
তোমা বিনে কে পারিবে করিতে শীতল॥
তোমার বিরহে সেই বিনোদিনী ধনী।
কাঁদিছে মনের দুখে দিবস রজনী॥
শুনিয়ে সখীর মুখে সন্তাপ প্রিয়ার।
উদয় হইল দুখ অন্তরে যুবার॥
সহজে বিরহ বিষে ম্রিয়মাণ ছিল।
প্রিয়ার সন্তাপে আরো দ্বিগুণ বাড়িল॥
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি ধীর কহে সজনীরে।
বল না কেমনে পুন পাব সে ধনীরে।
সহিতে না পারি আর বিরহবেদন।
চল সখি তব সঙ্গে করিব গমন॥
শুনি সহচরী হর্ষ কি কহিব আর।
সে আশা উচ্ছিন্ন সখা হয়েছে দোঁহার॥

আর না যাইতে তথা পারে গুণরাশি।
কাজে কাজে বিরহে মরিবে তব দাসী॥
যখন তোমরা দোঁহে হইলে বিদায়।
তার পরে রাজরাণী এলেন তথায়॥
দেখি তনয়ার ভাব সন্দেহ করিয়ে।
দ্বারে প্রহরীরে তথা গেলেন রাখিয়ে॥
অদ্যাবধি প্রহরীরে রয়েছে তথায়।
কেমনে যাইবে তথা ওহে রসময়॥
এতক্ষণ সুললিত সংবাদ সুধার।
জুড়াইতে ছিল সুখ অন্তরে যুবার॥
যাইতে পারে না এই দারুণ বচন।
শুনিয়ে যুবার হল মলিন বদন॥
বিষম বিরহানল দ্বিগুণ হইল।
সুরম্য কানন যেন অনলে ঘেরিল॥
নব দুঃখ নাগরের অন্তরে উদয়।
বিরস বদনে ধীরে সজনীরে কয়॥

সখি!—মম মানস কানন প্রেম ফুলে,
হাসিতে ছিল গো কলিকা ফুটিয়ে।
বিরহানল সেই বনে পশিয়ে,
মম মানস কানন দগ্ধ করে॥

জল লাগি সদা জলদে যতনে,
ঘন চাতক ডাকই উর্দ্ধ মুখে।
নব নীরদ কামনথা সহজে,
বিরহীর কথা শুনিয়ে কি শুনে ॥
জলনিধি নিবারণ কারণ রে,
যদি নীর ছলে কভু যাই জলে।
অতি ভীষণ কাম ভুজঙ্গ যথা,
অবগাহন মাত্র গরাস করে ॥
সখি সে মনমোহন রূপ বিনে,
গৃহ কানন প্রায় মনে হয় রে।
মরি রে মরি রে মরি রে বিরহে,
মম জীবন না রহিবে সখি রে ॥

সখি :—জগতের মনোহরা যে নারীরতন।
কামের করাত সম যাহার নয়ন ॥
জিনিয়ে শরদ শশী শ্রীমুখ যাহার।
নবনী সদৃশ দেহ অতি চমৎকার ॥
নবীন অরুণ সম যাহার অধর।
দামিনী সমান যার হাস্য মনোহর ॥
যে রূপ মধুর মূর্ত্তি নির্ম্মল বিধুর।
সে রূপ প্রিয়ার মম সকলি মধুর ॥

পয়োধর ভারে অবনত কায় যার।
কেমনে বহিবে সেই বিরহের ভার॥
আহা মরি সহচরি! সে রমণীমণি।
কাঁদিছে আমার লাগি দিবস রজনী॥
আর না মিলন যদি হয় তার সনে।
নিশ্চয় যাইবে প্রাণ শমন সদনে॥
স্রোতস্বতী অনুরাগে সত্বর গমনে।
যেমন মিলিতে ইচ্ছা বারিধির সনে॥
যেমন সংযোগিকুল প্রফুল্ল অন্তরে।
শশিসহ যামিনীর অন্বেষণ করে॥
প্রেমভরে রসময় মধুপ যেমন।
পদ্মিনীর প্রেমমধু করে অন্বেষণ॥
সেই রূপ মম মন অনুরাগ ভরে।
প্রেয়সীর মুখমধু অন্বেষণ করে॥
অতএব সহচরি! কি করি বল না।
কেমনে পাইব পুন সে মবললনা॥
শুনি সহচরী কয় শুন রসরায়।
মিলনের সদুপায় করহ ত্বরায়॥
নতুবা বিরহবিষে সে রাজবালায়।
প্রাণ হবে অবসান কহিলাম সায়॥

এত বলি সহচরী বিদায় হইল।
একাকী বসিয়ে যুবা ভাবিতে লাগিল॥
বিজনে বসিয়ে নাগর রায়।
ভাবিছে অনন্যমনে প্রিয়ায়॥
মুদ্রিত করিয়ে দুটি নয়ন।
ভাবিছে মানসে প্রিয়াবদন॥
ভাবিতে ভাবিতে বিরহানল।
জ্বলিয়ে উঠিল করিয়ে বল॥
সে যাতনা ধীর নারি সহিতে।
অচেতনে ঢলি পড়ে মহীতে॥
যেন বাতাহত তরুর প্রায়।
পড়িল ধরায় নাগর রায়॥
আ মরি সে শোভা কহিব কায়।
শশী খসি যেন পড়ে ধরায়॥
চেতন পাইয়ে ক্ষণেক পরে।
উঠিয়ে বসিল অবনীপরে॥
দুকূল ভাসিল নয়নজলে।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি খেদেতে বলে॥
মরি মরি কোথা রহিলে প্রিয়ে।
বিরহ অনলে দহিয়ে হিয়ে॥

তোমা ধন বিনে সুখসংসার।
নিয়ত অন্তরে ভাবি অসার॥
তোমার বিরহ আর সহে না।
বুঝি বা জীবন দেহে রহে না॥
মদন হানিছে কুসুম বাণ।
মলয় পবন দহিছে প্রাণ॥
হেরিয়ে সরস শরদ চাঁদে।
না হেরি তোমারে পরাণ কাঁদে॥
এরূপে নবীন নাগরমণি।
কাঁদিছে বিরহে বিনে সে ধনী॥

এখানে স্বজনী গৃহে আসিয়ে ত্বরায়।
দেখে স্বর্ণলতা আছে পড়িয়ে ধরায়॥
নিরন্তর ঝরিতেছে নয়নযুগল।
মসীময় হইয়াছে বদনকমল॥
যেমন শিশির কালে মলিন নলিন।
সেই রূপ ধনীর শ্রীমুখ শোভাহীন॥
তেমন লাবণ্য তার হয়েছে বিবর্ণ।
দহন হয়েছে যেন অনলে সুবর্ণ॥
যেমন শ্রীব্রজধামে নিকুঞ্জকাননে।
বিরহ বিধুরা রাই পড়ে ধরাসনে॥

শ্রীরাধার চতুর্দ্দিকে বসি সখীগণ।
প্রবোধ দিতেছে তাঁরে করিয়ে যতন॥
সেই রূপ সখী সব বসি তাঁর পাশে।
প্রবোধ দিতেছে সবে সুমধুর ভাষে॥
বচনে প্রবোধ কিবা হইবে তাহার।
বিরহ দহনে দেহ দহিছে যাহার॥
এরূপ ধনীর দশা দেখিয়ে নয়নে।
কাতরে স্বজনী কয় মধুর বচনে॥
আহা মরি প্রেমময়ি কি কহিব আর।
প্রাণে ধরে না সহি তব দুখভার॥
সা ভোল গো চারুশীলে কি হেতু ধরায়।
দেখিয়ে তোমার দুখ বুক ফেটে যায়॥
মরি মরি শুকায়েছে বিমল বদন।
হয়েছে নদীর সম কমল নয়ন॥
সুচারু বদনচাঁদ হইয়াছে মসী।
ঠিক যেন রাহুগ্রস্ত শরদের শশী॥
আহা মরি মরি হার পিরীতের দায়।
সোণার প্রতিমা পড়ি ধূলায় লুটায়॥
চেয়ে দেখ প্রেমময়ি মেলিয়ে নয়ন।
তব লাগি সকাতরা তব সখীগণ॥

এত বলি সহচরী পরম যতনে।
কোলেতে লইল তুলি রমণীরতনে ॥
শীতল সলিল মুখে প্রদান করিল।
মূর্চ্ছা ত্যজি বিনোদিনী নয়ন মেলিল ॥
চাহি সখী মুখপানে হইল ব্যাকুল।
ভাসিল নয়ন নীরে অঙ্গের দুকূল ॥
যেমন মথুরা হতে বৃন্দা রসবতী।
একা আসিতেছে ব্রজে নাহি যদুপতি ॥
চাহি বৃন্দে মুখপানে শোকাকুল মনে।
স্নান করেছিল রাই নয়ন জীবনে ॥
সেইরূপ স্মরসেনা একাকী সখীরে।
হেরিয়ে ভাসিয়ে গেল নয়নের নীরে ॥
কতক্ষণ পরে মনঃস্থির করি সতী।
বিরসবদনে কহে স্বজনীর প্রতি ॥
বল গো স্বজনি বল শুনি সমাচার।
প্রাণনাথ সনে দেখা হইবে কি আর ॥
আর কি সে প্রাণবঁধু এখানে আসিবে।
সুমিলন করিয়ে কি বিরহ নাশিবে ॥
আর কি ধরিয়ে বীণা সে গুণনিধান।
গাইবে মধুর স্বরে সুমধুর গান ॥

হায় রে শ্যামের বীণা শুনিয়ে শ্রবণে ।
যেরূপ মজিয়েছিল ব্রজনারীগণে ॥
কুললাজ পরিহরি তাহারা যেমন ।
প্রেমভরে লয়েছিল শ্যামের স্মরণ ॥
সেরূপ বঁধুর বীণা শুনিয়ে শ্রবণে ।
স্মরণ লয়েছি তাঁর যুগল চরণে ॥
কি বলিল সে নাগর বল না আমায় ।
স্মরণাগতেরে সে কি রাখিবে না পায় ॥
শুনিয়াছি স্বজনি লো পুরুষ কঠিন ।
পাষাণে নির্ম্মিত প্রাণ দয়ামায়াহীন ॥
তার সাক্ষী দেখ সখি নিষধ রাজন ।
করিলেন প্রিয়াসহ কাননে গমন ॥
পতিপ্রাণা প্রেয়সীরে একাকী ফেলিয়ে ।
স্বচ্ছন্দে রজনীযোগে গেলেন চলিয়ে ॥
আর দেখ ব্রজধামে নব ঘনশ্যাম ।
বিনা দোষে গোপিকারে হইলেন বাম ॥
ভাসাইয়ে শ্রীরাধারে বিরহ সাগরে ।
স্বচ্ছন্দে গেলেন চলি মথুরা নগরে ॥
তাতেই সন্দেহ মম হতেছে সঙ্গিনি ।
অদৃষ্ট দোষেতে পাছে রুষ্ট হন তিনি ॥

সখী কয় কেন ধনি হতেছ ব্যাকুল।
তব প্রতি যুবরাজ সদা অনুকূল॥
তোমার বিরহবিষে সে নাগর রায়।
কাঁদিতেছে দিবানিশি পড়িয়ে ধরায়॥
সর্ব্বদা কহিছে কোথা রহিলেন প্রিয়ে।
বিষ সম বিরহেতে জীবন দহিয়ে॥
তেমন লাবণ্য তার হয়েছে মলিন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী যেন হয় প্রভাহীন॥
মুদ্রিত করিয়ে যুবা যুগল নয়ন।
ভাবিছে তোমার রূপ হয়ে এক মন॥
কলেবর কৃশ তার হয়েছে এমন।
দেহ ছাড়ি যায় প্রাণ এখন তখন॥
তব লাগি বিষসম বিরহ অনল।
সে যুবার কলেবর দহিছে কেবল॥
বিনোদিনী যদি তব প্রেমনীর পান।
বিরহ অনল তবে হয় গো নির্ব্বাণ॥
শুনিয়ে সখীর মুখে সখার যাতনা।
রোদন বদনে কহে খঞ্জননয়না॥

সখি!—বঁধুর যাতনা সহিতে নারি।
গৃহে প্রয়োজন নাহিক আর,

অনুরোধ বল করি কাহার,
চল না স্মরণ লই গে তারি ॥
আহা মরি সেই নাগর ধনে।
ফেলিয়ে বিরহ যাতনা ঘোরে,
বন্ধন করিয়ে প্রেমের ডোরে,
বাসরে একাকী আছে কেমনে ॥
কিবা প্রয়োজন বাসর সাজে।
আর না কবরী বাঁধিব শিরে,
কেবল ভাসিব নয়ননীরে,
যদি নাহি পাই গে রসরাজে ॥
কিসের ভূষণ কিসের বাস।
কি হেতু করিব মোহন সাজ,
বিনে সে রসিক নাগর রাজ,
ত্যজিয়াছি আমি সকল আশ ॥
দেহের যতন কিসের তরে।
কি সুখ হইবে মালতী ফুলে,
কি হইবে আর থাকি এ কুলে,
কিবা লাভ হবে এ পয়োধরে ॥
সখি!—বঁধু বিনে গৃহে আর কিবা প্রয়োজন।
চল না সে পদে গিয়ে লই গে স্মরণ ॥

যেমন শশাঙ্ক বিনে কুমুদিনী সতী।
সুখ সরোবরে রহে মনোদুঃখে অতি॥
যেমন সে রতি সতী মনোভব বিনে।
অসুখ সাগরনীরে ভাসে নিশি দিনে॥
সেই রূপ সখি আমি না হেরি নাগরে।
ভাসিতেছি নিরবধি অসুখসাগরে॥
যেমন সলিল বিনে সুরতরঙ্গিণী।
পূর্ণ শশধর বিনে যেমন যামিনী॥
যেমন তরঙ্গ বিনে অপার সাগর।
শৃঙ্গ বিনে নাহি শোভে যেমন ভূধর॥
সেই রূপ বিনে সেই কান্ত গুণমণি।
যৌবনের শোভা আর নাই গো স্বজনি॥
মোহিত হয়েছে মন সে মোহন রূপে।
ডুবিয়াছি সখি তাঁর প্রণয়ের কূপে॥
না জানি সে রসরাজ করিয়ে কেমন।
আমার এ মন ধনে করিল হরণ॥
এত বলি বিনোদিনী উচাটন মনে।
সৌধ শিখরেতে উঠে সঙ্গিনীর সনে॥
জুড়াইতে অন্তরের বিরহের জ্বালা।
প্রসাদ শিখরোপরি উঠে রাজবালা॥

একে মধুমাস তাহে পূর্ণ শশধর।
বরিষণ করিতেছে সুশীতল কর॥
বহিতেছে ধীর ভাবে মলয় অনিল।
জগতের মনোহারী ডাকিছে কোকিল।
আকর্ণ পর্য্যন্ত টানি ফুল শরাসন।
রতি সহ রতিপতি করিছে ভ্রমণ॥
বিরহিণী রমণীরে হেরি ফুলবাণ।
হৃদয়ে আঘাত করে সম্মোহন বাণ॥
নিশিতে স্মরের শরে হয়ে অচেতন।
পড়িল প্রাসাদোপরি মুদিয়ে নয়ন॥
মধুর অধর হলো মসীর সমান।
হেন মনে লয় যেন দেহ ছাড়ে প্রাণ॥
কতক্ষণ পরে ধনী হয়ে সচেতন।
স্বজনীর প্রতি কয় করিয়ে রোদন॥
এখানে এলাম সখি করিয়ে মনন।
নিবারিব প্রাণেশের বিরহবেদন।
কিন্তু সখি হেথা আসি হলো কোন কর্ম্ম।
কেবল সে রতিপতি ভেদিলেক মর্ম্ম॥
জগত্ শীতল করে যার স্নিগ্ধ করে।
তার করে কেন মম প্রাণ দগ্ধ করে॥

ওগো প্রাণ সহচরি বুঝিতে না পারি।
সখার বিরহানল কেমনে নিবারি॥
সখী কয় চারুশীলে কি কহিব আর।
সকলে জুড়ায় প্রাণ প্রাণের প্রিয়ার॥
ওই দেখ শশী স্বীয় কর রূপ করে।
প্রিয়ার চিবুক ধরি অতি ভাব ভরে॥
জুড়াবে তোমার প্রাণ কুমুদীর পতি।
হেন অসম্ভব কেন কহ গুণবতি॥
অতএব হেথা আর নাহি প্রয়োজন।
শয়ন মন্দিরে চল করিতে শয়ন॥
শুনিয়ে সখীর বাণী গজেন্দ্রগামিনী।
চলিল শয়নাগারে যেন পাগলিনী॥

শয়ন মন্দিরে আশিয়ে কামিনী,
মনের মতন বাসর সাজ।
সুখদ গগণে সুখের যামিনী,
হেরি মনে পড়ে নাগর রাজ॥
মধুর বসন্ত হইলে উদয়,
যেমন প্রফুল্ল হইয়ে অতি।
মিলিতে চাহে রে স্মর রসময়,
সে রূপ বাসর হেরিয়ে সতী॥

দেখি সুসজ্জিত বাসর আলয়,
বিধুমুখী ধনী খেদেতে কহে।
এমন সময় কোথা রসময়,
দারুণ বিরহ আর না সহে॥
পড়িছে নিয়ত নয়নের জল,
বক্ষঃস্থল দিয়ে হে প্রাণপতি।
তথাপি হৃদয় না হয় শীতল,
মানসিক ক্লেশ বাড়িছে অতি॥
পূর্ণ শশধরে হেরিয়ে গগণে,
মনে পড়ে তব শ্রীমুখ খানি।
এমন সময়ে তোমারে বিজনে,
পাই যদি নাথ তবেত জানি॥
মনের বেদনা রহিল হে মনে,
প্রকাশ করিয়ে কহিব কারে।
যে দুখ আমার থাকিয়ে ভবনে,
এ দুখ সহিতে আর কে পারে॥

হইল রে নিশি অবসান।
"কুহরে কোকিল কুল হরে মনঃ প্রাণ॥"

ভাসায়ে বিরহ নীরে, প্রিয়তমা যামিনীরে,
পশ্চিম অচলে শশী করিল প্রস্থান।
পূর্ব্বদিক্ ভাবভরে, স্বনাথের কর ধরে,
হাসি হাসি প্রকাশিল সুচারু বয়ান ॥
অস্ত হেরি প্রিয়বরে, কুমুদিনী সরোবরে,
মুদিত হইল ক্রমে হয়ে ম্রিয়মাণ।
মানিনী রমণীগণে, প্রিয়তম সখা সনে,
কথায় কথায় যেন করে অভিমান ॥
প্রফুল্ল নলিনীদলে, অলিরাজ কুতূহলে,
গুণগুণ স্বরে মধু করিতেছে পান।
কি কব তাহার শোভা, জগজন মনোলোভা,
নীলমণি মার্জ্জিত কনকে অনুমান ॥
এখানে ভবনে বসি শ্রেষ্ঠীর কুমার।
ভাবিছে মোহন মূর্ত্তি প্রাণের প্রিয়ার ॥
বিষম বিরহানলে হয়ে জ্বালাতন।
জ্ঞানচন্দ্র প্রতি কয় করিয়ে রোদন ॥
ওহে সখা সে ধনীর মূর্ত্তি মনোহর।
জাগিতেছে সম ভাবে মনে নিরন্তর ॥
যেন সীতাকুণ্ডনীরে জ্বলন্ত দহন।
জ্বলিতেছে অহরহ নহে নিবারণ ॥

সেইরূপ প্রেয়সীর বিরহঅনল।
নিয়ত আমার দেহে জ্বলিছে কেবল॥
প্রেমময়নীর বিনা সে প্রিয়তমার।
নিবাইতে এ অনল হেন সাধ্য কার॥
যেমন ভুবন ব্যাপ্ত অনলে হইলে।
নিবারিতে নাহি পারে সামান্য সলিলে॥
সে সময় জলধর ব্যাপিয়ে গগণ।
মুষলের ধারে যদি করে বরিষণ॥
তাহলে প্রবলানল হইয়ে নির্ব্বাণ।
রক্ষা হয় জগতের জীবের পরাণ॥
সেইরূপ প্রণয়িনী কাদম্বিনী বেশে।
যদি বরিষণ করে প্রেমনীর এসে॥
তবেই বিরহানল হয় নিবারণ।
নতুবা এ দেহ আজি হইবে দহন॥
আর না সহিতে পারি বিরহবেদন।
অনুমান দেহ শীঘ্র হইবে পতন॥
যার মুখশোভা হেরি কুমুদীর পতি।
লুকায় মেঘের কোলে মনোদুঃখে অতি॥
দেখিতে সে মুখশশী আমার নয়ন।
মুদ্রিত হইয়ে হৃদি করে অন্বেষণ॥

যেমন মুনীন্দ্রগণ অতি ভাব ভরে।
হৃদয়ে দেখিতে চায় জগত্‌-ঈশ্বরে ॥
যেমন আতপ তাপে হইয়ে দহন।
শীতল সলিল জীব করে অন্বেষণ ॥
সে রূপ বিরহ-তাপ নাশিতে প্রিয়ার।
প্রেমনীর অন্বেষণ করি অনিবার ॥
অতএব প্রিয়সখা! বল না কি করি।
বিষম বিচ্ছেদ বিষে বুঝি প্রাণে মরি ॥

ইতি স্মর-লেখা কাব্যে নায়ক নায়িকার
বিরহ বর্ণন নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

এরূপে ভবনে বসি শ্রেষ্ঠীর নন্দন।
সহিছে সরল প্রাণে বিরহবেদন॥
প্রিয়সখা জ্ঞানচন্দ্র পরম যতনে।
প্রবোধ দিতেছে তাঁরে মধুর-বচনে॥
এমন সময়ে সখী গজেন্দ্রগমনে।
উপনীত হল আসি দোঁহার সদনে॥
দেখিল যুবক-বর বিরসবদনে।
দীন হীন ক্ষীণ প্রায় বসি ধরাসনে॥
ঝর ঝর ঝরিতেছে কমল নয়ন।
কালীময় হইয়াছে অঙ্গের বরণ॥
বিষম বিরহবিষে প্রাণ-প্রেয়সীর।
ভাবি ভাবি শুকায়েছে যুবার শরীর॥
দেখিয়ে যুবার দশা ভাবে সহচরী।
বিধির কি বিবেচনা আহা মরি মরি॥
অকলঙ্ক নিরমল যাঁহার বদন।
স্মর বলি করা যায় যাঁহারে গোপন॥

যাঁহার মধুর মূর্ত্তি করি দরশন।
খেদে মার হরকোপে ত্যজে প্রাণধন॥
রসিকের শিরোমণি যেই রসরায়।
তাহার এমন দশা মরি হায় হায়॥
এত ভাবি সহচরী অতি মনোদুখে।
উপনীত হন আসি যুবার সমুখে॥
প্রেয়সীর প্রিয়সখী হেরিয়ে নয়নে।
সমাদরে যুবরাজ বসান আসনে॥
সন্নিকটে বসাইয়ে হরিষে কুমার।
জিজ্ঞাসা করেন প্রেয়সীর সমাচার॥
বল বল সহচরি! শুনি বিবরণ।
কুশলেতো আছে মম প্রেয়সীরতন॥
শুনিয়ে যুবার বাণী সহচরী কয়।
কোথায় কুশল তার ওহে রসময়॥
তোমার বিচ্ছেদবিষে গজেন্দ্রগামিনী
কাঁদিছে মনের দুখে, দিবস যামিনী॥
কি কব হে সখা তব পিরীতের দায়।
স্বর্ণলতা পড়ে আছে নির্য়ত ধরায়॥
শ্রাবণের ধারা সম নীরজনয়ন।
ঝরিতেছে অহরহ নহে নিবারণ॥

বসন ভূষণ সব দূর করি দিয়ে।
ভাবিছে তোমার রূপ নয়ন মুদিয়ে॥
যদি তব দেখা পায় কিবা যায় প্রাণ।
তবেই কুশল তার হে রসনিধান॥
তোমার বিরহ বিষে হয়ে জ্বালাতন।
প্রেমময় পত্র এক করেছে প্রেরণ॥
এই লহ পত্র তার দুঃখপ্রকাশিকা।
দিয়াছেন তব পদে তব প্রাণাধিকা॥
মৃতদেহে প্রাণপ্রাপ্তি হইলে যেমন।
সুখের সাগরে ভাসে পুরবাসীগণ॥
সেই রূপ পত্র পেয়ে প্রাণের প্রিয়ার।
ততোধিক সুখী হল অন্তর যুবার॥
পত্র পেয়ে হৃদয়ের খুলিয়ে কবাট।
অনুরাগে যুবরাজ করিছেন পাঠ॥

মনোহরের প্রতি স্মর-সেনার সমাবেদন।

যে দিন কাননে তোমারে হেরেছি,
সেই দিনাবধি হে রসরায়।
জীবন যৌবন অর্পণ করেছি,
অনুরাগভরে তোমার পায়॥

কুল শীল লাজ ত্যজেছি সকল,
গুরুর গঞ্জনে নাহিক ভয়।
দিবস রজনী ভাবি হে কেবল,
তব মুখশশী হে রসময়॥
প্রণয়ের হার পরেছি তোমার,
অনুরাগভরে বসি বিজনে।
মুক্তার মালায় দেব অনিবার,
তবে বল তাহা পরি কেমনে॥
সখা। শুনেছি লোকের মুখে প্রণয় রতন।
প্রেমিকের করে সদা চিত্ত বিনোদন॥
এ জগতে প্রণয়ের বশ যেই হয়।
শুনিয়াছি সেই জন সদা সুখে রয়॥
অনিবার মন তার প্রণয়ের পথে।
বিহার করিতে থাকে সুখময় রথে॥
মলয়পবন আর স্মর রসময়।
নিরন্তর তাঁর প্রতি অনুকূল রয়॥
শুনিয়াছি এইরূপ প্রণয়ের রীত।
কিন্তু সখা মম পক্ষে সব বিপরীত॥
মজিয়ে তোমার প্রেমে যে দুখ আমার।
ধর্ম্ম জানে মর্ম্ম কথা কি কহিব আর॥

যত দিন ডুবি নাই প্রণয়ের কূপে।
ছিলাম হে সখা দুখে সুখে কোন রূপে॥
কে জানিত ঋতুপতি বসন্ত রাজনে।
কে জানিত রতিপতি মলয় পবনে॥
কে জানিত অলিরাজ বসন্তের চর।
কে জানিত প্রাণ দগ্ধ করে পিকবর॥
কে জানিত দুঃখকর নব জলধর।
কে জানিত প্রাণহর চন্দ্রমার কর॥
মনে মনে তখন হইত অনুমান।
এরাই জীবের বুঝি প্রিয়তম প্রাণ॥
এখন এ সব যেন অনল সমান।
দেহ ছাড়ি প্রাণ বুঝি করে হে প্রয়াণ॥
তোমা বিনে শেলসম বাসর আলয়।
তোমা বিনে অলঙ্কার যেন বিষময়॥
তোমা বিনে নীলাম্বর যেমন ভুজঙ্গ।
তোমা বিনে মলয়জ দগ্ধ করে অঙ্গ॥
তোমা বিনে শূল সম মালতীর হার।
তোমা বিনে চারি দিক হেরি অন্ধকার॥
তোমা বিনে গীত নাট অশনী সমান।
তোমা বিনে বুঝি আর না রহে পরাণ॥

একত্র থাকিতে যার সদা সাধ মনে।
কেমনে বাঁচিবে সেই নারেক মিলনে॥
এক দিন মম সনে করিয়ে মিলন।
জীবন যৌবন মন করিলে হরণ॥
এই কি উচিত তব ওহে রসময়।
অধীনীরে দেখা দেহ হইয়ে সদয়॥
তুমি মম প্রাণপতি হে রসনিধান।
যৌতুক স্বরূপ মন করিয়াছি দান॥
বিষম বিরহানলে দেহ জ্বালাতন।
ঝরিতেছে দুনয়নে নীর অনুক্ষণ॥
লিখিতে মনের ভাব ওহে গুণমণি।
শোকে বিমোহিত আর না চলে লেখনী॥
আর যত দুঃখভোগ করিতেছি আমি।
শুনিবে সখীর মুখে ওহে চিত্তগামী॥
প্রেয়সীর প্রেমময় পত্র সুললিত।
পাঠ করি যুবরাজ হইল মোহিত॥
পুনঃপুন পত্র পাঠ করে ধীর যত।
প্রেম ভাব আবির্ভাব হয় মনে তত॥
পুনঃপুন অনুরাগে করেন পঠন।
কিন্তু কোন মতে নহে আশা নিবারণ॥

ভাসিয়ে যুবক-বর নয়নের নীরে।
জিজ্ঞাসা করেন প্রিয়া-প্রিয়-স্বজনীরে॥
ওগো প্রাণ সহচরি স্বরূপ বল না।
সহিছে কি এত দুখ সে নব ললনা॥
শুনি সহচরী কয় ওহে গুণাধার।
তোমা বিনে সে ধনীর প্রাণ বাঁচা ভার॥
তাহার যাতনা কত কব রসরায়।
দেখিয়ে তাহার দুখ বুক ফেটে যায়॥
বিষম বিরহে তব সে নব ললনা।
ভাবি ভাবি হইয়াছে মলিনবদনা॥
যুগল নয়নে জল ঝরে অনিবার।
কণ্ঠাগত প্রাণ তার বিরহে তোমার॥
বিরহ বিকার তার ওহে রসময়।
বুঝি বা জীবন আর দেহে নাহি রয়॥
কাননে পাখীর গান শুনি সে নবীনে।
বলে ওই প্রাণসখা বাজাইছে বীণে॥
পূর্ণ শশধরে হেরি পাগলিনী প্রায়।
বঁধু বলি বিধুমুখী ধরিবারে যায়॥
বিরহ বিভ্রম তার হয়েছে এমন।
জাগিয়ে স্বপনে দেখে তব শ্রীবদন॥

সুধাইলে শুধু বলে কোথা সে রতন।
যাহার বিরহানলে হতেছি দহন॥
তাহার বিরহ যত সহিতেছি আমি।
এত কি সহিছে প্রাণে সেই চিত্তগামী॥
আহার নিদ্রাদি ত্যাগ করিয়ে সে ধনী।
সতত কাঁদিছে যেন মণিহারা ফণী॥
এক পাত্র পানীয় লইয়ে সযতনে।
কহিলাম কত মত বিনয় বচনে॥
কোন মতে প্রেমময়ী না করিল পান।
দেখিয়ে ব্যাকুল অতি হল মম প্রাণ॥
অতি সকাতরে কই কামিনীর প্রতি।
পান করি প্রাণ রাখ ওগো গুণবতি॥
অবশেষ ধরি তার যুগল চরণে।
বুঝালাম কত মত বিনয় বচনে॥
বুঝি ধনী স্বজনীর রাখিবারে মান
পানপাত্র লয়ে তাই করিলেন পান॥
তাতেই কিঞ্চিত্ সুস্থ হয়ে সে নায়িকা।
লিখিলেন পত্র মনোদুঃখ-প্রকাশিকা॥
তোমা বিনে দিবানিশি ওহে গুণমণি।
সহিতেছে এত দুখ সে রমণীমণি॥

প্রেয়সীর সন্তাপ শুনি দুখে যুববর।
বসিলেন লিখিবারে পত্রের উত্তর॥
খুলিয়ে মনের দ্বার কান্ত রসময়।
লিখিলেন অন্তরের ভাব সমুদয়॥
লিখন করিয়ে শেষ গুণের সাগর।
জ্ঞানচন্দ্র প্রতি কয় হইয়ে কাতর॥
সখা হে! আবেশানন্দে মন নহে স্থির।
বিশেষতঃ দুনয়নে বহিতেছে নীর॥
সঙ্গত হইল কি না রচনা আমার।
পাঠ করি প্রিয়সখা দেখ একবার॥
শুনিয়ে যুবার বাণী পত্র লয়ে করে।
পাঠ করে জ্ঞানচন্দ্র অনুরাগ ভরে॥

স্মর-সেনার প্রতি মনোহরের সমাবেদন

প্রিয়ে! পেয়ে তব প্রেমময় পত্র সুললিত।
হৃদি সহ প্রেমরস হইল গলিত॥
যিনি এই জগতের প্রধান কারণ।
আকাশ পাতাল পৃথ্বী যাঁহার সৃজন॥
নিয়ত প্রার্থনা মম নিকটে তাঁহার।
এই রূপ প্রেম যেন রয় হে দোঁহার॥

যেমন শরদ কালে চকোর মণ্ডল।
খাইতে শশীর সুধা হয় সচঞ্চল॥
যেমন নবীন মেঘ হেরিয়ে গগণে।
গিরিপরে নাচে শিখী প্রফুল্ল বদনে॥
প্রফুল্ল নলিনীদলে মধুপ যেমন।
দ্রুত ধায় মধুপানে না মানে বারণ॥
সেই রূপ মম মন অলি প্রেমভরে।
ইচ্ছা তব শ্রীমুখের মধুপান করে॥
মধুর কবিতাবলি যেমন কবির।
পাইলে পরম ধন যেমন যোগীর॥
হইলে রোগের শেষ যেমন রোগীর।
মধুর বসন্তোদয়ে যথা সংযোগীর॥
যেমন দরিদ্রগণ পাইলে রতন।
সুখ-সরোবরে করে সুখে সন্তরণ॥
সেই রূপ তোমা ধনে যদি আমি পাই।
সুখের সাগরনীরে ভাসিয়ে বেড়াই॥
দিবসে সলিলে যদি না ফুটে পদ্মিনী।
নিশিতে মুদিত যদি রহে কুমুদিনী॥
তা হইলে রবি শশী কাতর যেমন।
তব মুখ না হেরিয়ে আমি হে তেমন॥

তোমার নিকট হতে আলয়ে আসিয়ে।
বিরহ-সাগর-নীরে যেতেছি ভাসিয়ে॥
অপার বিরহনীর নাহি পাই কূল।
মিলনতরণী দেহ হয়ে অনুকূল॥
তোমার বিরহবিষে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
কেবল তোমার রূপ করিতেছি ধ্যান॥
অনুরাগে খুলি মম হৃদয়ের দ্বার।
তোমার মধুর মূর্ত্তি হেরি অনিবার॥
প্রেমের মহিমা প্রিয়ে কহিব বা কত।
যতবার দেখি অনুরাগ হয় তত॥
অতএব সুধামুখি বিরহে তোমার।
যে দুখ পেতেছি তাহা কত কব আর॥
নিরাধারা দুনয়নে বহিতেছে নীর।
কৃশময় হইয়াছে আমার শরীর॥
ত্যজিয়াছি সংসারের সমুদয় সুখ।
কেবল জাগিছে মনে তব চাঁদমুখ॥
তব প্রেমামৃত পানে উদর পুরিত।
আহার করিতে ইচ্ছা নাহিক কিঞ্চিত॥
তোমার পবিত্র প্রেমে হেরি অনুরাগ।
নিদ্রাদেবী নেত্র মম করেছেন ত্যাগ॥

শুদ্ধ দেহে আছে প্রাণ আশায় তোমার।
নহে এত দিনে কবে হইত সংহার॥
যে প্রেমে শ্রীবৃন্দাবনে মদনমোহন।
রাধা আদি গোপিনীরে করিলা মোহন॥
যে প্রেমে যোগীর বেশ করেন ধারণ।
যে প্রেমে বিপিন মাঝে চরান গোধন॥
যে প্রেমে মধুরবাঁশী বাজান শ্রীহরি।
যে প্রেমে বহেন বাধা মস্তকেতে ধরি॥
যে প্রেমে করিয়ে হরি কলঙ্ক ভঞ্জন।
করিলেন শ্রীরাধার মানসরঞ্জন॥
যে প্রেমে উজানবারি যমুনায় বয়।
যে প্রেমেতে পশুপক্ষী মুগ্ধ হয়ে রয়॥
যে প্রেমেতে যশোদারে ডাকেন মা বলি।
যে প্রেমেতে রসাতলে গিয়াছেন বলি॥
যে প্রেমে মাতুল বধ করিলেন হরি।
যে প্রেমেতে রুক্মিণীরে লইলেন হরি॥
যে প্রেমেতে ধ্রুব শিশু প্রবেশে কানন।
যে প্রেমেতে পাণ্ডবের সখা নারায়ণ॥
যে প্রেমেতে ব্রজনাথ হইয়ে-বন্ধন।
করিলেন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ॥

যে প্রেমেতে রঘুবর কমললোচন।
করিলেন সীতা সহ কাননে গমন॥
যে প্রেমে সীতার লাগি রাম রঘুবর।
বাঁধিলেন কপি সহ অপার সাগর॥
সেই প্রেমে দহিতেছে এদেহ আমার।
অথবা কি আছে অন্য প্রেমধন আর॥
জানি ভাল বল দেখি ও বিধুবদনে।
কোন্ প্রেমে দহিতেছে মম প্রাণ মনে॥
অধিক লিখিতে প্রিয়ে আর নাহি পারি।
নিয়ত দিতেছে বাধা নয়নের বারি॥
অনিবার বহে নীর নয়নযুগলে।
অধিক লিখিব কিবা দৃষ্টি নাহি চলে॥
আর আর স্মরদশা যতেক আমার।
সখীমুখে সুবদনী পাবে সমাচার॥
পত্র পড়ি জ্ঞানচন্দ্র তুষ্ট হয়ে অতি।
বিনয় করিয়ে কহে বান্ধবের প্রতি॥
সুরস হয়েছে অতি রচনা তোমার।
ত্বরায় প্রেরণ কর নিকটে প্রিয়ার॥
শুনিয়ে সখার বাণী রসের নিধান।
পত্র লয়ে স্বজনীরে করেন প্রদান॥

পয়ার

পত্র লয়ে হেমলতা বিদায় হইয়ে।
সত্বরে ধনীর কাছে উত্তরে আসিয়ে॥
দেখে ধনী ভূমিতলে করিয়ে শয়ন।
কেবল মনের দুখে করিছে রোদন॥
ধীরে ধীরে সহচরী ডাকিয়ে সুস্বরে।
বঁধুয়ার পত্র দেয় সুন্দরীর করে॥
পাইয়ে পতির পত্র রসবতী ধনী।
অনুরাগভরে পাঠ করেন অমনি॥
পত্র পড়ি হরিষবিষাদে রসবতী।
অভিমান ভরে কয় স্বজনীর প্রতি॥

সখি!—জানিলাম এত দিনে সে নাগর রায় রে।
প্রাণ সম ভাল বাসে এই রাধিকায় রে॥
দাঁড়ায়ে যমুনাতীরে, রাধা বলি ধীরে ধীরে,
প্রেমরসে গুণরাশি বাঁশীটী বাজায় রে।
পথে ঘাটে কি কাননে, দেখা হলে কারো সনে,
প্রেমরসে কেবল রাধার গুণ গায় রে॥
যেন কুমুদিনীপতি, অনুরাগভরে অতি,
চাহিয়ে প্রিয়ার পানে ফুটায় প্রিয়ায় রে।

নহিলে কি সে প্রকার, সখি সেই গুণাধার,
মানস কুমুদ মম সতত ফুটায় রে ॥
সখি সে চিকনকালা, গাঁথিয়ে মালতীমালা,
নহে কেন অধীনীরে যতনে পরায় রে।
না থাকিলে এত রস, শ্রীহরি হইয়ে বশ,
সে প্রেমের রসে তনু কি ভাসায় রে ॥
সখি —পত্র পড়ি বুঝিলাম তিনি অনুকূল।
কিন্তু আর সব মম পক্ষে প্রতিকূল ॥
দেখ সখি কুল শীল লজ্জা অনুক্ষণ।
শক্রতা আমার সনে সাধিছে কেমন ॥
মনে করি কুল ত্যজি ভজি গিয়ে তাঁরে।
লজ্জা, লজ্জাডোরে বাঁধি রাখে গো আমারে ॥
শীলতা ত্যজিতে যদি করি গো মনন।
ভয় আসি মম হৃদে করে আক্রমণ ॥
মনে করি যাই চলি লজ্জা পরিহরি।
প্রতিকূল কুল সখি টানে করে ধরি ॥
এত বিপক্ষের মাঝে কেমনে রহিব।
কত দিন বাঁচি এই যাতনা সহিব ॥
অধিক কি কব বিনে সেই রসময়।
জীবন যৌবন দেহ সব তারময় ॥

তিল মাত্র কলেবরে বল নাহি আর।
চারি দিক্ চেয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥
কিন্তু সখি হৃদি পানে চাই গো যখন।
আলোময় হৃদিপদ্ম করি দরশন ॥
সেইক্ষণে মনে মনে করি অনুমান।
হৃদয়ে আছেন বসি সে রস-নিধান ॥
এমনি হয়েছে বন্ধ হৃদয়ের দ্বার।
খুলিবারে নাহি পারে সেই গুণাধার ॥
কাজে কাজে কে নাশিবে মম দুখচয়।
অন্তরের দুখভার অন্তরেই রয় ॥
মনে করি আমি ধরি করিয়ে ছেদন।
বাহিরে আনিয়ে নাথে জুড়াই জীবন ॥
আর বার ভাবি সখি এ নহে উচিত।
যদি তাঁরে কেটে ফেলি হৃদয় সহিত ॥
ত্রিজগত ভরি মম কলঙ্ক রহিবে।
পতিসংহারিণী বলি সকলে কহিবে ॥
এই ভেবে কাটিবারে না পারি সঙ্গিনি।
কাজে কাজে বদ্ধ হয়ে রয়েছেন তিনি ॥
দারুণ বিকার প্রাপ্ত হলে জীবগণ।
বাঁচিবার আশা আর না রহে যেমন ॥

সেই রূপ আমি তার বিরহ-বিকারে।
জীবনের আশা ত্যজিয়াছি একেবারে ॥
বিরহ-বিকার একে তাহে রতিপতি।
ঘটায়েছে উপসর্গ ভয়ানক অতি ॥
এমন কঠিন রোগ আরোগ্য কে করে।
যে করিবে সেই জন রয়েছে অন্তরে ॥
কহে এ বিকার রোগে বাঁচিব কেমনে।
নিশ্চয় গেলাম বুঝি শমন সদনে ॥
অনিল সলিল বিনে জীবের জীবন।
কোন মতে রক্ষা নাহি পায় গো যেমন ॥
সেই রূপ বিনে তাঁর সুমিলন নীর।
অনলময় হইতেছে আমার শরীর ॥
সাধে কি তাঁহার লাগি করি গো রোদন।
দেখ দেখ প্রণয়ের স্বভাব কেমন ॥

বাস করি প্রেমসাগর তীরে।
বারি বিনে ভাসি নয়ননীরে ॥
প্রাণবঁধু বিনে যাতনা যত।
এক মুখে তাহা কহিব কত ॥

(৮)

দহিছে বিচ্ছেদ দহনে তাঁরি।
রাখিতে অক্ষম নয়ন-বারি॥
নয়নের জলে দুকূল ভাসে।
থাকি ম্রিয়মাণ মনোজ-ত্রাসে॥
জানি কি প্রেমের এতই জ্বালা।
সহজে অবলা সরলা বালা॥
মনের যাতনা কহিব কারে।
কে লইবে দুখসাগর পারে॥
কাতর যেমন শরীর ভারে।
বহিতে বিরহ সেকি লো পারে॥
মরি লো স্মরণি বিচ্ছেদ-তাপে।
মনোভব-শরে শরীর কাঁপে॥
শরদ শশীর হেরিয়ে কান্তি।
কান্ত বলি সখি হয় লো ভ্রান্তি॥
মালঞ্চে হেরিয়ে কুসুম রাশি।
মনে পড়ে তাঁর মধুর-হাসি॥
এমনি সে প্রেমে মজেছি সই।
ভাল নাহি লাগে সে রূপ বই॥
যেমন নদীতে থাকিতে জল।
চাতকিনী মেঘ চাহে কেবল॥

সেই রূপ মম মানস সই।
না চায় সে প্রেম-সলিল বই ॥
এই রূপে বিনোদিনী রোদন-বদনে।
প্রকাশিছে স্মরদশা সখীর সদনে ॥
এমন সময় স্মর টঙ্কারিয়ে ধনু।
ফুল-শরে অবলার বিঁধিলেক তনু ॥
নিশিত স্মরের শরে চটিয়ে মদন।
আকুল ধরণী ধনী মুদিয়ে নয়ন ॥
নিরখিয়ে সহচরী করিয়ে যতন।
কোলে তুলি করে তাঁর মূর্চ্ছাপনোদন ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি নয়ন মেলিয়ে গুণবতী।
রোদন বদনে কয় স্মররাজ প্রতি।
হে স্মর হে হরবৈরি কেন অকারণ।
অবলা সরলা জনে করিছ নিধন।
কি কারণে মম প্রতি হানিতেছ শর।
সম্বর সম্বর আমি নহি স্মরহর ॥
যদি বল মস্তকে শোভিছে বিষধর।
বিষধর নহে উহা বেণী মনোহর ॥
ললাটে যে অর্দ্ধচন্দ্র দেখিতেছ স্মর।
মলয়জ রস উহা নহে শশধর ॥

কজ্জলের কৌটা হেরি হে রতিরমণ।
ভেবেছ আমারে বুঝি আমি ত্রিনয়ন॥
কুণ্ডল শোভিছে কর্ণে নহে নৃকপাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ নহে মুকুতার মাল॥
ভাঙ্গ খেয়ে হয় নাই আরক্ত লোচন।
কেবল নাথের লাগি করেছি রোদন॥
শোভিছে মালতী হার নহে কাল ফণী।
গলে কালকূট নহে নীলকান্ত মণি॥
ভস্ম নয় কলেবরে মেখেছি চন্দন।
নিবারিতে প্রাণেশের বিরহজ্বলন॥
স্বয়ম্ভু ভাবিয়ে বুঝি জুড়িতেছ শর।
স্বয়ম্ভু এ নহে মম পীন পয়োধর॥
সুচিক্কন নীলাম্বর বাঘছাল নয়।
করে নরমুণ্ড নহে শ্বেতাম্বুজ দ্বয়॥
দোহাই হে রতিপতি স্পষ্ট কথা কই।
কৈলাসনিবাসী আমি স্মরহর নই॥
আমা হতে হয় নাই তব অপকার।
দোহাই হে মনোভব দোহাই তোমার॥
কলঙ্ক রাখিবে কেন জগত ভরিয়ে।
কি লাভ হইবে তব অবলা বধিয়ে॥

যাঁর লাগি কাঁদিতেছে মম মনঃ প্রাণ।
তাঁর কাছে যাও তুমি লয়ে ফুলবাণ॥
ওরে পিক গৃহে নাহি সে রসনিধান।
তবে কেন শূন্য কুঞ্জে করিতেছ গান॥
নিকটে থাকিত যদি সেই চিতগামী।
তবে অনুরাগে গান শুনিতাম আমি॥
বঁধু বিনে তব গান বিষের সমান।
শ্রবণ বিবরে পশি নাশিতেছে প্রাণ॥
ওরে মধুকর তুই নিতান্ত নীলাজ।
এখানে তোমার বল কিবা আছে কাজ॥
ত্বরায় এস্থান হতে করিয়ে প্রস্থান।
প্রফুল্ল কমলে সুখে কর মধুপান॥
মম মুখকমলেতে মধু নাহি আর।
বিরহে শুকায়ে গেছে সে প্রাণ সখার॥
অতএব অলিরাজ হেথা হতে যাও।
সরোজের মধু খেয়ে সুখে গান গাও॥
জানি জানি তোমারে হে রজনীরমণ।
আনন্দে সবার কর চিত্ত-বিনোদন॥
সুখের তুলনা যবে ছিল তব সনে।
তখন শীতল করে জুড়াতে এজনে॥

নাথের বিরহ বিষে মলিন এখন।
তাই বুঝি স্নিগ্ধ করে করিছ দহন॥
এত গুণ যদি শশি না হবে তোমার।
তবে কেন পাপ রাহু করিবে আহার॥
এত বিপক্ষের মাঝে ও প্রাণ স্বজনি।
কেমনে বাঁচিবে বল অবলা রমণী॥

সুখ প্রেমরসে রসিয়ে সখি রে,
দুখ নাহি সহে মরি লো মরমে।
রসসাগর নাগর নাথ বিনে,
মম নীরজ নেত্র ঝরে সঘনে॥
সখি এ দুখ প্রেমরসে যদি লো,
বল লাভ হবে সুখ আর কিসে।
মম প্রাণ দহে হর-বৈরি-শরে,
প্রিয়কান্ত বিনে মন শান্ত নহে॥
সখি শীতল জীবন ফুল্ল ফুলে,
দ্বিজরাজ করে ভ্রমরার রবে।
কল কোকিল গান অনঙ্গ শরে,
ম্রিয়মাণ সদা সুখ নাহি মনে॥
সখি রে!—সুখ যৌবনভারভরে,
ঢলিয়ে পড়ি গো অধরা হইয়ে।

পঞ্চম সর্গ।

হৃদয়েশ বিনে সখি রে! বল কে,
অতি প্রেমভরে ধরিবে যতনে॥

সখি!—ভাল এক কথা মনে হইল উদয়।
গত রজনীর কথা শুন সমুদয়॥
শয়নমন্দিরে আছি করিয়ে শয়ন।
হেন কালে স্বপ্নদেবী দিল দরশন॥
আহা-মরি স্বপনের মহিমা কেমন।
করিলাম কত অপরূপ দরশন॥
যেন মম প্রাণনাথ নিকটে আসিয়ে।
সুমধুর স্বরে কন হাসিয়ে হাসিয়ে॥
মরি মরি চারুশীলে কত নিদ্রা যাও।
কমল নয়ন মেলি একবার চাও॥
উঠ উঠ প্রেয়সি হে! নিদ্রা পরিহরি।
অবসান হল প্রায় সুখের সর্ব্বরী॥
নাগিনী দংশিত জীব অমৃত বর্ষণে।
যেমন উঠিয়ে বসে পেয়ে প্রাণধনে॥
সেই রূপ সুধামাখা বচনে তাঁহার।
উঠে বসিলাম নিদ্রা করি পরিহার॥
নয়ন মেলিয়ে আমি করি দরশন।
পালঙ্কে আছেন বসি প্রাণের রতন॥

সম্ভ্রমে তখনি আমি করি গাত্রোত্থান।
রাখিলাম প্রাণেশের যথোচিত মান॥
দেখি মম অনুরাগ সে নাগর রায়।
হাসি হাসি করে ধরি নিকটে বসায়॥
মুছায়ে বদন মম উত্তরীয় বাসে।
বিনয় করিয়ে কয় সুমধুর ভাষে॥
দেখ দেখ শশিমুখি! নিশি অবসান।
জগতের মন হরি পিক করে গান॥
দুর করি যামিনীর অন্ধকার চয়।
তরুণ তপন কিবা হয়েছে উদয়॥
দিগঙ্গনা গণ কিবা তপন কিরণে।
ধরিল অপূর্ব্ব বেশ দেখ বরাননে॥
হেন অনুমান মম হতেছে অন্তরে।
হাসিছে ভাসিছে যেন সুখ সরোবরে॥
যেন চিরদিন পরে পেয়ে প্রাণপতি।
ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ সুখে ভাসে সতী॥
দেখ দেখ তরুপরি নবীন কিরণ।
লাগিয়ে করিছে কিবা শোভা সম্পাদন॥
যেন কোন সুরূপসী মনোহর সাজে।
দাঁড়ায়ে রয়েছে ভেটিবারে রসরাজে॥

জগতের প্রাণ সম মলয় পবন।
ধীরে ধীরে ধীর ভাবে হতেছে বহন॥
মরি কি বিহঙ্গ দলে করিতেছে গান।
প্রত্যুষ সময় এই সুধার সমান॥
চল চল গুণবতি! উপবনে যাই।
হেরিয়ে বনের শোভা নয়ন জুড়াই॥
বঁধুর মধুর বাণী শুনিয়ে শ্রবণে।
বাসনা হইল মম যাইতে কাননে॥
ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ পরম যতনে।
চলিলাম উপবনে প্রাণসখী সনে॥
সঙ্গোপনে উপবনে হয়ে উপনীত;
কাননের শোভা হেরি হলাম মোহিত॥
ফল তরু অবনত হয়ে ফলভরে;
মরি কি মধুর শোভা সম্পাদন করে॥
সঞ্চালিত হয়ে ধীর মলয়ের বায়।
ঐশিক গুণের কিবা মহিমা জানায়॥
নীল দূর্ব্বাদল স্থলে কিবা শোভা পায়।
নব জলধর ভূমে হেন অভিপ্রায়॥
বিহরে বিহঙ্গ নানা শাখায় শাখায়।
হেরিলে সে শোভা মন নয়ন জুড়ায়॥

এরূপ সুখদ বনে প্রিয়তম সনে।
ইতস্তত ভ্রমণ করি গো হৃষ্টমনে॥
হেন কালে দূর হতে করি দরশন।
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি নারী দুই জন॥
নিকুঞ্জ হয়েছে আলো রূপের কিরণে।
দেখিয়ে দোঁহার রূপ তর্ক করি মনে॥
এক মাত্র শশধর আছে এ ভুবনে।
দুটি শশী এক ঠাঁই বিরাজে কেমনে॥
অথবা ভুবনে রূপ করিতে প্রচার।
লক্ষ্মী সরস্বতী বুঝি হন অবতার॥
কিবা আমাদের প্রেম পরীক্ষার তরে।
এলেন প্রকৃতি ধরি দুই কলেবরে॥
এক করে পুস্তক দ্বিতীয় করে বীণা।
বীণাপাণি সম শোভে সে দুই নবীনা॥
বসি রত্ন সিংহাসনে তুলিয়ে সুতান।
সুমধুর স্বরে দোঁহে আরম্ভিল গান॥
গান শুনি পশু পক্ষী মুগ্ধ হয়ে রয়।
মানব মোহিত হবে অসম্ভব নয়॥

প্রেম রসে যার সদা মন মজে
সে সুখ-সাগরে ভাসে।
প্রেমনীরে সদা সজল নয়ন
হৃদয় পদ্ম বিকাশে॥
প্রেমেন্দু পূরিত শ্রীমুখ কমলে
কি শোভা মধুর হাসে।
রতন অধিক যতন করিয়ে
প্রেমধনে ভালবাসে॥
ভুবনের সার জ্ঞান করি তারে
রাখে সদা চিদাকাশে।
প্রেমধনে ভজ, প্রেমরসে মজ,
হরি এ প্রেম প্রকাশে॥

শুনিয়ে দোঁহার মুখে গান সুললিত।
আমাদের মনঃপ্রাণ হল বিমোহিত॥
যেমন শ্যামের বীণা রস-বৃন্দাবনে।
মধুস্বরে গোপিনীর টানে মনোধনে॥
সেই রূপ দুজনের গান মনোহর।
মোহিত করিল প্রাণ টানিল অন্তর॥

পদ্মগন্ধে অন্ধ হয়ে মধুপ যেমন।
প্রেমভরে সেই দিকে করে গো গমন॥
আমরাও সেই রূপ অনুরাগভরে।
হইলাম উপনীত কুঞ্জের ভিতরে॥
নিরখিয়ে দুজনের মোহন মূরতি।
করিলাম প্রণিপাত ভক্তিভাবে অতি॥
করপুটে দুই জনে দাঁড়াইয়ে পাশে।
দোঁহারে জিজ্ঞাসা করি সুমধুর ভাষে॥
বল বল জননি গো! হয়ে অনুকূল।
জনমিয়ে উজ্জ্বল করেছ কোন কুল॥
যে রূপ মধুরমূর্ত্তি তোমা দোঁহাকার।
লক্ষ্মী সরস্বতী বলি ভ্রম অনিবার॥
আর এক ভাব মনে হইল উদয়।
রাধা চন্দ্রাবলি বলি অনুমান হয়॥
নির্জ্জন নিকুঞ্জে লয়ে শ্যাম গুণাকরে।
শিখেছ এ বীণা বাদ্য অতি ভাবভরে॥
যে রূপ মধুর-স্বরে বাজাইলে বীণে।
এ রূপ বাজাতে কেবা পারে শ্যাম বিনে॥
বাজালে মধুর বীণা শ্যামের সমান
তাই রাধা চন্দ্রাবলী করি অনুমান॥

অতএব কৃপা করি দিয়ে পরিচয়।
দূর কর অন্তরের যতেক সংশয়॥
শুনি আমাদের বাণী সহাস্য বদনে।
মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল দুই জনে॥
আমাদের পরিচয় শুনহ শ্রবণে।
কীর্ত্তি কবি দেবী বলি বিখ্যাত ভুবনে॥
এই যে পুস্তক দুই অতি চমৎকার।
সাহিত্য ইহার নাম জগতের সার॥
তোমাদের সুখমাখা প্রেম ব্যাপার।
কাব্য রূপে ধরাতলে করিতে প্রচার॥
অতএব দুই জনে হয়ে সাবধান।
প্রাণপণে রক্ষা কর প্রণয়ের মান॥
রাখিবে যতনে অতি জ্ঞান করি হেম।
এই প্রেমে অনায়াসে পাবে সেই প্রেম॥
এই প্রেম প্রাণপণে রক্ষা করে যেই।
পাইবে পরম প্রেম ধন্য হয় সেই॥
অতএব প্রেম-ধনে রাখিবে যতনে।
অবশ্য পাইবে শেষে সেই প্রেম-ধনে॥
এই রূপ নানা উপদেশ করি দান।
দেখিতে দেখিতে দোঁহে করিল প্রস্থান॥

সম্মেলনা

আঁখি পালটিতে আর দেখিতে না পাই।
অবাক হইয়ে কান্ত মুখ পানে চাই॥
তিনিও আমার ন্যায় বিস্মিত হইয়ে।
রহিলেন মম মুখ পানেতে চাহিয়ে॥
কতক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে সঞ্চার।
কহিলাম করে ধরি প্রাণের সখার॥
আজি কি আশ্চর্য্য নাথ হেরিলাম বনে।
এমন কখন আমি না দেখি নয়নে॥
শুনিয়ে আমার বাণী কন প্রাণেশ্বর।
যা শুনিলে মনে যেন রহে নিরন্তর॥
যদি হয় আমাদের প্রণয় ভঞ্জন।
কবি কীর্ত্তি দেবী লজ্জা দিবেন তখন॥
দেখ প্রিয়ে রয় যেন প্রণয় রতন।
তোমার সহায়ে পাব সেই প্রেমধন॥
শুনিয়ে নাথের বাণী বিনয় বচনে।
কহিলাম সখি প্রেম পুরিত নয়নে॥
সন্দেহ করিছ কেন হে রস নিধান।
তোমার পবিত্র প্রেমে বিকায়েছি প্রাণ॥
মজিয়ে তোমার প্রেমে ওহে রসময়।
ত্যজিয়াছি সংসারের সুখ সমুদয়॥

কুল শীল লজ্জা ভয় করি পরিহার।
গলায় পরেছি তব প্রণয়ের হার॥
কভু নাহি করি শঙ্কা গুরুর গঞ্জনে।
কেবল তোমার রূপ ভাবি সদা মনে॥
তোমার লাগিয়ে আমি এত দুখ পাই।
তুমি মোরে মনে রেখ এই ভিক্ষা চাই॥
এইরূপে করিতেছি কথোপকথন।
হেন কালে নিদ্রাদেবী হল অদর্শন॥
আঁখি মেলি চেয়ে দেখি এমন সময়।
দিক্ তপন-রাজ গগণে উদয়॥
কোথা সেই উপবন কোথা নারীদ্বয়।
কোথা সে নিকুঞ্জ কোথা কান্ত রসময়॥
কোথায় তাঁদের সেই সুধাময় গান।
সকলি-সহ স্বপ্নদেবী করেছে প্রস্থান॥
এরূপ স্বপন হেরি ও প্রাণ স্বজনি।
হয়েছি কাতর অতি বিনে গুণমণি॥
আর না সহিতে পারি বিরহবেদন।
আমারে লইয়ে চল যথা সে রতন॥
তবে সহচরী কয় সুন্দরীর প্রতি।
এই বনের শোভা হইয়াছে অতি॥

চল চল প্রেমময়ি যাই উপবনে।
জুড়াবে জীবন মন শোভা দরশনে॥

ইতি স্মর-সেনা কাব্যে স্বপ্ন-দর্শন নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

মধু-মাস প্রকাশ ক্রমে ভুবনে।
ঋতুরাজ সুসাজ করে যতনে॥
তরুকুঞ্জ দলে ঋতুরাজ চলে।
হিমরাজ পরাজিত রাজনলে॥
অলিরাজ বিরাজিত পদ্মবরে।
কল কোকিল, গায়তি রাগভরে॥
নবনীরদ হেরি বিমানপরে।
মদমত্ত শিখী কত নৃত্য করে॥
মলয়ানিল ধীর হয়ে বহিছে।
কি করে বিরহী সহজে দহিছে॥
ফুলবাণ করে শর চাপ ধরে।
বিরহী দহিছে খরশান শরে॥
সুখ-কানন কুঞ্জ সুরঞ্জিত রে।
... ফুলে অলি গুঞ্জিত রে॥
রসিয়ে ধরণী নব-ভাব-ভরে।
যতনে অতিমোহন বেশ ধরে॥

সরসী সলিলে নলিনী বিহরে।
ভ্রমরাবলি চুম্বিত রাগভরে॥
নবপল্লব উদাত্ত বৃক্ষবরে।
রমণী নব-যৌবন ভাব ধরে॥
পৃথিবী পরিপূর্ণ নবীন রসে।
বিরহী দিনরাত্র রহে বিরসে॥
বিধুমুখি! সরস বসন্ত আগমনে।
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভা নিকুঞ্জকাননে॥
সরোবরে সরোজিনী হইয়ে বিকাশ।
করিতেছে স্বভাবের মহিমা প্রকাশ॥
মধুলোভে মধুকর ভ্রমে চারি পাশে।
মরি কি মধুর শোভা তাহাকে প্রকাশে॥
বসন্তের আগমনে বিহঙ্গ সকল।
নিজ রবে স্বভাবেরে বর্ণিছে কেবল॥
ফুটেছে বিবিধ ফুল কুসুম কাননে।
উপহার দিতে প্রেম বসন্ত মদনে॥
বন অতি রমণীয় হয়েছে এখন।
চল তথা মন ব্যথা হবে নিবারণ॥
বিশ্বাস করিয়ে সতী সখীর বচনে।
[illegible] তাপিত প্রাণ চলিল কাননে॥

এই শান্ত হল মন আসিয়ে এখানে।
কেবল কোকিল মর্ম্ম ফুলময় বাণে ।।
বিধাতা নিদয় যারে সুখ কোথা তার।
কেবল সে জন বহে যাতনার ভার ।।
উহু উহু মরি মরি একি জ্বালা সই।
কে আছে মনের দুঃখ কার কাছে কই।
কেন বা আসিলে সখি! এ সুখ কাননে।
মরি মরি দহে প্রাণ বিরহদহনে ।।
সখি! সেই প্রাণেশের মূরতি মোহন।
জিনিয়ে শরদ শশী বিমল বদন ।।
নীল ইন্দীবর প্রায় নয়নযুগল।
জাহ্নবী-জীবন সম প্রেম নিরমল ।।
সুনীল বসন মনোহর অলঙ্কার।
মলয় অনিল মলয়জ রস আর ।।
সুমধুর মধুমাস কোকিলের গান।
কিবা সেই মনোজের ফুলময় বাণ ।।
মধুর নিকুঞ্জ আর রমণীয় বন।
নাহি জানি কে আমার দহিছে জীবন
এই কথা বলি সতী মুদিয়ে নয়ন।
ম্রিয়মাণে ধরাসনে করিল শয়ন ।।

যার সুখে আমাদের সকলের সুখ।
বাঁচিয়ে রয়েছি যার হেরি চাঁদমুখ॥
সে জন রহিল যদি মুদিয়ে নয়ন।
তবে কিবা কাজ আর রাখিয়ে জীবন॥
হারে! নিদারুণ বিধি! কি বাদ সাধিলি।
কেমনে এমন ধনে বিনাশ করিলি॥
হারে! নিদারুণ যম! কেমন করিয়ে।
সোণার প্রতিমা হেন লইলি হরিয়ে॥
ওঠ সতি গুণবতি মেলিয়ে নয়ন।
তব লাগি সকাতরা তব সখীগণ॥
নয়নকমল মেলি চাহ একবার।
দেখিয়ে সন্তোষ মন হক সবাকার॥
এই রূপে বিলাপ করিছে সখীগণ।
হেনকালে গুণবতী মেলিল নয়ন॥
সলিল হইলে প্রাপ্ত তৃষ্ণাতুর জন।
জল পান করি হয় হরিষ যেমন॥
সেই রূপ রূপসীরে হেরি সচেতন।
সুখের সাগরে ভাসে যত সখীগণ॥
ধরণী ত্যজিয়ে ধনী উঠিয়ে সত্বরে।
স্বজনীর প্রতি কয় সুমধুর স্বরে॥

সখি !—আমার জীবনে যদি প্রয়োজন
অথবা আমার মঙ্গল চাও।
কুল লাজ ভয় সমুদায় ত্যজি
সখার নিকটে লইয়ে যাও॥
এমন করিয়ে দিবস রজনী
কতই যাতনা সহিব প্রাণে।
সখে সে রতন যে সুখ আমার
অন্যে কি জানিবে সখি তা জানে॥
যেমন নবীন-নীরদ উদয়
হইলে সুখদ গগনোপরে।
অমনি দামিনী অনুরাগভরে
জলদ সহিতে মিলন করে॥
সেই রূপ আমি জানিয়ে কাননে
হেরিয়ে সরস বসন্তোদয়।
প্রাণ-সখা সনে মিলন করিতে
মানস বিরস কখন নয়॥
ও প্রাণ সজনি ! পবিত্র প্রণয়ে
এত দুঃখ যদি হল আমার।
তবে এ জগতে অনুরাগ-ভরে
কেবা এ প্রণয়ে মজিবে আর॥

চিত্তবিনোদন প্রণয় কুতুকে
মজিলাম চিত্তবিনোদ তরে।
একি বিপরীত ঘটিল সজনি!
অবশেষে মম জীবন হরে॥
যেমন গোরস পূরিত কলসে
কিঞ্চিত্ গোমূত্র পড়িলে পরে।
অমনি গোরসে নিরস করিয়ে
সুরস আস্বাদ বিনাশ করে॥
সেরূপ সজনি! গোরস সমান
সুখের আকর প্রণয় ধন।
বিচ্ছেদ গোমূত্র পড়িয়ে তাহায়
প্রেমিকের প্রাণ করে নিধন॥
সুখময় প্রেম সুখের খনি
যদি না থাকিত বিচ্ছেদ তায়।
তা হলে সকলে অনুরাগভরে
রাখিত যতনে হেমের প্রায়॥
যা হক সখি রে! বিয়োগবেদনা
আরতো সহিতে না পারি আমি।
জীবনের সাধ ঘুচেছে আমার
সজনি! বিহনে সে চিত্তগামী॥

অপার বিরহ-সাগর-সলিলে
পার হতে আর নাহি পারিব।
এমনি করিয়ে সখার কারণে
ভাবিয়ে ভাবিয়ে বুঝি মরিব॥
বুঝেছি স্বজনি! হৃদয় আমার
গড়েছেন বিধি পাষাণ দিয়ে।
নতুবা এমন বিষম-বিরহে
থাকিতে কি পারে নাহি কাটিয়ে॥
রাজ নন্দিনীর বাণী শুনি সহচরী।
সুমধুর-স্বরে কয় শুন গো সুন্দরি॥
করো না রোদন আর করো না রোদন।
বুক ফেটে যায় তব হেরিয়ে বদন॥
আহা মরি প্রেমময়ি সখার লাগিয়ে।
বরণ করেছ কালী ভাবিয়ে ভাবিয়ে॥
অতিশয় কৃশ হইয়াছে কলেবর।
মলিন হয়েছে তব শ্রীমুখ সুন্দর॥
প্রসন্ন-নয়নে সখি চাহ একবার।
দেখিয়ে জুড়াক প্রাণ আমা সবাকার॥
মরি মরি ধূলায় পড়িয়ে কেন রও।
প্রসন্ন-বদনে সখি হেসে কথা কও॥

তোমার যাতনা আর সহিতে না পারি।
সম্বর সম্বর সতি নয়নের বারি॥
তোমা বিনে মাহিষীর কেহ নাহি আর।
তোমা বিনে রাজপুরি হবে অন্ধকার॥
তোমা বিনে আমাদের নাহি অন্য গতি।
তাই বলি ধৈর্য্য ধর ওগো গুণবতি॥
এখানে থাকিয়ে আর প্রয়োজন নাই।
চল চল সুবদনি কুঞ্জ-মধ্যে যাই॥
সুশোভিত রমণীয় নিকুঞ্জ কানন।
দেখিয়ে জুড়াবে আঁখি সুস্থ হবে মন॥
শুনিয়ে সখীর বাণী রসবতী ধনী।
সুখদ নিকুঞ্জ দিকে চলিল অমনি॥
বসিলেন শিলাতলে রমণীরতন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়ে বসিল সখীগণ॥
যেমন অশোক-বনে সীতা গুণবতী।
দীনহীনা মলিনা বিহনে রঘুপতি॥
রক্ষো বধূ মাঝে বসি বিরস-বদনে।
কেবল রামের রূপ ভাবিছেন মনে॥
সেই রূপ স্মর-সেনা সখী মাঝে বসি।
ভাবিছেন এক মনে প্রিয় মুখ-শশী॥

এখানে প্রেয়সী বিনে সাধুর নন্দন।
ধরাসনে পড়ে আছে হয়ে অচেতন॥
প্রিয়সখা জ্ঞানচন্দ্র পরমযতনে।
প্রবোধ দিতেছে তাঁরে মধুরবচনে॥
বচনে প্রবোধ কিবা হইবে তাহার।
বিষম বিরহে দেহ দহিছে যাহার॥
অবিরত ঝরঝর ঝরিছে নয়ন।
ভাবিতেছে প্রেয়সীর মূরতিমোহন॥
এখন কখন আঁখি উন্মীলন করি।
কাতরে কহিছে কোথা রহিলে সুন্দরি॥
কলেবর কৃশ তার হয়েছে এমন।
উৎকট রোগেতে হয় জীবের যেমন॥
দেখিয়ে সখার দশা জ্ঞানচন্দ্র কয়।
গা তোল হে সখা! তব দুখ নাহি সয়॥
আহা মরি সখা করি কৃপা বিতরণ।
একবার চেয়ে দেখ মেলিয়ে নয়ন॥
রমণী লাগিয়ে আর কেন কষ্ট পাও।
মাতা পিতা স্বজনের প্রাণ দান দাও॥
এক মাত্র পুত্র তুমি তোমার পিতার।
তোমা বিনে তিনি প্রাণে বাঁচেন কি আর॥

অতএব ত্যাগ করি রমণীর ধ্যান।
মাতা পিতা স্বজনের রক্ষা কর প্রাণ॥
শুনিয়ে সখার বাণী মাথুর নন্দন।
ধীরে ধীরে কহে দুখে করিয়ে রোদন॥

সখা!—কি দিয়ে মনেরে সান্ত্বনা করিব
কিসে নিবারিব নয়নজল।
বিনোদিনী বিনে বিরহ-অনলে
দহিছে আমার দেহ কেবল॥
ধন জন আদি যতেক বিভব
সমুদয় মনে ভেবেছি ছার।
অতি অনুরাগ ভরেতে সখা হে!
প্রিয়াপ্রেমধন করেছি সার॥
মরমবেদনা জানিয়ে যে জন
ভালবাসে মোরে প্রাণপণেতে।
অনুরাগ রসে রসিয়ে তাহার
সিদ্ধ হইয়াছি প্রেমধনেতে॥
যেমন তাপস অতি প্রেমভরে
মজিয়ে পরম প্রণয় ধনে।
সুখের সংসার অসার ভাবিয়ে
নিয়ত বসিয়ে রহে কাননে॥

সেই কথা আমি তাহার প্রণয়ে
অতি অনুরাগে মজায়ে মন।
যোগিদের প্রায় সকল ত্যজিয়ে
করিতেছি প্রিয়াপ্রেমসাধন॥
প্রেয়সীবিয়োগবেদনা জীবনে
সহিবারে সখা না পারি আর।
রসহীন স্নেহ হয়েছে এমন
না জানি কখন হয় সংহার॥
সখা হে! প্রেমের মহিমা কেমন
কিছুই বুঝিতে না পারি আমি।
মজিয়ে প্রণয়ে কেহ সুখে রয়
কেহ কেহ হয় নিরয়গামী॥
দিবস রজনী নয়ন মুদিয়ে
হৃদয়-মন্দিরে হেরি যে ধনে।
তবে কেন সখা বিরহ-দহনে
নিয়ত জ্বালায় জীবন মনে॥
মলয়-পবন অতি ধীর ভাবে
প্রিয়া পরশিয়ে শীতল হয়।
তবে কি কারণে সখা হে! বল না
মলয়-অনিলে অন্তর দয়॥

জগতের প্রাণ মলয় পবনে
এ তিন ভুবনে সকলে কয় ।
বুঝিলাম ভাবে জগতের প্রাণ
মলয়-পবন কখন নয় ॥
যে দিনে যতেক যন্ত্রনা আমার
সে দিনে বলিয়ে জানাব কারে ।
বিরহ অনল নির্ব্বাণ করিতে
সে ধনী বিহনে আর কে পারে ॥
অতএব সখা ! বিনে সে নব ললনা ।
কেমনে বিরহানল নিবারি বল না ॥
যাহার লাগিয়ে মম কৃশ কলেবর ।
যার লাগি নয়নে সলিল নিরন্তর ॥
যার লাগি ত্যজিয়াছি সুখ সমুদয় ।
যার লাগি শরীর কেবল ভারময় ॥
যার লাগি নিদ্রা মম নাহি দুনয়নে ।
যার লাগি ইচ্ছা মম নাহিক ভোজনে ॥
যার লাগি প্রিয়সখা এত দুখ সই ।
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ সে রূপসী বই ॥
প্রাণপণে এক মনে সাবধান হয়ে ।
সিদ্ধ হইয়াছি তার পবিত্র প্রণয়ে ॥

সে ধনীর সুধা মাখা মুরতিমোহন।
নিরখি হৃদয়মাঝে করি দরশন॥
এখন মুদিয়ে আঁখি হৃদিপানে চাই।
অমনি শ্রীমুখ তার দেখিবারে পাই॥
প্রিয়ারে হৃদয়ে আমি হেরি অনিবার।
তবে কেন দহে প্রাণ বিরহে তাহার॥
যদিও দূরেতে আছে প্রেয়সী আমার।
তথাপি নিকটে তারে হেরি অনিবার॥
যেমন পর্ব্বতে শিখী জলদ গগনে।
লক্ষান্তরে দিনকর নলিনী জীবনে॥
দুই লক্ষ যোজনে কুমুদপতি রয়।
ভাবের অভাব তবু কোন মতে নয়॥
সেই রূপ প্রিয়া মম যদিও অন্তরে।
তথাচ যতনে তারে রেখেছি অন্তরে॥
প্রেয়সীর সুধামাখা মুরতিমোহন।
স্থির দামিনীর ন্যায় অঙ্গের বরণ॥
কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন রঞ্জন।
শরদের শশী জিনি সুচারু বদন॥
প্রফুল্ল অম্বুজ সম পয়োধরশোভা।
মুনির মানস-হর জগমনোলোভা॥

পীযূষ সমান বাণী সহাস্ত অধরে।
নবনী সদৃশ প্রেমময় কলেবর॥
এরূপ মোহন রূপ প্রাণের প্রিয়ার।
জাগিতেছে নিরবধি অন্তরে আমার॥
হায় রে! দারুণ বিধি সাধিলি কি বাদ।
ঘটালি প্রমোদে মম বিষম প্রমাদ॥
প্রাণের সমান ভালবাসি যে রতনে।
তাহার বিরহ-জ্বালা সহিব কেমনে॥
বিরহে বিরহে আর না রহে জীবন।
অনুমান হয় শীঘ্র হইবে নিধন॥
এত বলি মনোদুঃখে সে নাগর রায়।
উত্তার নয়ন করি পড়িল ধরায়॥
ভূতলে পড়িল যেন কুমুদীর প্রিয়।
নিশ্বাস হইল স্থির অবশ ইন্দ্রিয়॥
সুচারু বদন শশী হইল মলিন।
প্রেমময় কলেবর ক্রমে প্রভাহীন॥
দেখিতে দেখিতে দেহ হল কালীময়।
অনুমান দেহে প্রাণ রয় কি না রয়॥
জ্ঞানচন্দ্র এই রূপ হেরি প্রিয়বরে।
সখা বলি কাঁদিয়ে উঠিল উচ্চস্বরে॥

শীতল সলিল দিয়ে বদন-কমলে ।
রোদন বদনে কয় ভাসি নেত্র-জলে ॥
হারে ! দুর্ব্বিনীতে অরু-সেনা পাপীয়সি ।
তোর লাগি ভূমে পড়ি গগনের শশী ॥
তোর প্রেমে সখা বাড়াইয়ে অনুরাগ ।
প্রিয়তম প্রাণধন করিলেন ত্যাগ ॥
জানিতে নারিনি যদি প্রণয় রতন ।
তবে কেন সখ্য সনে করিলে মিলন ॥
হায় রে ! নিদয় প্রেম এমন সমান ।
[illegible] বান্ধবের প্রিয়তম প্রাণ ॥
ওহে প্রিয়তম সখা, সখারে ত্যজিয়ে ।
একাকী চলিয়ে গেলে কেমন করিয়ে ॥
এত দিবসের ভাব ছিল তব সনে ।
সে ভাবে অভাব সখা ! করিলে কেমনে ॥
নয়ন-কমল মেলি চাহ একবার ।
হেরিয়ে তাপিত প্রাণ জুড়াক আমার ॥
এইরূপে জ্ঞানচন্দ্র করিছে রোদন ।
ভাসিল নয়ন-নীরে অঙ্গের বসন ॥

(১০)

মুছিয়ে চক্ষের জল জ্ঞানচন্দ্র ধীর।
সখার বদনে দেয় সুশীতল নীর॥
শীতল সলিল পেয়ে শরীরে তাঁহার।
ক্রমে ক্রমে শোণিতের হইল সঞ্চার॥
কতক্ষণ পরে যুবা নয়ন মেলিয়ে।
মনোদুঃখে সখা পানে রহিল চাহিয়ে॥
জ্ঞানচন্দ্র বান্ধবেরে হেরি সচেতন।
ধীরে ধীরে কহে যেন পীযূষ বর্ষণ॥
ওহে প্রাণসখা! কেন বিরসেতে রও।
চাহিয়ে সখার মুখ সুপ্রসন্ন হও॥
বসন্তের আগমনে কুসুমকানন।
কি রমণীয় রূপ করেছে ধারণ॥
চল চল প্রিয়সখা নিকুঞ্জকাননে।
জুড়াবে জীবন বন শোভা সন্দর্শনে॥
তথা যদি প্রিয়া সনে হয় দরশন।
তা হলে লাঘব হবে বিরহ-বেদন॥
দরশন হবে প্রাণপ্রেয়সীর সনে।
শুনিয়ে উঠিল যুবা প্রফুল্ল বদনে॥
বান্ধবের কর ধরি পাগলের প্রায়।
নিকুঞ্জকাননে চলিলেন রসরায়॥

এইরূপে মনোহর প্রিয়সখা-সনে।
ক্রমে ক্রমে উপনীত হলেন কাননে ॥
বসন্তের আগমনে কুসুম কানন।
ভুবনমোহন রূপ করেছে ধারণ ॥
বিকশিত নানা ফুল কুসুম কাননে।
মধুলোভে ধাইতেছে মধুকরগণে ॥
সুমধুর মধু মাস রমণীয় কাল।
সংযোগীর সুখকর বিয়োগীর কাল ॥
বসন্তের আগমনে যত তরুবর।
প্রসব করেছে নব পল্লব সুন্দর ॥
সলিলে মরালকুল সুখে কেলি করে।
নিজ নিজ প্রিয়াসহ অতি ভাবভরে ॥
মরি কিবা কাল জলে শোভা চমৎকার।
শ্যামগলে শোভে যেন শ্বেতোৎপল হার ॥
নিরখিয়ে কাননের এই রূপ শোভা।
জাগিয়ে উঠিল মনে প্রিয়া মনোলোভা ॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে মূরতি প্রিয়ার।
বিনোদ নিকুঞ্জ দিকে করে অভিসার ॥
কুঞ্জের ভিতরে শুনি রোদনের ধ্বনি।
চমকিয়ে যুবরাজ উঠিল অমনি ॥

বান্ধবের কর ধরি ব্যাকুল অন্তরে।
প্রবেশিল যুবরাজ কুঞ্জের ভিতরে॥
নিকটে থাকিয়ে ধীর করে দরশন।
ধরায় পড়িয়ে আছে রমণীরতন॥
যেমন হেমন্ত কালে রজনীর গন্ধ।
আকুল হিমেতে ধরে মলিন-বরণ॥
সেই রূপ বিনোদিনী বিরহে মলিন।
দীন-হীন ক্ষীণ প্রায় ভাবি নিশিদিন॥
চারি দিকে বেষ্টন করিয়ে সখীগণ।
করিতেছে রূপসীর মূর্চ্ছা অপনোদন॥
এই রূপ স্মরদশা হেরিয়ে প্রিয়ার।
ধৈরজ ধরিতে যুবা না পারিল আর॥
প্রেমাবেশে অধীর হইয়ে রসরাজ।
পশ্চাতে সহসা আসি সমুখে দাঁড়ায়॥
হেরি প্রিয় সহচরী কান্ত রসময়।
মুছিয়ে নয়ন-জল ধীরে ধীরে কয়॥
দেখ দেখ রসরাজ প্রিয়ারে তোমার।
ধরায় পড়িয়ে যেন শবের আকার॥
তোমার বিরহ-বিষে রসবতী ধনী।
ধুলায় ধুষর যেন মণিহারা ফণী॥

অকলঙ্ক চন্দ্রমা ছিল যে মুখ প্রকাশ।
বিরহ রাহুতে তাহা করিয়াছে গ্রাস॥
যে শ্রীমুখে পদ্ম ভ্রমে আসিত অলিন।
বিরহে সে মুখশশী হয়েছে মলিন॥
তোমার আবেশানলে হয়ে জ্বালাতন।
স্বর্ণলতা হইয়াছে মলিন বরণ॥
এত বলি সহচরী সকাতরে আঁখি।
সুমধুরস্বরে কয় রূপসীর প্রতি॥
বিধুমুখি! প্রকাশিয়ে কমল নয়ন।
দেখলো সম্মুখে তব প্রাণের রতন॥
যার লাগি ত্যজিয়াছ কুলশীল লজ্জা।
যার লাগি ত্যজিয়াছ মনোহর সজ্জা॥
যার লাগি পরিহরি বাসক ভবন।
সার করিয়াছ এই নিকুঞ্জকানন॥
যার লাগি ত্যজিয়াছ সমুদয় সুখ।
যার লাগি সহিতেছ এত মনোদুখ॥
যার লাগি স্বর্ণ-বর্ণ বিবর্ণ তোমার।
সম্মুখে দেখনা সেই মূরতি সখার॥
শুনিয়ে সখীর বাণী রমণীরতন।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কহে মুদিয়ে নয়ন॥

ওগো প্রাণ প্রিয়সখি! কোথায় তোমার।
মনেতে বিশ্বাস নাহি হয় গো আমার॥
এমন কি ভাগ্য মম হবে গো সুজনি।
[illegible]িবেন কুঞ্জবনে কান্তগুণমণি॥
পাষাণ হৃদয় যদি না হইত তাঁর।
তবে কেন এত দুখ হবে গো আমার॥
সখি পাষাণের প্রেমে হয়েছি পাষাণ।
এই দেহে এত দিন থাকে পাপপ্রাণ॥
যদি মম প্রতি মন থাকিত তাঁহার।
তবে কি বহিতে হত বিরহের ভার॥
শুনিয়ে প্রিয়ার বাণী কান্ত রসময়।
প্রিয় সম্বোধন করি প্রেয়সীরে কয়॥
অভিমান ত্যজি প্রিয়ে সুপ্রসন্ন হও।
বদন-কমল মেলি হাসি কথা কও॥
তোমাবিনে প্রেয়সি হে! যে দুখ আমার।
কেবল অন্তর জানে কে জানিবে আর॥
তোমার বিরহানলে দেহ জ্বালাতন।
ভাবি ভাবি হইয়াছে মলিন বরণ॥
ক্ষীণ মাত্র কলেবরে বল নাহি আর।
অনুমান দেহ শীঘ্র হইবে সংহার॥

অতএব বিধুমুখি! কি কহিব আর।
নয়ন-কমল মেলি চাহ একবার॥
প্রাণেশের সুধামাখা মধুর বচন।
শুনি বিনোদিনী ধনী মেলিল নয়ন॥
বিমল বদন হেরি প্রাণের সখার।
বিদ্যুৎ হইল দেহে বলের সঞ্চার॥
সত্বরে রূপসী ধনী ত্যজি ধরাসন।
প্রিয়বর গলে ধরি করিল মিলন॥
কি কব তাহার শোভা মনোহর অতি।
একত্রে মিলিল যেন রতি রতিপতি॥
উভয়ের প্রেমমাখা মোহনমূরতি।
হেরিয়ে উভয়ে হয় পুলকিত অতি॥
পরস্পর হেরি দোঁহে দোঁহার বদন।
আনন্দসলিলে পূর্ণ হইল নয়ন॥
যুবক যুবতী বসি অপূর্ব্ব আসনে।
নিবারে বিরহানল প্রেম আলাপনে॥

মরি কি যুগল-রূপ নিকুঞ্জকাননে রে।
রাধা সহ কাল-শশী বসি একাসনে রে॥

ষষ্ঠ সর্গ।

শ্যাম জলধর অঙ্কে, অঙ্গ হেলাইয়ে রঙ্গে,
বসিলেন প্রেমময়ী সহাস্য বদনে রে।
হেন মনে জ্ঞান হয়, জলদ দামিনী-দ্বয়,
ধরেছে অপূর্ব্ব শোভা একত্রে সুজনে রে॥
যেন শ্বেতাম্বুজদ্বয়, এক মৃণালেতে রয়,
দেখিলাম অপরূপ আজি কি নয়নে রে।
মনোভৃঙ্গ মহামতি, অধৈর্য্য হইবে অতি,
...ন পদ্মে মধু খাবে ভাবে মনে মনে রে॥
যিনি অখিলের পতি, প্রকৃতি শ্রীমতী সতী,
মরি কি যুগল রূপ হেরি বৃন্দাবনে রে।
দোঁহারে আনিয়ে বলে, ভাসি প্রেম তরঙ্গে,
শ্রীহরি বিকায় প্রাণ যুগল চরণে রে॥
এইরূপে প্রিয় প্রিয়া বসিয়ে বিজনে।
জুড়াতেছে মনঃ প্রাণ সুখের মিলনে॥
দুজনের মিলন করিয়ে দরশন।
জ্ঞানচন্দ্র করে নিজ ভবনে গমন॥
বিরল পাইয়ে তবে রসবতী ধনী।
বিনয়ে কান্তেরে কয় শুন গুণমণি॥
তব দেখা কুঞ্জে পাব ছিলনাক মনে।
বিধাতা মিলায়ে দিল তোমা হেন ধনে॥

পেয়ে তব দরশন হে রসনিধান।
মৃত দেহে আজি যেন পাইলাম প্রাণ॥
তোমা বিনে যত দুখ সহিতেছি আমি।
তুমি কি জানিবে তাহা ওহে চিত্তগামি॥
তোমার আবেশানলে হয়ে জ্বালাতন।
নিয়ত বিরলে বসি করি হে রোদন॥
অন্তরে পশিয়ে তব বিরহের জ্বর।
কৃশ করিয়াছে অতি মম কলেবর॥
বিরহে বিরহে আর জীবন না রয়।
দেহ হবে অবসান হেন মনে লয়॥
তোমার পবিত্র প্রেমে মজাইয়ে মন।
কলঙ্কের ডালা শিরে করেছি ধারণ॥
প্রিয়সখা আমাদের প্রণয় ব্যাপার।
ছাপা রবে কত দিন হয়েছে প্রচার॥
যদিও জননী জেনেছেন সমুদয়।
তথাচ কিঞ্চিত্‌ তাহে নাহি মম ভয়॥
গুরুজন অনুরোধ করি পরিহার।
স্মরণ লয়েছি সখা শ্রীপদে তোমার॥
তুমি যদি প্রতিকূল হও রসময়।
তবে অবলার প্রাণ কেমনেতে রয়॥

হেন কালে গগনে শশাঙ্ক রসময়।
নিজ দলবল সহ হলেন উদয়॥
হেরিয়ে বিমল-শশী সুখদ গগনে।
প্রেয়সীরে কহে যুবা মধুর-বচনে॥
দেখ প্রিয়ে কেমন নিলাজ শশধর।
কুঞ্জের ভিতরে আসি প্রকাশিছে কর॥
যদি বল শশীর কি শোভা চমৎকার।
ও শোভা কি নাহি প্রিয়ে শ্রীমুখে তোমার॥
যদি বল সুধা দান করে সুধাকরে।
ও সুধা কি নাহি প্রিয়ে তোমার অধরে॥
যদি বল স্নিগ্ধ করে রজনীরমণ।
জগতের সকলের জুড়ায় জীবন॥
প্রেয়সি হে! প্রেমময় লাবণ্য তোমার।
জুড়াইতে অক্ষম কি জীবন সবার॥
যদি বল চন্দ্রমার কান্তি মনোহর।
মনোহর নহে কি হে তব কলেবর॥
তব কাছে সর্ব্বমতে শশী পরাজিত।
তুমি নিরমল শশী কলঙ্ক বর্জ্জিত॥
তবে কেন বিধুমুখি, শশী রসময়।
জানাইছে অহঙ্কার হইয়ে উদয়॥

সপ্তম সর্গ ।

অনুসূয়া নামে সখী সত্বরগমনে ।
নৃপবরে কহে আসি মহিষী সদনে ॥
কি কহিব ঠাকুরাণী লাজে যাই মরে ।
এত বড় আইবড় মেয়ে তব ঘরে ॥
নিরখিয়ে তনয়ার সম্পূর্ণ যৌবন ।
না জানি কেমনে কর শয়ন ভোজন ॥
লজ্জা দেখে ঠাকুরাণী অঙ্গ জ্বলে যায় ।
এত দিনে এড়াইলে বিবাহের দায় ॥
তার দোষ দেওয়া মিছে সে ধনী নবীনে ।
বিয়ে হলে কত ছেলে হত এত দিনে ॥
যৌবনে মনোজজ্বালা সবার সমান ।
অবলা কামিনী করে কেমনে নির্ব্বাণ ॥
দেখ আসি কুঞ্জবনে তনয়া তোমার ।
মনোসাধে বঁধু সনে করিছে বিহার ॥
নিকুঞ্জ হয়েছে আলো জামাতের রূপে ।
মজেছে তনয়া তব প্রণয়ের কূপে ॥
যেন হিমগিরিপরে নিকুঞ্জকাননে ।
বিহরিছে উমা উমাপতি দুই জনে ॥

স্মর-সেনা

সখী সহ সুন্দরীর বদন সরস।
রাণীরে হেরিয়ে হল সে রূপ বিরস ॥
ম্রিয়মাণে স্বেদ-নীর অঙ্গেতে বহিল।
অবাক হইয়ে ধনী চাহিয়ে রহিল ॥
কন্যারে হেরি পরপুরুষের সনে।
কহিতে লাগিল রাণী অতি ক্রোধ মনে ॥

ওলো সখীগণ উত্তম রক্ষক,
ছিলি লো তোরা তো বালার সনে।
তোদের লাগি প্রকাশ পাইতে
আমাদের আর নাহিক রবে ॥
সখীর ছলনা ঘুচাইয়ে দিলি,
মিলন করায়ে বঁধুর সনে।
আমাদের কুল ভাসিল অকূলে,
একবার নাহি ভাবিলি মনে ॥
ঠাকুর কন্যারে বিরলে আনিয়ে,
ঠাকুর জামায়ে মিলায়ে দিলি।
রাজা মহারাজ শমন সমান,
একবার নাহি মনে ভাবিলি ॥
ওলো স্মর সেনা ধিক থাক তোরে,
কেমনে করিলি এমন কাজ।

অনুরতা হইয়ে পুরুষের সনে,
একত্রে থাকিতে হল না লাজ ॥
মজাইলি কুল হাসাইলি লোক,
কলঙ্ক রটালি দেশ বিদেশ।
এ বুড়া বয়সে মজিয়ে প্রণয়ে,
কুলের গৌরব করিলি শেষ ॥
কেন না মরিছি রহিলি বাঁচিয়ে,
কলঙ্কের ভার বহন তরে।
কি কর শমনে কুলটা ত্যজিয়ে,
ছাড় জীবন রঞ্জন হবে।
ওছি এ কি লাজ এ কাজ কেমনে,
করিলি পাপিনি খাইয়ে মোরে।
আগেতে জানিলে মমতা ত্যজিয়ে,
করিতাম বিষ খাওয়ায়ে তোরে ॥
[illegible] কুলকলঙ্কিনি হলে, না কেনরে!
মজিলি প্রণয়ে পরপুরুষের সনে ॥
হায় হায় হরি হরি লাজে মরে যাই!
পৃথিবী বিদরে যদি তাহাতে মিশাই ॥
একে কুলবতী তাহে আইবড় মেয়ে।
নিশিতে কেমনে এলি মোর মাথা খেয়ে ॥

ওলো পাপীয়সি তুই করিলি যে কাজ।
লোকেরে দেখাতে মুখ হইতেছে লাজ॥
আইবড় মেয়ে প্রায় থাকে সব ঘরে।
বল দেখি উপপতি কোথায় কে করে॥
এইরূপে তনয়ারে করেন ভৎর্সনা।
হেন কালে দেখ কিবা দৈবের ঘটনা॥
দিবসের পরিশ্রম লাঘবের তরে।
আইলেন নরপতি উদ্যান ভিতরে॥
মনোহর বনশোভা করি দরশন।
ইতস্ততঃ চারি দিক করেন ভ্রমণ॥
সহসা নিকুঞ্জ হতে মহিষীর স্বর।
শুনি চমকিয়ে উঠে ভূপের অন্তর॥
জলদের ডাক শুনি চাতক যেমন।
সলিলের আশে করে গগণে গমন॥
সেই রূপ স্বর শুনি নিকুঞ্জে প্রিয়ার।
করিলেন নরপতি কুঞ্জে অভিসার॥
স্বীয় মহিষীরে হেরি পাগলিনী প্রায়।
ব্যস্ত হয়ে মধুস্বরে জিজ্ঞাসেন তায়॥
হে প্রিয়ে! এমন বেশে হেথা কি কারণ।
কি হেতু হয়েছে তব মলিন বদন॥

যেমন আগ্নেয় গিরি করিয়ে বিদার ।
হুতাশন সমুদ্ভূত হয় গো অপার ॥
সে অনল চারিদিক করিয়ে বেষ্টন ।
সন্নিহিত দেশ সব করে গো দহন ॥
সেই রূপ ক্রোধহুতাশন ভূপতির ।
প্রবল হইয়ে যেন দহিল শরীর ॥
ক্রোধ ভরে অনুচরে কহেন রাজন ।
দৃঢ় করি এই জনে করহ বন্ধন ॥
রজনী প্রভাত হলে ওই দুরাচারে ।
দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিবি একেবারে ॥
সাবধান যেন চোর নাহিক পলায় ।
তা হলে তোদের প্রাণ রাখা হবে দায় ॥
পাইয়ে ভূপের আজ্ঞা অনুচরগণ ।
দৃঢ় করি যুববরে করিল বন্ধন ॥
একে প্রিয়াবিরহে শরীর কৃশ অতি ।
তাহে নির্ব্বাসন আজ্ঞা দিলেন ভূপতি ॥
দেখা আর নাহি হবে প্রেয়সীর সনে ।
এই ভাবি যুববর পড়ে ধরাসনে ॥
দুনয়নে নীরধারা বহিতে লাগিল ।
অচেতনে ধরাসনে পড়িয়ে রহিল ॥

কতক্ষণ পরে বীর হয়ে সচেতন।
সজল-নয়নে করে প্রিয়ারে দর্শন॥
হৃদয়ের শোকবারি মুছি রণরায়।
ইঙ্গিতে প্রিয়ার কাছে হলেন বিদায়॥
বুঝিয়ে নাথের মন গুণবতী ধনী।
মধুর ভঙ্গিতে তাঁরে কহিল অমনি॥
প্রাণনাথ! দেশান্তরে করিছ গমন।
এ দাসীরে মনে রেখ এই নিবেদন॥
বিরহে জীবন যদি রয় দেহাগার।
তা হইলে দেখা সখা হবে পুনর্ব্বার॥
নচেৎ দেখা হল এই জনমের মত।
মনে রেখ প্রাণনাথ দাসীরে সতত॥
এত বলি গুণবতী উত্তরীয় বাসে।
ঢাকিয়ে শ্রীমুখ-শশী দাঁড়াইল পাশে॥
পরেতে মহিষী অতি ম্রিয়মাণ হয়ে।
পুরেতে প্রবেশ করে তনয়ারে লয়ে॥
ক্রমে ক্রমে যামিনী হইল অবসান।
শীতল হইল জগতের মনঃ প্রাণ॥
তরুণ অরুণে দিয়ে রাজসিংহাসন।
স্বজন প্রদেশে শশী করিল গমন॥

বোধ হয় যেন কোন বৃদ্ধ নরপতি।
সাম্রাজ্য শাসনে হয়ে অকর্ম্মণ্য অতি॥
নিজ সুতে সমর্পণ করি রাজ্যভার।
মুক্তি আশে কাননে করেন অভিসার॥
সাম্রাজ্য করিয়ে লাভ তরুণ তপন।
করিলেন প্রজাদের চিত্ত বিনোদন॥
অন্ধকার আদি করি যত দস্যুচয়।
নবীন ভূপের ভয়ে লুকাইয়ে রয়॥
প্রভাত হেরিয়ে তবে অনুচর গণ।
সাধুসুতে লয়ে যায় করিয়ে বন্ধন॥
ক্রমেতে নগর মধ্যে হইল প্রচার।
দ্বীপান্তরে চলিলেন সাধুর কুমার॥
রাজনন্দিনীর সনে প্রেম সংঘটন।
জানি ভূপ তাহারে করিল নির্ব্বাসন॥
কৃষ্ণের গমন শুনি মথুরা নগরে।
যেমন যশোদা নন্দ ভাসি শোকভরে॥
ধেয়ে আসি রাজপথে কৃষ্ণের সমুখে।
বিলাপ করিয়েছিল অতি মনোদুখে॥
সেই রূপ কুমারের জনক জননী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজপথে ধাইল অমনি॥

ওরে অনুচরগণ ধরি আমি পায়।
কৃপা করি ছেড়ে দে রে আমার বাছায়॥
এক মাত্র পুত্র এই অন্য নাহি আর।
ইহার অভাবে প্রাণ রবে কি আমার॥
সংসারের সার এই হৃদয় রতন।
যারে দেখি করিতেছি জীবন ধারণ॥
নিরখিয়ে নন্দনের শশিসম মুখ।
ভুলিয়াছি সংসারের আর আর দুখ॥
ওরে বাছা মনোহর! এই ছিল মনে!
অবশেষে দুখিনীরে ভাসালি তুফানে॥
কেন বা এমন বেশে নগরী-ভ্রমণ।
নির্বাসন আজ্ঞা তোরে দিলেন রাজন॥
ওহে সাধু! দেখ দেখ তোমার নন্দনে।
দীন হীন ক্ষীণ প্রায় রয়েছে বন্ধনে॥
এমন দরিদ্র বেশ করেছে ধারণ।
যেন ওর মাতা পিতা হয়েছে নিধন॥
ওহে নাথ! তনয়ের সজল নয়ন।
দেখিয়ে আমার প্রাণ করিছে কেমন॥
অনুরাগভরে কোলে করিয়ে যতনে।
চুম্বন করিছে কৃষ্ণ কমলবদনে॥

নিকটে বসায়ে যারে করাতে ভোজন।
প্রাণের সমান যারে করিতে যতন॥
পলকে পলকে নাথ! হারাইতে যায়।
জনমের মত সেই হতেছে বিদায়॥
কহিয়ে ইহার বাণী সাধু ধনঞ্জয়।
বিষন্ন হইয়ে মুখপানে চেয়ে রয়॥
কণ্ঠ রুদ্ধ হল অশ্রুধারাভরে।
কি কহিবে মুখে আর বাক্য নাহি সরে॥
ঐ ভাবে স্নেহময় দেখিয়ে বদনে।
কাঁদিতে লাগিল দুটি সজল নয়নে॥
হে মাতঃ! হে পিতঃ! আর কেন ক্লেশ পাও।
ত্যজিয়ে আমার আশা ঘরে ফিরে যাও॥
যা ছিল আমার ভাগ্যে হইয়াছে তাই।
ভূপের হয়েছে ক্রোধ পরিত্রাণ নাই॥
ভূপতির আদেশে হইল নির্বাসন।
তোমাদের স্নেহে নাহি হবে নিবারণ॥
বাঁচিবার আশা আর কোন মতে নাই।
জন্মান্তরে নারী রূপে তারে যেন পাই॥
যার লাগি দ্বীপান্তরে করি গো গমন।
যাহার আবেশানলে হতেছি দহন॥

যার লাগি কলেবরে এত দুখ সই।
যার লাগি সংসারের সুখে সুখী নই॥
যাহার পবিত্র প্রেমে মজায়েছি মন।
নিরন্তর ভাল বাসি যার শ্রীবদন॥
যে আমারে ভাল বাসে অন্তরের সনে।
আশা আছে জন্মান্তরে পাব সে রতনে॥
জনমের মত আমি লইলাম বিদায়।
এত বলি রোদন করেন রসরায়॥

বান্ধবের নির্বোধন বাক্য শুনিয়ে।
ক্রোধবেগে জ্ঞানচন্দ্র আইল ধাইয়ে॥
বান্ধবের প্রতি কয় রোষিত বদনে।
সখারে ভর্জিয়ে সখা চলেছ কেমনে॥
সব নরে আছে সখা অকৃত্রিম ভাব।
কেমনে সে ভাবে তুমি করিছ অভাব॥
বহু মতে তোমারে হে দিলাম প্রবোধ।
কোন মতে কিছুতেই না মানিলে বোধ॥
মজিয়ে নারীর প্রেমে হে রসনিধান।
হায় হায় হারাইলে প্রিয়তম প্রাণ॥

সোয়ারী পরপারে কুমারে রাখিয়ে ।
অনুচর গণ সব আইল ফিরিয়ে ॥

ইতি অশ্রু মেলা কাব্যে রাজ্ঞর
নির্বাসন নাম সপ্তম সর্গ ।

যদি ওরে প্রাণ তুমি মোর হিত চাও ।
প্রাণেশের অন্বেষণে শীঘ্রগতি যাও ।।
যার লাগি সয়ে পরে এত অপমান ।
হায় হায় ! কোথা গেল সে গুণনিধান ।
প্রাণেশের নির্ব্বাসন সংবাদ শ্রবণ ।
সখি সখি ! কেন আজি হবে অবসান ।
এত বলি বিরহিণী হয়ে অচেতন ।
ধরায় রহিল পড়ি মুদিয়ে নয়ন ।।
শ্রীমুখ কমল ক্রমে শ্রীহীন হইল ।
নীরজ নয়নে নীর বাহিতে লাগিল ।
অবিরত নীরধারা দুনয়নে বয় ।
দুটি প্রস্রবণ যেন হেন মনে লয় ।।
প্রেমময় কলেবর হইল মলিন ।
প্রভাতে চন্দ্রমা যথা হয় শোভাহীন ।।
হইল শিথিল তার ইন্দ্রিয় সকল ।
হৃদয়ের রাগ বৃদ্ধি হইল কেবল ।।
যেমন তপন হয় তরুণ মূরতি ।
প্রিয়ার হৃদয়ে রাগ বৃদ্ধি করে অতি ।।
সে রূপ হৃদয়ে হেরি কান্ত গুণময় ।
বৃদ্ধি হল হৃদয়ের রাগ অতিশয় ।।

হৃদয় মন্দিরে যাঁরে করি দরশন ।
সহসা রূপসী ধনী মেলিল নয়ন ॥
দেখিবারে প্রিয়বরে চারি দিকে চায় ।
নিকটে নাহিক সখা দেখিবে কাহায় ॥
বিরহ বিকার তাহে প্রবল হইল ।
তরুণ অরুণ আভা নেত্রে প্রকাশিল ॥
গুণবতী মুদ্রিত করিয়ে আঁখি-দ্বয় ।
মৃদুস্বরে কহে কোথা কান্ত রসময় ॥
দেখা দেহ অধীনীরে হইয়ে সদয় ।
মম মৃত্যু কাল বুঝি হইল উদয় ॥
তোমা বিনে কোন মতে রক্ষা নাহি আর ।
যাই যাই করিতেছে জীবন আমার ॥
এত বলি বিধুমুখী অতি শোকভরে ।
বসন ভূষণ সব পরিত্যাগ করে ॥
আর না দেখিতে পাবে কান্তগুণমণি ।
এই ভাবি বিধবার বেশ ধরে ধনী ।
কহে কোথা প্রিয়তম রহিলে এখন ॥
এক বার অধীনীরে দেহ দরশন ।
তোমার অধীনী আমি ওহে গুণরাশি ।
তোমার পবিত্রপ্রেম সদা ভালবাসি ॥

হায় হায় গুণবতি ! কি প্রেম করিলে ।
আপনি মজিলে আর তাঁরে মজাইলে ॥
পতিরে প্রেমেরে ভাবি দেবের সমান ।
হায় হায় বিধুমুখি ! হারাইলে প্রাণ ॥
উঠ সতি গুণবতি ! মেলিয়ে নয়ন ।
তোমারে প্রসন্ন দেখি জুড়াক জীবন ।
যদি মরি হেরি তব মলিন বদন ।
শূন্যময় ত্রিভুবন করি দরশন ॥
নির্ব্বাসন সে করিল সখারে তোমার ।
নিদয় তাঁহার সম কেহ নাহি আর ॥
উঠ উঠ চারুশীলে মোহ পরিহরি ।
এত বলি কাঁদে সখী দুটি করে ধরি ॥
সখীর বিলাপ বাণী করিয়ে শ্রবণ ।
কহিতে লাগিল সতী মেলিয়ে নয়ন ॥
মিছে কেন সহচরি ! করিছ যতন ।
প্রাণনাথ বিনে আর না রবে জীবন ॥
বুঝিয়াছি আয়ুঃ শেষ হয়েছে আমার ।
সখা বিনে স্বজনি লো ! রক্ষা নাহি আর ॥
তাঁর সনে নির্ব্বাসনে আমার এ প্রাণ ।
বহুক্ষণ সহচরি ! করেছে প্রস্থান ॥

রোদন করো না আর ওগো গুণবতি।
এই দেখ ধর ধর সখার মূরতি॥
হেরিয়ে সখার চিত্র রসবতী ধনী।
সখীর নিকট হতে লইল অমনি॥
জুড়ায়ে নয়ন মন সে রূপসাগরে।
দেখিতে লাগিল ধনী অতি ভাবভরে॥
বহু কষ্টে চিত্র হতে তুলি আঁখি দ্বয়।
সজল নয়নে ধনী সজনীরে কয়॥
এরূপ মধুর মূর্ত্তি করি দরশন।
জুড়াইল আপাতত তাপিত নয়ন।
কিন্তু দেখ বিরহের প্রভাব কেমন।
অন্তরে পশিয়ে দেহ করিছে দহন॥
দ্বিগুণ আবেশানল হইয়ে প্রবল।
আমার জীবন মনে করিল বিকল॥
হায় হায় বিধি বাম হয় গো যাহারে।
কে আর তারিতে তারে পারে এ সংসারে॥
ওরে প্রাণ! দেহে থাকি কেন কষ্ট পাও।
দেহ ছাড়ি শমন-সদনে শীঘ্র যাও॥
এত দিন যদি তুমি ত্যজিতে আমারে।
তবে কি ডুবিতে হত দুখপারাবারে॥

অতএব দেহ ছাড়ি যাও যদি প্রাণ।
তবেই সকল জ্বালা হয় রে নির্ব্বাণ॥
এত বলি বিধুমুখী নয়ন মুদিয়ে।
শবপ্রায় ধরাসনে রহিল পড়িয়ে॥

এখানেতে নির্ব্বাসনে সাধুর নন্দন।
বিজন কাননে করে দুখেতে ভ্রমণ॥
নিরন্তর বন মাঝে বিরসেতে রয়।
হেন কেহ নাহি যে মনের কথা কয়॥
একে প্রিয়াবিরহে কাতর প্রাণ মন।
তাহে জনশূন্য স্থান বিজন কানন॥
ধীর ভাবে বহিতেছে মলয় সমীর।
যাহার পরশে বীর হইল অধীর॥
সরোবর-তীরে বসি নবীন কিশোর।
প্রেয়সী-বিচ্ছেদে খেদে হলেন বিভোর॥
দুনয়নে নীরধার শত ধারে বয়।
ভালে করাঘাত করি সকাতরে কয়।
হায় হায় প্রাণপ্রিয়ে প্রাণের রতন।
তব হেতু হল মম দুর্গতি এমন॥
মজিয়ে প্রেয়সি তব প্রণয় বচনে।
ত্যজিলাম মাতা পিতা ভ্রাতাদি স্বজনে॥

সংসারের সুখ সব করি বিসর্জ্জন।
সার করিলাম এই বিজন-কানন॥
তথাপি প্রেয়সি তব বিরহ কেমন।
নিরন্তর প্রাণ মম করিছে দহন॥
দুঃখ হয়ে প্রিয়তমে স্মরণে তোমায়।
শাস্তি তায় নির্ব্বাসন হইল আমায়॥
এত বলি তথা হতে সে গুণনিধান।
কুসুমকানন দিকে করিল প্রয়াণ॥
কাননে কুসুম-কলি হইয়ে বিকাশ।
স্বভাবের শোভা কিবা করিছে প্রকাশ॥
এক পুষ্প হতে অলি অন্য পুষ্পে যায়।
দাক্ষিণ নায়ক যেন হেন অভিপ্রায়॥
কাননে কুসুম শোভা করি দরশন।
জাগিয়ে উঠিল মনে প্রেয়সীর বদন॥
বিরহ বিভ্রম তাঁর এমন হইল।
প্রিয়া ভ্রমে কমলেরে কহিতে লাগিল॥
আহা প্রিয়ে বিধুমুখি। বল মা কেমনে।
আসিয়াছ একাকিনী বিজন কাননে॥
লাঘব করিতে মম বিরহের ভার।
তাই এ বিজন বনে বুঝি অভিসার॥

কন্যাবিয়োগ শোকে মহিষী তেমন ।
পড়িলেন ভূমিতলে হয়ে অচেতন ॥
কতক্ষণ পরে পুন পাইয়ে চেতন ।
তনয়ারে কোলে করি করেন রোদন ॥
হায় হায় স্বর্ণলেখা বাছা রে আমার ।
কোথা গেলি ভবন করিয়ে অন্ধকার ॥
ও প্রাণনন্দিনি ! চাহ মেলিয়ে নয়ন ।
তোমারে প্রসন্ন দেখি জুড়াক জীবন ॥
ওঠ মা জননি ! কেন ভূতলে পড়িয়ে ।
চাঁদমুখে এক বার ডাক মা বলিয়ে ॥
তুমি মা একমাত্র এ সংসারের সার ।
জননী বলিয়ে ডাকে হেন নাহি আর ॥
দশ মাস দশ দিন ধরেছি উদরে ।
সহ্য করিয়াছি কত কষ্ট তোর তরে ॥
এমন মায়েরে মাগো পরিত্যাগ করি ।
কোথা গেলি স্বর্ণলেখা আহা মরি মরি ॥
ওরে বাছা ! হেরি তোর উন্মীলনয়ন ।
শোকানলে দেহ মম হতেছে দহন ॥
অরে রে ! নিদয় যম কেমনে করিয়ে ।
সোণার প্রতিমা মোর লইলি হরিয়ে ॥

যে পথে গিয়াছে সব প্রাণের সুজন ।
চল চল সেই পথে করি গো গমন ॥
রাণীর রোদন দেখি যত পুরবাসী ।
ব্যাকুল হইয়ে কাঁদে শোক-নীরে ভাসি ॥
এখানে ভূপতি শুনি মৃত্যু তনয়ার ।
অন্ধকারময় দেখে অখিল সংসার ॥
রাজকার্য্য পরিহরি সজল নয়নে ।
পুরেতে প্রবেশ করে সত্বর-গমনে ॥
দেখে আসি স্বর্ণলতা উর্দ্ধনয়নে ।
স্পন্দহীন পড়িয়ে রয়েছে ধরাসনে ।
তনয়ার মৃত্যু ভূপ করি দরশন ।
পড়িল অবনী তলে হয়ে অচেতন ॥
কতক্ষণ পরে ভূপ হয়ে সচেতন ।
তনয়া বিয়োগ-শোকে করেন রোদন ॥
ভাসিল নয়ন নীরেতে বক্ষ দুকূল ।
তনয়া-বিয়োগে অতি হলেন ব্যাকুল ॥
বহুক্ষণ পরে ভূপ স্থির করি মতি ।
অনুচরগণে করিলেন অনুমতি ॥
ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইল ঘটন ।
এখন শ্মশানে লয়ে করহ গমন ॥

বহু দুখ পাইয়াছ আমার কারণে।
এখন জুড়াও প্রাণ এখানে আসিয়ে॥
নয়ন মেলিয়ে সখা কর দরশন।
নদীতীরে মম দেহ হতেছে দহন॥
এত বলি গুণবতী প্রস্থান করিল।
নিদ্রা ত্যজি যুববর উঠিয়ে বসিল॥
প্রেয়সীরে না হেরিয়ে গুণের সাগর।
হইলেন বিলাপেতে বিষম কাতর॥
গোদাবরী-তীরে হেরি জ্বলন্ত দহন।
সত্য বোধ করিলেন স্বপন তখন॥
প্রিয়ার বিরহানলে পাগলের প্রায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে যুবা সেই দিকে যায়॥
নিকটে যাইয়ে যুবা করে দরশন।
রমণীর দেহ এক হতেছে দহন॥
প্রিয়ার বদন-শশী করি দরশন।
মনোদুঃখে কহে যুবা করিয়ে রোদন॥
আহা প্রিয়ে! গুণবতি! আমার কারণে।
দহন হতেছ আমি জ্বলন্ত দহনে॥
সহিতে না পারি মম বিরহদহন।
অনলে পশিয়ে তাই ত্যজিছ জীবন॥

ওরে রে ! নিলাজ প্রাণ এখন কেমনে ।
প্রেয়সীর এত দুখ দেখিছ নয়নে ॥
জানি জানি প্রাণ আমি জানি এ তোমারে
অতিশয় ভালবাস প্রাণের প্রিয়ারে ॥
তবে কেন মৃত্যু হোর প্রাণের প্রিয়ার ।
এখন রয়েছ তুমি দেহেতে আমার ।
এত বলি যুবরাজ সজলনয়নে ।
চলিলেন উপনীত চিতার সদনে ॥
ঝাঁপ দিয়ে হুতাশনে হইয়ে পতন ।
করিলেন সমুদয় দুঃখ-নিবারণ ॥
[illegible] অমরভুবনে ।
করিলেন সুমিলন প্রেয়সীর সনে ॥
চিরদিন পরে পেয়ে প্রাণের রতনে ।
মিলন করিল সতী প্রফুল্লবদনে ॥
কি কব তাহার শোভা মনোহর অতি ।
আকাশে মিলন যেন শ্রীমতী শ্রীপতি ॥

ইতি স্মর সেনা কাব্যে নায়ক
নায়িকার সর্গে মিলন-নাম
অষ্টম সর্গ ।

সম্পূর্ণ ।